গৌরদাস হালদার

শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

শিক্ষণ প্রসঙ্গে

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

[For B. T., B. ed. & P. G. Basic Course]

( )

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার, এম. এ. (ডবল), বি. টি. ;
অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, শিক্ষণ (বি. টি) বিভাগ,
তমলুক, মেদিনীপুর।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১-এ কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই '৬৯

মূল্য—চৌদ্দ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

আমার

পূজনীয় শিক্ষকবৃন্দকে

পূর্বাভাষ

বর্তমানে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ-ক্রমে 'অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী আজকাল এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং বিদ্যালয়ে বিষয়টির সুষ্ঠুভাবে পঠন-পাঠনের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে উক্ত বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপনার কার্য করিয়া উক্ত বিষয়ে একখানি উপযুক্ত গ্রন্থের আবশ্যকতা অনুভব করি। এ-বিষয়ে আমার সহকর্মী, অভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীগৌরদাস হালদার মহাশয়ের দৃষ্টিও-স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। ফলে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনায় প্রবৃত্ত হন। অধুনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের আবশ্যকতাও রহিয়াছে। শিক্ষালাভ অপেক্ষা শিক্ষাদান অধিকতর দুরূহ ব্যাপার, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষকের পক্ষে বিষয়বস্তুর জ্ঞান যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞান পরিবেশনের সুষ্ঠু পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাও সেইরূপ আবশ্যক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অভিনব পরিবেশন-পদ্ধতির প্রয়োগে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতাগুণে শ্রীহালদারের গ্রন্থখানি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পক্ষে সু-অধিগম্য ও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। এমন কি, সাধারণ পাঠকদের নিকটও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য বিবেচিত হইবে।

তমলুক,
২৬।৬।৬৯

শ্রীকালোবরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে গৃহীত অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে "শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান" রচিত হল। সহকর্মী বন্ধুদের উপদেশ ও পরামর্শ এবং শিক্ষার্থী বন্ধুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি ক'রে পুস্তকখানি পাঠ্যগ্রন্থ (Text Book) হিসাবে লিখবার চেষ্টা করেছি। শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমার কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। যাদের প্রয়োজন মেটানর জন্য শ্রম করেছি তাদের উপর রইল এর সার্থকতা পরিমাপের ভার ; আর সহকর্মী বন্ধুদের উপর দায়িত্ব দিচ্ছি সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনার।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সংগঠনে আমি একাধিক গ্রন্থ, শিক্ষা-কমিশন রিপোর্ট এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। পুস্তকসহ লেখকের নাম এই গ্রন্থের নানা স্থানে উল্লেখ করেছি। তবুও পুনরায় এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এই পুস্তকখানি রচনায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত তমলুক হ্যামিলটন বহুমুখী বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক শ্রীকালোবরণ চট্টোপাধ্যায়ের (Part time Lecturer in Civics & Economics, Tamralipta Mahavidyalaya, B. T. Dept.) কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

বইটির ভাষা সংশোধন ও বিষয়-পরিমার্জনা এবং পুণর্লিখনে হ্যামিল্টন বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীরক্তকমল দাশগুপ্তের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া বিষয়বস্তুর (Contents) অংশে বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সাহায্য করেছেন তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক অশোক কুমার চ্যাটার্জী, অধ্যাপক সুধাংশুকুমার ভুঁইয়া, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, তমলুক হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীমোহিনীমোহন মাজী, শ্রীবানেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীদিগীন মিশ্র এবং আরোও অনেকে।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী, বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ কালীসাধন চন্দ্র, অধ্যাপক দীপেন ঘোষ, অধ্যাপক অশোক গুপ্ত, অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ জানা, অধ্যাপক শিশির হালদার, অধ্যাপক প্রবাস বসু, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীরা এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা—যদি আমায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত না করতেন তাহলে এ-ধরনের একখানা জটিল পুস্তক রচনা আমার পক্ষে সম্ভব হোত কিনা—এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

পরিশেষে মুদ্রণ-এর কাজে নিরলসভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন প্রিন্টস্মিথের স্বত্বাধিকারী শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়। ব্যানার্জী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী পুস্তকখানির প্রকাশনে যে অকুণ্ঠ শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করেছেন তা বাংলা পুস্তকের প্রকাশনের ক্ষেত্রে বিরল। সেজন্য এদের উভয়কেই ধন্যবাদ জানাই। ইতি

তমলুক
৪. ৭ ৬৯

গৌরদাস হালদার

Syllabus for the B. T. Examination Calcutta University.

ECONOMICS AND CIVICS
METHODS

Aims and objectives of teaching Economics and Civics. Place of Economics and Civics in the School curriculum and their relation with subjects like Commerce, Geography, Mathematics, Statistics, History and Sociology.

Methods of teaching : General approach ; Lectures, discussions, individualised instructions. Socialisation of the subject : Visits and Excursions to business places, local bodies, assemblies etc.

Teaching aids : Pictures, diagrams audio-visual appliances, text and reference books, journals etc.

Testing and Evaluation.

CONTENTS

A. Economics

1. Subject-matter and scope of Economics—the theory of scarcity and choice in money economy. Definitions of Marshall, Pigou, Davenport and L. Robbins Economic system and their functions—economic problems.

Economics and other social sciences, utility of study of economics.

2. Some fundamental concepts—Income, Consumer Behaviour, Firm and Industry, Equilibrium, Price, Mechanism.

3. National Income, Standard of living.

4. Organisation of Production—the factors and scale of production. Population. Natural Resources, Capital and Technical Skill, Business Organisation, Large-scale and small-scale production. Location of manufacturing Industries : Monopoly and Competitions.

5. Forms of Business Organisation—Partnership, Joint Stock Company, Co-operative Society and State Management.

6. The firm and the Market—Perfect and Imperfect competition. Price determination under different market forms. Equilibrium of the firm and industry under conditions of competition. Laws of Returns ; Monopoly price and price discrimination under monopoly. Control of monopoly.

7. Money, Currency, and Bank Money, creation of money by the Banking system, changes in the value of money and its measurement. Reasons for changes in the value of money, Inflation ; Deflation effect of price changes control of inflation and deflation, Central Bank Monetary policy. Money Market.

8. International Trade—Territorial Division of Labour—Absolute and comparative costs ; Balance of Trade and Balance of payments.

Free Trade and Protection—Tariff, Exchange control, Devaluation.

9. Factor-pricing-Marginal Productivity Theory—Opportunity Cost, wages—Trade Union and collective farming, Rent, Interest and Profit.

10. Government Finance—Expenditure, Taxation and Debt.

11. Economic Functions of the Government—Planning—Maintenance planning and development planning ; Financing and Development Planning. Nationalisation of Industries.

12. Different Economic systems—Laissez Faire, Economy, Planned Economy, Mixed Economy and Communistic Economy.

B. Civics :

1. Subject—matter and scope. Ancient and modern civic ideals.

2. Evolution of human society.

3. The State—Nature, characteristics and origin.

4. Ends and Functions of the State. The State and the Individual. Individualism, Socialism and Communism.

5. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Parliamentary and Presidential. Unitary and Federal.

6. Organ of Government, Separation of powers. Organisation and functions of the governmental organs.

7. The citizen—citizen and alien. Modes of acquisition of citizenship, Loss of citizenship.

8. Rights and Duty of the citizen in a modern State. Correlation of Rights and Duty.

9. Liberty and Law—Liberty and Rights. Rights, Liberty, Equality and Fraternity, Safeguards of liberty.

10. Public Service.

11. Public opinion. Public opinion in a Democracy, Organs of Public Opinion.

12. Party Government. Party Government in a Democracy. Multi-party and Bi-party system. Party Government in a Dictatorship.

13. Constitutions—Written and Unwritten, Rigid and Flexible, Requisites of a good Constitution.

14. Nationality, Nation, Nationalism and Internationalism. United Nations. The Future of Mankind.

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষণ প্রসঙ্গে

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

(Teaching of Economics and Civics)

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের স্বরূপ

(Nature of Economics & Civics)

১। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ইতিকথা ঃ (Origin of Economics and Civics) :

(ক) অর্থনীতি (Economics) : সামাজিক পটভূমিতে মানুষের সম্পদ-সংগ্রহ (wealth getting) এবং তার ব্যবহার (wealth using) সম্পর্কিত কাজকর্মকে অর্থ নৈতিক কর্ম (Economic treats) রূপে অভিহিত করা হয়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থ নৈতিক তত্ত্ব (Theory) গ্রীসেই প্রথম উদ্ভূত হয়। প্লেটো (*Plato*) এবং এ্যারিষ্টটলের (*Aristotle*) লিখিত ভায্যে এর নিদর্শন বিদ্যমান। গ্রীকরা সাধারণতঃ 'অর্থনীতি' শব্দটি পারিবারিক ব্যবস্থাপনা (Household management) অর্থে ব্যবহার করত। ভৃত্য বা ক্রীতদাস এবং পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের ভরণ-পোষণের জন্য গৃহস্বামী সহজ, সরল অথচ সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। একে সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থারূপে গণ্য করা হত। একটা ক্ষুদ্র পরিবারের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ন্যায় তৎকালীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও এরূপ অর্থ নৈতিক সংস্থার সংগঠন পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন-ভিন্ন নগর রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ির লেনদেন ও সহজতর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সেই প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থ নৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়। এসব অর্থ নৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন গ্রীক লেখকদের লেখায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় অর্থ নৈতিক চিন্তা

পরবর্তীকালে রোমান সামরিক শাসন গ্রীক সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সেই অর্থ নৈতিক তত্ত্ব ইউরোপ ভূ-খণ্ড থেকে মুছে যায়নি। রোমানরা সেই তত্ত্বকে নিয়ে তাদের নিজস্ব ধারায় চর্চা করতে সুরু করে। ফলে পূর্বের তুলনায় অর্থ নৈতিক তত্ত্ব অনেক বেশী উন্নত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু কালক্রমে সেই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য একদিন ধ্বংস হল ; সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক তত্ত্বগুলিও

রোমান সভ্যতায় অর্থ নৈতিক চিন্তা

যেন লুপ্ত হয়ে গেল। এল অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ (Dark Age)। ব্যক্তিগত মুক্তি (Salvation) প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াল এযুগের মানবিক বৈশিষ্ট্য। ফলে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও পার্থিব সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে প্রত্যেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির তাগিদে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে এল অতিরিক্ত এবং অবৈধ সুদে টাকাকড়ি লেনদেনের মোহ। এই যুগে ইটালির নগরগুলির সঙ্গে প্রাচ্যদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দেশে জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে সমকালীন অর্থনৈতিক তত্ত্ব সঠিকভাবে লিখিত হয়নি।

মধ্যযুগ ও অর্থশাস্ত্রের রূপান্তর

মধ্য যুগের শেষাংশে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধ (crusades) পুনরায় ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির বাণিজ্যিক প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করে। ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করেই তখন ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই নতুন প্রচেষ্টায় বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে; তাই কিছু কিছু নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হল। ক্রমে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে বাণিজ্যিক জগতের পরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে নতুন করে এল বিপ্লব। ফলে অর্থনৈতিক তত্ত্ব মানুষের প্রত্যহিক জীবনে সবিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন

ঠিক এই সময় ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সর্বত্র জাতীয় রাষ্ট্রের (National states) উদ্ভব শুরু হয়। নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকেই সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জনে তৎপর হয়ে উঠে। এজন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত নতুন নতুন চিন্তাধারার ফলশ্রুতি স্বরূপ বাণিজ্য তত্ত্ব (Mercantilism) নামে একটি নতুন তত্ত্ব প্রচলিত হল। এটিই হল প্রথম অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব। পৃথিবীর প্রতিটি বাণিজ্যরত জাতি চেষ্টা করতে শুরু করল কেমন করে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যে জাতীয় কোষাগার পূর্ণ করা যায়। এই যুগে জাতীয় কোষাগার পূর্ণ করার প্রচেষ্টা জাতীয় নীতি হিসাবে প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রে গৃহীত হয়। এই নীতির অন্যতম তাৎপর্য হল সকলেই আমদানীকৃত স্বর্ণ রৌপ্য ও মূল্যবান ধাতুর পরিবর্তে অন্য সামগ্রী রপ্তানির চেষ্টা করত। বেশী রপ্তানি করতে পারলে তার পরিবর্তে মূল্যবান ধাতু আমদানী করা যেত। পক্ষান্তরে

এর দ্বারা বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করাও সম্ভব হত। আর এর ফলেই আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত বাণিজ্যের উন্নয়নে অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদ্ভূত নতুন বাণিজ্য তত্ত্ব জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করল। জাতির কোষাগারে স্বর্ণ রৌপ্য বা মূল্যবান ধাতু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত করার জন্য সকলেই চেষ্টা করত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, যুদ্ধ পরিচালনা আর পররাজ্য গ্রাসের জন্য এই সম্পদ ব্যয়িত হত। কালক্রমে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এসব জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বা আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করে। এগুলিকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধি হিসাবে গণ্য করা যায়। নতুন বিধানগুলির মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন (navigation act) আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত অর্থনীতি পৃথক ও সুস্পষ্ট কোন জ্ঞানগর্ভ পাঠ্য বিষয় (body of knowledge) হিসাবে পরিগণিত হয়নি। পৃথক পাঠ্য বিষয় রূপে গণ্য করার জন্য প্রচেষ্টা এল কেনে (*Quenay*), টুরগো (*Turgot*) প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানীদের (physiocrats) তরফ থেকে। এই বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক বিধি (Natural Laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু জড়বাদীদের এই ধারণা সম্পর্কে তাঁদের সমর্থকরা বাণিজ্যিক তত্ত্বের বিধি নিষেধ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেন এবং অভ্যন্তরীন শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের পক্ষে যুক্তি দেখালেন। এই জড়বাদী গোষ্ঠীর মতাদর্শের প্রভাবে শুরু হল সংরক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ অবাধ নীতি (Era of Laissez faire) বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির যুগ। নতুন যুগে এল অবাধ প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন শ্রম (free labour) নীতি। মজুর তার সাধ্যমত স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করবে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে-জাতিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে চলবে অবাধ প্রতিযোগিতা। এতে বাধা প্রদানের অধিকার কারও থাকবে না। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব ও শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব হল। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ সমাজ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। শিল্পপতি হল ধন-সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু এর অন্তরালে ছিল চরম শ্রমিক শোষণের অপরিহার্য দুর্নীতি। তাই ধনিক গোষ্ঠী তৈরীর পিছনে ছিল শোষিত

অর্থনীতিতে জড়বাদীদের প্রভাব

অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ

শ্রমিকদের অবদান। প্রথম দিকে জাতীয় সরকার জনগণের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপে হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর তরফ থেকে বাঁচবার দাবী ঘোষণা করা হয়। তাই সৃষ্টি হল পুলিসী রাষ্ট্র। ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় পুলিসী শক্তি এগিয়ে এল। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই দেখা গেল ধনতান্ত্রিক জগতে অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ক্লাসিক্যাল অর্থতাত্ত্বিক চিন্তাধারার জনক আদাম স্মিথ (*Adam Smith*) তাঁর নতুন চিন্তাধারায় জড়বাদীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকখানি সম্প্রসারিত করলেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর 'জাতি বর্গের সম্পদ' (Wealth of Nations) শীর্ষক পুস্তকখানি অর্থতাত্ত্বিক চিন্তা জগতে যুগান্তর এনে দেয়। তাঁর চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালে ম্যালথাস (*Malthus*), রিকার্ডো (*Ricardo*), মিল (*Mill*) এবং আরও অনেকে অর্থনীতির নতুন নতুন তত্ত্ব তৈরী করলেন। এঁরা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন প্রতিযোগিতার সুবিধা আর সরকারী বিধি-নিষেধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে। কিন্তু তাতে মানুষের অর্থপিপাসা কিছুটা হ্রাস পেলেও সাধারণ দরিদ্র অথবা শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গতি ছিল অসাধারণ। তখনও অর্থ নীতিতে জনকল্যাণের কথা মানুষ চিন্তা করতে পারেনি। জাতির সম্বল ও শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল অর্থনীতিবিদ্‌দের অর্থ নৈতিক চিন্তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারায় অর্থনীতি

উনবিংশ শতাব্দীতে এল সেই বাঞ্ছিত পরিবর্তন। অর্থ নীতি বা অর্থশাস্ত্র আর অর্থ পিশাচের বাণী হিসাবে অপাংতেয় হয়ে রইল না। অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে জনকল্যাণ মূলক চিন্তাধারা সংযুক্ত হল। মানব সমাজের প্রগতিতে অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্লমাক্স (*Karl Marx*) এবং আরও অনেকে অর্থ নৈতিক পটভূমিকায় মানব ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা করলেন। ধনবিজ্ঞানের সামাজিক লক্ষণ (implications) সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হল। এর ফলশ্রুতি হল সমাজতান্ত্রিক অর্থ নীতির বিকাশ। কিছুদিন যাবৎ বিশ্ববাসী এরকম নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর চরম পরিণতি লক্ষ্য করে আসছে। বর্তমান বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত—একটি সাম্যবাদী ও অন্যটি ধনিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। দুই শিবিরের ছায়ায় পুষ্ট কোন কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতি সমাদৃত। সে যা হোক, অর্থী নৈতিক ক্ষেত্রে এদের

উনবিংশ শতাব্দী ও জনকল্যাণ মুখী অর্থ নৈতিক চিন্তা

বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এটাই হল আধুনিক সমাজের জটিলতম সমস্যা। শুরুতেই আমাদের সমাজজীবন থেকে অর্থ নৈতিক জটিলতার অবসান একান্ত কাম্য।

(খ) **পৌর বিজ্ঞান (Civics):** আজ আমরা সভ্য সামাজিক পরিবেশে বসবাস করি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি আমাদের মূল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এককভাবে কাউকে চিন্তা করতে হয় না। বিনিময় ব্যবস্থা দ্বারা একজন আর একজনের সেবা ও উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। দেশাভ্যন্তরে কোন অঞ্চলের অভাব অন্য অঞ্চলের অতিরিক্ত উৎপাদন দ্বারা মেটান হয়। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় অন্য দেশের সাহায্য গ্রহণ করাও চলে। আমাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহন, শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য হাট-বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য পুলিস, আইন, আদালত, কারাগার যেমন আছে, তেমনি বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীও প্রস্তুত আছে।

প্রচলিত পৌরব্যবস্থায় জনগণ

বর্তমান যুগে আমরা যে সামাজিক পরিবেশে বসবাস করি—এরকম পরিবেশ আদিতে ছিল না। আদিম বন্য পরিবেশ থেকে মানুষ সমাজ বিবর্তনের বন্ধুর পথে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছে গেছে। এই সমাজ-বিবর্তনের পশ্চাতে অর্থনীতি ছিল সর্বাপেক্ষা সক্রিয় উপাদান। একদিন মানুষ বন থেকে বনান্তরে দলবদ্ধ ভাবে খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াত। তাদের শ্রমলব্ধ সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হলেও দলের সকলে ভাগাভাগি করেই তা' ভোগ করত। এই আদিম অবস্থাকে সমভোগী সমাজ হিসাবে গণ্য করা যায়।

আদিম যুগের মানুষ

কালক্রমে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। বনে বনে শিকারের পরিবর্তে তারা শিখল পশুপালন, ফলমূল আহরণের পরিবর্তে শিখল কৃষি ও উৎপাদনের কলা-কৌশল। ফলে উদ্ভব হল গোষ্ঠীগত অথবা ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি; প্রয়োজন হল এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। দুর্বলের সম্পত্তি সবল গোষ্ঠী দ্বারা লুণ্ঠিত হত; সৃষ্টি হত বিবাদ-বিসম্বাদ। তখন প্রয়োজন হল যুদ্ধ পরিচালনা ও দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য বিশেষ কোন কর্তৃপক্ষের। যুদ্ধ নায়করা এ সুযোগ ছাড়লেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলপতি হলেন যুদ্ধ নায়ক, আর সেই যুদ্ধ নায়কই হলেন রাজা। এভাবে রাজার অধীনে রাষ্ট্রের

বিবর্তনের পথে মানুষ ও তার পৌরনীতি

উদ্ভব হল। কালক্রমে এই রাষ্ট্রই হল সামাজিক বৃহত্তম ও শক্তিশালী সংগঠন। এক একটা রাষ্ট্রের অধীনে থাকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সামাজিক সংগঠন। সভ্য মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক আর কোন না কোন সমাজ সংগঠনের সভ্য এবং এই রাষ্ট্র ও তার সভ্যদের ঘিরেই হল পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান।

২। অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও আলোচনার পরিধি (Definition, subject matter and scope of Economics) :

(ক) অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of Economics) : ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ভারতে অর্থনীতি বিষয়ক চেতনা অতি প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রমাণ করে সেই প্রাচীন ভারতেও মানুষ অর্থনৈতিক চিন্তা করত ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলত। ভারতের ন্যায় উপমহাদেশে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছিল জ্ঞানের আধার। নামে অর্থশাস্ত্র হলেও এই বইটিতে ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রায় পঁচিশ শত বছর পূর্বেকার ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। কৌটিল্য ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনীতি ও তার বিভিন্ন ধারার সংযোগ সম্পর্কীয় বিষয় আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে সেই প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির সম্পর্ক নেই বললেও চলে।

আধুনিক অর্থনীতি ব্রিটিশ শাসনের শিক্ষাবিস্তারের ফলশ্রুতি। স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অর্থনীতি পৃথক পাঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু ধনবিজ্ঞানী এই অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। আদাম স্মিথ বলেন, অর্থনীতি হল জাতিবর্গের সম্পদের বিজ্ঞান। ঠিক একই অভিমত অনুসরণ করে স্যাগ (*Sag*) বলেন যে, অর্থনীতি হল একপ্রকার বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান সম্পদ (wealth) অথবা টাকাকড়ি (money) সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে। ওয়াকারের (*Walker*) মতে সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানের অংশ এই অর্থনীতিতে বিবৃত হয়।

এই প্রাচীন (classical) ধনবিজ্ঞানীদের মতানুসারে অর্থবিজ্ঞান হল সম্পদ সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Economics is a science of wealth)। মানুষের

যাবতীয় কাজকর্মের প্রকৃত কারণ হল সম্পদ আহরণ করা। ব্যক্তিগত লাভ ও অর্থ সংগ্রহসূচক স্বার্থসিদ্ধির বিষয় এই অর্থবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। এ পুস্তক পাঠে মানুষ অর্থগৃধ্নু ধনকুবের হতে পারে মাত্র। সুতরাং একে পাঠ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। অর্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'সম্পদ' শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত সামগ্রী অথবা সেবার যোগান সীমিত অথবা দুষ্প্রাপ্য এবং যা আমাদের অভাব পরিতৃপ্তির সহায়ক তাকেই সম্পদ রূপে অভিহিত করা হয়। আমাদের অভাব পরিতৃপ্তি করতে পারে এমন দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টনের বিষয়াদি অর্থশাস্ত্র বা ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অধ্যাপক মার্শাল (*Marshall*) ধনবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এনে বললেন, মানুষের সম্পদ সম্পর্কীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তিনিই প্রথম অর্থবিদ্যার পুনর্জন্ম ঘটালেন। তাঁর মতে শুধু সম্পদই নয়, মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ আংশিকভাবে অর্থনীতির বিষয়বস্তু।[1]

তাই সামাজিক মানুষের সম্পদের আয় এবং তার ব্যয় সংক্রান্ত কার্যের পর্যালোচনা অর্থনীতির সংজ্ঞারূপে গৃহীত হয়। সম্পদ হল উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। আমাদের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য আমরা সম্পদ সংগ্রহ করি। সামাজিক মানুষ বহু কাজে জড়িয়ে থাকে। মানুষ সকল সময় অর্থলিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হবে একথা চিন্তা করা অমূলক। সকল প্রকার কাজ আবার অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়; সম্পদের ও সাধারণ কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের কার্যাবলীই অর্থনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়।[2]

অর্থনীতিবিদ্ ক্যানান (*Cannan*) অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের বস্তুজাত কল্যাণের কারণ সমূহ পর্যালোচনা করাই অর্থবিদ্যার কাজ।[3] 'সম্পদ' শব্দের আদি অর্থ ছিল কল্যাণ; সুতরাং মানুষের কল্যাণ সম্পর্কীয় আলোচনা অর্থনীতির বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক কালে রবিনস্ এই বস্তুজাত কল্যাণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বস্তুজাত কল্যাণ ছাড়াও

1. "It is on the one hand a study of wealth, and on the other hand more important side, a part of the study of man." —Marshall.

2. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life." —Marshall.

3. "A study in the causes of material welfare." — Cannan

মানুষ আরও অনেক কল্যাণকর কার্যসাধন করে। তাঁর মতে বিনিয়োগ যোগ্য উপায় (means) এবং মানুষের চরম লক্ষ্যের (ends) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য অনুষ্ঠিত বিবিধ কাজের পর্যালোচনা করাই হল অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের কাজ। নির্দিষ্ট উপকরণ ও সময় দ্বারা অনন্ত অভাব মেটাবার জন্য মূল্য ব্যবস্থার (price system) আশ্রয় নেওয়াই সমীচীন। যেহেতু মানুষ যে উপকরণের দ্বারা অভাব বেশী মেটাতে পারে সেই উপকরণের জন্য বেশী দাম দিতে সে প্রস্তুত ; সেহেতু দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকরণের নিয়োগ ও তার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ।

অর্থবিজ্ঞানী রবিনস্ প্রদত্ত সংজ্ঞায় অর্থনীতির আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। অর্থনীতি যে সমাজবিজ্ঞানের একটি ধারা মাত্র—এ ধারণা তাঁর ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট। ডাঃ জে. কে. মেহতার (*Dr. J. K. Mehta*) মতে অর্থনীতিতে মানুষের এমন সব আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় যেগুলি মানুষের অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ডাঃ মেহতার এই দার্শনিক চিন্তাধারা কোন দিনই সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। কেননা বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, মানুষের অভাব সম্পূর্ণভাবে কখনই মেটে না। সুতরাং অভাব থেকে মুক্ত হতে মানুষ কখনও পারবে না। অভাব অনন্ত এবং অভাবের তৃপ্তির জন্য মানুষ চেষ্টা করবেই। মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম কখনও শেষ হবে না। যাই হোক্, বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীর অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অর্থনীতি হল সামাজিক মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যবিষয়।

(গ) **অর্থনীতির বিষয়বস্তু (Subject matter of Economics) :** সামাজিক মানুষের অর্থোপার্জন, অর্থব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্মই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। অর্থনীতি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ, মানুষের অভাব (wants) ; এই অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ পরিশ্রম ক'রে সামগ্রী ও সেবা (services) সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়তঃ, এই অভাব অনন্ত এবং সেই তুলনায় সামগ্রী ও সেবার উৎস সীমিত। তৃতীয়তঃ, সীমিত উৎস দ্বারা অনন্ত অভাবের পরিতৃপ্তি অসম্ভব। তাই আমরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাবগুলিকে নির্বাচন করি ও অপ্রচুর সম্বলকে কাজে লাগাই। মূলতঃ অর্থনীতি মানুষের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আলোচনা করে।

অভাব সামগ্রী ও সেবার অপ্রাচুর্য নির্বাচন

মানুষ মাত্রই অভাব অনুভব করে। প্রয়োজন হিসাবে এই অভাবগুলির আবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন, আমাদের মূল প্রয়োজন হল তিনটি—খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। এ তিনটি অভাবের পরিতৃপ্তি অপরিহার্য। এ ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় মানুষের অত্যাবশ্যক। অভাবের একটা বৈশিষ্ট্য হল, কোন একটি অভাব মিটে গেলে নতুন প্রয়োজন বা অভাব অনুভূত হয়। এর ফলে মানুষের অভাব ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। এসব অভাব তৃপ্তির জন্য মানুষ পরিশ্রম ক'রে সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ করে। এরূপ একটির পর একটি অভাব মিটিয়ে অর্থনীতির দ্বিতীয় বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এই বাস্তব সত্যটি হল, অভাব অনন্ত। দুর্ভাগ্য ক্রমে অনন্ত অভাব বা প্রয়োজনের তুলনায়—তার পরিতৃপ্তির উপায় বা সম্বল সর্বাপেক্ষা সীমিত বা অপ্রচুর।

অভাবের বৈশিষ্ট্য

কোন এক নির্দিষ্ট দেশে বসবাসকারী জন সমষ্টির যাবতীয় অভাব পরিতৃপ্তির উপযোগী সামগ্রী ও সেবা পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশ আজ খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত। খাদ্য বলতে ধান্য, গম, যব, তৈলবীজ, তরিতরকারী প্রভৃতি। সহজতম উপায় হিসাবে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, যদি দেশের সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা করাও দুঃসাধ্য। ধান্যের অভাব পূরণ করতে গেলে চিনির অভাব মিটবে না। গমের অভাব মিটাবার চেষ্টা করলে প্রয়োজনীয় তৈলবীজের চাষ হতে পারে না। শুধু তাই নয়, খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য জমি বেশী ব্যবহার করলে তুলা ও পাট চাষের জমির অভাব পরিলক্ষিত হবে। ফলে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অভাব মিটবে না। আবার কর্ষণযোগ্য জমির কিছুটা বসবাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করাও আবশ্যক। জমির সরবরাহ সীমিত।

অভাব পরিতৃপ্তির সম্বল অপ্রচুর

অতএব এই সীমিত জমিকে এমন ভাবে ব্যবহার করা উচিত যেন আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাবের পরিতৃপ্তি হয়। জমির ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ বা যোগান সীমিত। যেমন, দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। সরকার সিমেণ্ট আর লৌহকে সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে অধিক ব্যয় করলেন। ফলে সাধারন মানুষ বাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব বোধ করবে। শুধু

অভাব পরিতৃপ্তির চেষ্টা

সেবা ও সামগ্রী নয়, মানুষের শ্রমদানের সময়ও নিতান্ত সীমিত। অর্থোপার্জনের জন্য আমরা যদি ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করি তবে বিশ্রাম বা ঘুমের জন্য সময়ের অভাব হবে। তেমনি পড়াশুনায় অধিক সময় ব্যয় করলে অর্থোপার্জনের সময়ের অভাব ঘটবে। সুতরাং সীমিত সময় ও সম্বল দ্বারা আমরা আমাদের অভাব পূরণ করতে পারি না।

নানাবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমরা আমাদের সীমিত সম্পদ ও সময়কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। ঘরের পাশে খালি জায়গাটুকুতে ফুলবাগিচা অথবা অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারি। আমার ইস্পাত কারখানার অতিরিক্ত কর্মচারীকে কড়ি-বর্গা প্রস্তুতের পরিবর্তে বাল্তি তৈরীর কাজে নিয়োগ করতে পারি। ব্যক্তি তার অর্জিত অর্থ দিয়ে ডিফেন্স বণ্ড (Defence bond) কিনতে পারে অথবা প্রয়োজন মত গৃহ নির্মাণে ব্যয় করতে পারে। তবে প্রত্যেককে তার অর্জিত অর্থ ও হাতের সময়কে প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাবার জন্য কোন্‌টির প্রয়োজনীয়তা বেশী তা নির্ধারণ করতে হয়। যদি অভাব তৃপ্তির জন্য মানুষের প্রাপ্ত সামর্থ্য, সম্বল ও সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকত তাহলে অভাব পরিতৃপ্তির অনুকূল সামগ্রী ও সেবা নির্বাচনের প্রয়োজন হত না। কিন্তু মানুষের সম্বল ও সময় সীমিত অথবা দুষ্প্রাপ্য ; ফলে অনন্ত অভাবের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি বেছে নিতে হয় ; কারণ, অভাব পরস্পর প্রতিযোগিতাশীল (wants are competetive) এবং সেই অভাব পরিতৃপ্তির জন্য সময় ও সম্বলকে নিয়োগ করতে হয়। অভাবের পরিমাপ অথবা প্রয়োজনীয়তা যাচাই নির্ভর করে মানুষের হাতের সময় ও সম্বলের উপর। বস্ত্রের অভাব পূরণের জন্য অর্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করা যায় না। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে রাখতে হয় ; অর্থাৎ আয় অনুসারে ব্যয় করাই রীতি। তাছাড়া, অনেক সময় মানুষকে কিছু কিছু ইচ্ছা বা অভাবকে পরিত্যাগ করতে হয়। সিনেমা দেখতে গেলে যদি চাল কেনার পয়সা না থাকে তবে সিনেমা দেখে আনন্দ উপভোগের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। সুতরাং নির্বাচন হল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ; অর্থাৎ অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন হল অর্থবিদ্যার মূলবস্তু (Theory of scarcity and choice)।

অভাব মিটাবার প্রচেষ্টায় নির্বাচন

অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন হল অর্থবিদ্যার বিষয়

এই আলোচনা থেকে আমরা তিনটি মৌলিক সত্যের সন্ধান পাই। প্রথমতঃ, আমাদের অভাব অনন্ত। দ্বিতীয়তঃ, অভাবের তুলনায় আমাদের সময় ও সম্বল দুষ্প্রাপ্য। তৃতীয়তঃ, দুষ্প্রাপ্য বা সীমিত সময় ও সম্বল দিয়ে অনন্ত অভাব পূরণের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য। তাই অনন্ত অভাবের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতার সামঞ্জস্যের জন্য মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করাই হল অর্থ-নীতির বিষয়। অপ্রচুর উপকরণ দ্বারা সীমাহীন অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যে সকল কর্ম সম্পাদন করে তাদের পর্যালোচনাকেই অর্থনীতি বলে। এইভাবেই অর্থনীতি বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে।

অর্থনীতির সংজ্ঞা

(গ) অর্থনীতির আলোচনার পরিধি (Scope of Economics) : অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা যায়। জন মার্শালের মতে সম্পদ সম্পর্কীয় মানুষের কার্যাবলী, আর রবিন্‌সের মতে দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কীয় সমস্যাবলী অর্থনীতি আলোচনা করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থনীতি হল মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানের শাখা। অর্থবিদ্যায় সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী আলোচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম সামাজিক মানুষের অন্যান্য কার্যাদি থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মও এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষ তার অভাব পরিতৃপ্তির জন্য কিভাবে কর্মে লিপ্ত হয়, কিভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে ও নিজে প্রভাবান্বিত হয় ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয় এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজ বিবর্তনের অন্যতম উপাদান। অতীতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বর্তমান অবস্থা প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থার উপর ভবিষ্যতের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিভাত হবে। দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান নাগরিকরা পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণ করে। সুতরাং শুধু সত্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা অর্থশাস্ত্রের কাজ নয়। অর্থশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের শাখা, জড়বিজ্ঞান নয়। সুতরাং দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনা অর্থনীতির কাজ হতে পারে না। দেশের খাদ্যাভাবের কারণ অনুসন্ধান যেমন প্রয়োজন তেমনি খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করাও যুক্তিযুক্ত। অর্থনীতিকে শুধু আলোকবর্তিকার (light bearing) ভূমিকা নিলে চলবে না। তাকে ফলদায়ীও (fruit-bearing) হতে হবে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে অর্থশাস্ত্র হবে

পথনির্দেশক, কল্যাণধর্মী (welfare Economics)। এইখানেই অর্থনীতির সার্থকতা। তাই আমরা দেখি যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থশাস্ত্রের আলোচনার পরিধিও বিস্তার লাভ করেছে।

৩। পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও আলোচনার পরিধি (Definition, subject matter and Scope of Civics):

(ক) পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Civics): সংস্কৃত 'পুর' শব্দ থেকে পৌর শব্দের উৎপত্তি। সিভিকস্ (civics) বর্তমানে ইংরেজী শব্দ। এর উৎপত্তি হয়েছে দুটি ল্যাটিন শব্দ—সিভিস (civis) এবং সিভিটাস (civitas) থেকে। সিভিস শব্দের অর্থ নাগরিক (citizen) এবং সিভিটাস এর অর্থ নগর রাষ্ট্র (city state)। এই দুটি শব্দের মিলিত অর্থে সমাজবিজ্ঞানে পৌরবিজ্ঞান (Civics) বিষয়ের উদ্ভব।

বর্তমানে প্রতিটি নাগরিক কোন না কোন রাষ্ট্রের সভ্য। রাষ্ট্র হল বৃহত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান; এর অধীনে বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকে। সাধারণভাবে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি বা নাগরিকের বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের বিভিন্ন দিক যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে পৌরবিদ্যা বা পৌরবিজ্ঞান বলে।

নাগরিক হিসাবে মানুষ যেসব অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করে এবং সামাজিক বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক বজায় রাখে, সেগুলির অনুশীলনই পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এ ছাড়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের উপর তার প্রভাব, অবশেষে বিশ্বসমাজের সভ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে হোয়াইট (*White*) বলেন, পৌরবিজ্ঞান হল মানবিক জ্ঞানের শাখা। এতে নাগরিকের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি মানবিক বিবিধ সম্পর্কে আলোচিত হয়।

পৌরনীতিপাঠের মাধ্যমে আমরা নাগরিকের জীবনধারার যে-কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারি। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বর্তমানের সুশৃঙ্খল

নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমুদয় পরিণতির বিষয় এই শাস্ত্রে আলোচিত হয়। ডঃ বেণী প্রসাদ (*Dr. Beni Prasad*) পৌরনীতির সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে নাগরিকের জীবন ধারার সামাজিক সম্পর্কের দিকে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সমাজ সম্পর্কের পটভূমিতে প্রতিটি ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য যেমন থাকে তেমনি তাদের কতকগুলি মানবিক অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়াই বিধেয়। পৌরনীতি হল এসব বিষয়ের অনুশীলনের শাস্ত্র।

বস্তুতঃ, পৌরনীতি হল নাগরিকতার বিজ্ঞান (Science) এবং দর্শনশাস্ত্র (Philosophy)। এই বিষয়টির মাধ্যমে ব্যক্তি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়। অধ্যাপক গিল্ড (*Gould*)-এর মতে পৌরশাস্ত্রে বিভিন্ন সংস্থা, তাদের সংগঠন, কার্যাবলী ও শক্তি (spirit) সম্পর্কে আলোচিত হয়। এ সবের মাধ্যমে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে এবং এর পরিবর্তে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজজীবনের সভ্যরূপে বিবিধ উপযোগ (utility) ভোগ করে। এসব সংজ্ঞাগুলির মৌলিক বক্তব্য হল, নাগরিকের জীবনধারার বিবিধ বিষয় পৌরশাস্ত্রে বা পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(খ) পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও তার আলোচনার পরিধি (Subject matter and scope of Civics) ঃ মানুষের সহজাত-বৃত্তিগুলির (instinct) অন্যতম হল তার আসঙ্গ লিপ্সা বা সঙ্গপ্রিয়তা (gregariousness)। এই সহজাত বৃত্তির জন্য মানুষ দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তাই বলা হয়, মানুষ হল সামাজিক জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে টিকে থাকতে পারে না। সমাজের পরিবেশে মানুষ তার অন্যান্য সহজাত-বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করে। সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থায় তাই মানুষের প্রগতি ব্যাহত হয় না। এই সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকের অস্তিত্ব, ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিবিধ বিষয় পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তু।

পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন শাস্ত্র। প্রাচীন ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ শাস্ত্রের চর্চা হয়েছে। তবে সুবিন্যস্তভাবে প্রথম এই শাস্ত্রের আলোচনা হয় প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। অবশ্য সে সুদূর অতীতে এ শাস্ত্রের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল অতি সংকীর্ণ। সেযুগে রাষ্ট্র গঠিত হত এক একটি নগরকে কেন্দ্র করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তখন পার্থক্য ছিল না বললেও চলে। বার্কার (*Barkar*) বলেন, গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ছিল বর্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষ

অনেক ব্যাপক এবং অনেক সামাজিক সংগঠনের সমবায় প্রতিষ্ঠান। তখন নৈতিক সমাজ, অর্থনৈতিক সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতিও রাষ্ট্রগত বলে বিবেচিত হত। সে সময়ে রাষ্ট্র ও তার সভ্য নাগরিকের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাবলী পর্যালোচনা ও অনুশীলনই ছিল পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

বর্তমানে রাষ্ট্র আর নগরের মধ্যে সীমিত নয়। নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে তৈরী হয়েছে বৃহদায়তনের জাতীয় রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র আর প্রতিটি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করতে পারে না। মানুষ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন সংস্থার সভ্য হিসাবে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপন করে। অধিকন্তু বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানবসমাজ এখন আর কোন এক নির্দিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রের পরিসীমায় সীমিত নয়। বর্তমান যুগের নাগরিক বিশ্বসমাজের সভ্যরূপে আন্তর্জাতিক সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং বর্তমান যে-কোন নাগরিক চারটি সম্পর্কে বিধৃত। প্রথমতঃ, তিনি হলেন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক। দ্বিতীয়তঃ, তিনি আঞ্চলিক বিভিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠানের সভ্য। তৃতীয়তঃ, তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্য। চতুর্থতঃ, নাগরিক আবার বিশ্বমানব সমাজের বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য। এই চারটি দিক থেকে নাগরিকের মনোবৃত্তি, অভ্যাস, কাজকর্ম, তার অধিকার ও কর্তব্য, ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, কার্যক্রম ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় এই পৌরশাস্ত্রে আলোচিত হয়। সুতরাং পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা ক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্য
(The Aims, Objectives and Values)

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অতীত রূপ (The Aims and objectives as they were) :

কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সভ্য মানুষের কাছে একটি অপরিহার্য কাজ। সুদূর অতীতে বন্য পরিবেশের মানুষও ব্যক্তিগত এবং দলীয় কর্মের লক্ষ্য স্থির করত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা।

শিকার-সন্ধান ও সংরক্ষণ—এসবের জন্য বাল্যকাল থেকে তাদের শিক্ষালাভ করতে হত। আদিম মানুষের কতকাল কেটেছে তাদের এই পরিবেশে, ইতিহাস তার সঠিক হিসবে দিতে পারেনি। কিন্তু সেই অজানা শতাব্দীতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তাদের চিন্তাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। তারাই আবিষ্কার করেছে আগুন জ্বালার পদ্ধতি, রন্ধন প্রণালী, পশুপালন ও কৃষিকার্য। চিন্তার উৎকর্ষের বলে তারা বেরিয়ে এসেছে সেই বন্য পরিবেশ থেকে। ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে সভ্যতার পথে। এরই মাঝে প্রবর্তিত হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (formal education)। পৃথিবীর সব জাতি বা সমাজ সমান ভাবে উচ্চতর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করতে পারেনি সত্য ; কিন্তু ভৌগোলিক অনুকূল পরিবেশে কোন কোন জাতি উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। সভ্যতা বিকাশের সেই শুরুতেই প্লেটো বলেছিলেন, শিক্ষাই শারীরিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনা করতে পারে। তৎকালে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হত। এমনি করে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা স্ব-স্ব যুগের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন। কোনটির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, কোনটির ধর্ম ভিত্তিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মানবিক ইত্যাদি। দেশ-কালগত পার্থক্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রভাব বা গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষায় উন্নত প্রাচীনতম দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে টমাস (*F. W. Thomas*) বলেন, "পৃথিবীর অন্য কোন দেশে,

শিক্ষানুরাগ এত প্রাচীন নয় এবং এত শক্তিশালী ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বৈদিক যুগের সহজ-সরল কবি থেকে শুরু করে—আজকের বাঙালী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাবের প্রবাহ বয়ে চলেছে।"[1]

সেই প্রাচীন যুগেও ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়েছিল। আত্ম সন্ধানে মগ্ন ছিলেন সে-যুগের ভারতবাসী। তাদের জীবনের অন্যতম সমস্যা ছিল আত্মাকে জানা ও দুঃখের নিবৃত্তি ঘটান। তাই জীবন-জিজ্ঞাসায় তারা সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতেন। মুনি-ঋষিরা কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। ফলে তাঁরা সন্ধান পেয়েছিলেন অদৃশ্য এক মহাশক্তি স্বরূপ পরব্রহ্মের (Absolute)। এই পরব্রহ্ম লাভই ছিল তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।[2]

ভারতীয় অতীত শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য

বৈদিগ যুগের ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাতেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হত। নির্বাণ লাভই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য। মুসলিম শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে নিবদ্ধ ছিল। ইংরাজ আমলে বিদেশী শাসনের কায়েমী স্বার্থে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাকে দেশীয়করণের পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা সুরু হল। আজ এ প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বাধীন ভারতের কর্ণধারদের হাতে।

২। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যের পার্থক্য (Aims, objectives and values differentiated) :

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। লক্ষ্য শব্দটি কোন সুবিস্তৃত, অনন্য সাধারণ, অথচ অপ্রত্যক্ষ কোন শেষ পরিণতির কথা ব্যক্ত করে। উহা চরম আদর্শবাদের দ্বারা দুরধিগম্য, দুঃসাধ্য

1. "There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful influence. From the simple poets of the vedic age to the Bengali philosopher (Tagore) of the present day, there has been an uninterrupted succession of teachers and scholars."

2. "The aim of education is chitta-vritti-nirodha, the inhibition of those activities of the mind by which it gets connected with the world of matter or object."—Ancient Indian Education : R. K. Mukherjee. P.XXII.

ও অনিয়ন্ত্রিত। বাস্তবতার সঙ্গে লক্ষ্যের মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ। পক্ষান্তরে, উদ্দেশ্য শব্দ দ্বারা সবিশেষ (particular), বোধগম্য, অনেক বেশী বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতির ভাব ব্যক্ত হয়। উদ্দেশ্য অপেক্ষা লক্ষ্য অধিক পরিমাণে দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু উদ্দেশ্য অনেকখানি বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উভয়ই হল আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল কিন্তু লক্ষ্য অপেক্ষা উদ্দেশ্য কর্মকর্তার ধারণায় সুস্পষ্টরূপে বিরাজ করে। শিক্ষার্থীকে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক ধারণা (fundamental concepts) লাভের জন্য সাহায্য করা হল উদ্দেশ্য। কতকগুলি পাঠ্যবিষয়বস্তুর একক (unit) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তাই হল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্যরূপে গড়ে তোলা হল শিক্ষার লক্ষ্য। শুধু বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌছান যায় না। শিক্ষাকর্মের প্রতিটি ধাপে বিষয়বস্তুর সব কটি একক সম্পর্কে শিক্ষালাভের সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় একটা সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের যাবতীয় লক্ষণ মিলিয়ে লক্ষ্য নিরূপিত হয়। তবে একথা সত্য যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই অনেক সময় এই শব্দ দুটির একটি অন্যটির পরিবর্ত শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা (Needs to fix up the aims and objectives) :

যে-কোন কর্মের মত শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করাও একান্ত কাম্য। নির্ধারিত লক্ষ্য সঠিক মত ও পথের সন্ধান দিতে পারে। বাস্তব লক্ষ্যে পৌছান হয়ত অনেক সময় সম্ভব হয় না। উহা আদর্শবাদের দ্বারা দূরধিগম্য ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বাস্তবতার সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না ; কিন্তু তথাপি লক্ষ্য স্থির করা অর্থহীন নয়। আমরা হয়ত আদর্শে উপনীত হতে পারব না, লক্ষ্যে পৌছিতেও হয়ত অক্ষম হব ; কিন্তু লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে যদি আমরা শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হই অথবা শিক্ষাধারা পরিচালনা করি তাহলে এটাও নিশ্চিত যে, আমরা কোন নতুন ও অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতার সন্ধান পাব, যার মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক না থাকলে, দিকদর্শন

যন্ত্রহীন জাহাজের অসহায় নাবিকের মত আমাদেরও শিক্ষারূপ সাগরে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব হবে।

শিক্ষার সামগ্রিকতার উপর লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। এটি সম্পূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্দেশ্যই সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রচেষ্টায় নির্ধারিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা প্রচেষ্টাই সার্থকতা লাভের একমাত্র উপায়। সেজন্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতিটি বিষয়বস্তু (topic) পঠন-পাঠনের সময় উদ্দেশ্যমুখী করে নেওয়াই সমীচীন। শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষক সর্বদা ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার অনুকূলে চেষ্টা করবেন। যদি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় তাহলে পাঠ-পরিচালনা সার্থক হয়েছে বলা চলে। আর যদি উদ্দেশ্যটুকু সম্পূর্ণ লাভ করা না যায় তবুও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কারণ উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা-পরিচালনার পথে নানাবিধ-মূল্য অথবা অযাচিত বাস্তব অভিজ্ঞতা ফলশ্রুতিরূপে সংগৃহীত হতে পারে। নাবিক কলাম্বাস ভারতে পৌছাবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন আমেরিকা। তাঁর শ্রমের লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা আকস্মিক ভাবে প্রাপ্ত ফলাফল কম মূল্যবান নয়।

৪। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: (Aims and objectives of teaching economics and Civics):

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে আংশিক বহুমুখী অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী রূপে উন্নীত করার সময় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর মানবিক (Humanities) এবং বাণিজ্যিক (Commerce) বিভাগের ঐচ্ছিক (Elective) পাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে। পরে দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যরূপেও বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষণে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য হল বিষয়টির পঠন-পাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা। অন্যথায় সার্থক পাঠদান যেমন সম্ভব হতে পারে না, তেমনি শিক্ষার্থীরাও বিষয়টির উপযোগিতা অনুভব করতে সক্ষম হবে না।

যে-কোন বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষণ প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসবে, যথা, কি পড়ান হবে (what to teach), কেন পড়ান হবে (why to teach)

এবং কেমন করে পড়ান হবে (How to teach)। কি পড়ান হবে—এর উত্তরে বিষয়টিকে (subject content) উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ এখানে আমাদের পাঠ্যবিষয়—অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান। দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ 'কেন পড়ান হবে'—এর উত্তরের মধ্যে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ 'কেমন করে পড়ান হবে'—এর উত্তরের মধ্যে পদ্ধতির কথা বিজড়িত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পদ্ধতির কথা আসে পরে; তার আগে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হলে, সেই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। সুতরাং পঠন-পাঠনের বাস্তব কর্ম অবলম্বনের পূর্বে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর উদ্দেশ্য লক্ষ্যে পৌছাবার উপায় বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতির মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পঠন বিষয়ক তিনটি প্রশ্ন

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসংঙ্গে অধ্যাপক জোড (*C. E. M. Joad*) তাঁর "About Education" নামক পুস্তকে বলেছেন যে, শিক্ষার্থীকে জীবিকার্জনে সক্ষম করে গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা এবং সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশে সমর্থ করে তোলাই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলিতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ও অভিব্যক্ত হয়। অধ্যাপক পিগো (*Piguo*) তাঁর 'The Economics of Welfare' নামক পুস্তকে অর্থবিদ্যা শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন; যথা, জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধান। বস্তুতঃ, অর্থনীতি শিক্ষার্থীকে শুধু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে তা নয়, বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের পথও নির্দেশ করে। তাই অধ্যাপক মার্শাল (*Marshall*) বলেন,[1] "অর্থনীতি শিক্ষায় শুধু এই

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকদের মতামত

1. "The aims of study of Economics are to gain for its own sake and to obtain guidance in the practical conduct of life and specially social life."

—Marshall

বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় তা নয়, বিষয়টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষতঃ সামাজিক জীবন যাপনের অনুকূলে সুষ্ঠু নির্দেশ দান করে।"

অধ্যাপক বাইনিং এবং বাইনিং (*A. C. Bining and D. C. Bining*) বলেন,[1] বাস্তব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ এবং সমসাময়িক কর্মধারা অনুধাবন ক'রে আধুনিক অর্থনৈতিক নীতি শিক্ষাদান করাই হল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থনীতি শিক্ষাদানের লক্ষ্য। এই বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এমন শিক্ষালাভ করবে যেন তারা দৈনন্দিন জীবনে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকে প্রয়োগ করতে পাবে। গণতান্ত্রিক জীবনে শিক্ষার্থীর বহু কিছু শিখবার আছে। তন্মধ্যে শিল্প, শুল্ক, খাজনা ও সরকার পরিচালনার ব্যয়—এগুলি ন্যূনতম শিক্ষনীয় বিষয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থী যখন সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জনে সমর্থ হবে তখনই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলা যায়।

পৌরবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাইনিং এবং বাইনিং বলেন, নাগরিকতা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে উচ্চশ্রেণীর পৌর চরিত্র (civic character) গঠনে সাহায্য করাই পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থে শিক্ষার্থীকে আঞ্চলিক, রাজ্যসরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানকে এই শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। এজন্য সরকার সংগঠন ও কার্যাবলী এবং সমাজ-কল্যাণ প্রভৃতির দিকেও নজর দিতে হবে; কারণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজের কাঠামোর উপর। এই সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পৌর আদর্শ, পৌর হাব-ভাব ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষার্থীকে স্বাধীন চিন্তা এবং নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি প্রদানে সক্ষম হতে হবে। স্বাপেক্ষতা, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সুস্থ পৌর জীবনের পরিপন্থী।

মিঃ লিপস্ট্র (*O. Lipstreu*) তাঁর "Experts Look at Consumers' Education in the Secondary School" নামক গ্রন্থে অর্থনীতি পঠন-পাঠনের জন্য কতকগুলি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি

1. Teaching the social studies in Secondary Schools.
Bining & Bining : Page, 41

বলেন—খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং সাহায্য সংগ্রহ ও ভোগের জন্য সুষ্ঠু জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা অর্থনীতি শিক্ষণের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি পাঠে যুক্তি ও বিচার শক্তি দ্বারা যাচাই ও বাছাই করে অভিজ্ঞতা লাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতির মাধ্যমে কর্মঠ, শিক্ষিত, সুনাগরিক হিসাবে জীবন-যাপনের সহায়ক সর্বপ্রকার উৎস বা মাধ্যমগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

চতুর্থতঃ, পেশায় অগ্রহ সৃষ্টির জন্য অবসর বিনোদনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অবসর যাপন এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন, শিক্ষার্থী অবসর কালীন কর্মের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মে প্রেরণা পেতে পারে।

পঞ্চমতঃ, মুনাফা ভিত্তিক অর্থনীতিতে (Profit economy) ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার অনুশীলন করার জন্য অর্থশাস্ত্র উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়।

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষার্থীর মনে উচ্চাঙ্গের মূল্য ও রুচিবোধ জাগিয়ে তোলা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ সাধনের জন্য অর্থনীতি সার্থক পাঠ্য বিষয়।

সপ্তমতঃ, অর্থশাস্ত্র পাঠ ক'রে সহযোগিতা ও সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক গুণের বিকাশ লাভ করা যায়।

অবশেষে সরকারী ব্যয়ের তাৎপর্য এবং সেই সম্পর্কে মূল্যায়ণের বিবিধ কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাও অর্থনীতি শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক মোফাট (*M. P. Mofatt*) তাঁর 'Social Studies Instruction' নামক গ্রন্থে অর্থনীতি পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি সর্বতোভাবে লিপস্ট্রের উক্তির অনুগামী। বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুসারে স্থিরীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানকালে আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সুতরাং দেশের প্রয়োজন অনুসারে বিষয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। তবে এ প্রসঙ্গে বিবিধ লেখকের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য।

৫। ভারতীয় পটভূমিকায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & objectives of teaching Economics and Civics in Indian conditions) ঃ

পৃথিবীর উন্নতিশীল (developing) গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। বিশ্বের উন্নত জাতিপুঞ্জের সমগোত্রীয় হওয়ার জন্য ভারত আজ অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নীতি হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ভারতের সামাজিক উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রই হল এদেশের জীবনতন্ত্র। তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র কেবল রাজনীতিতে নয়, এর পরিধি সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্বস্তরে বিস্তৃত। সমাজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রগতি, আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো যদি গণতান্ত্রিক হয় তবেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো

গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে স্থায়ী এবং সুদৃঢ় অর্থনীতির উপর। আবার এই অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে দেশবাসীর অধিকার ও কর্তব্য বোধের উপর। সুতরাং যদি ভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশের নাগরিকরা দেশের উন্নয়নের জন্য স্ব-স্ব ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করবে এবং দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান ভারতের প্রকৃত অবস্থা কি, তাই আমাদের প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। আর্থিক দিক থেকে ভারত অভাবের বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। অথচ ভারত জনসংখ্যাধিক্যের দেশ। জনসংখ্যাধিক্যের জন্য এদেশে বিচিত্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। উৎপাদিত খাদ্য দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক সম্বলকে সম্পূর্ণ কাজে লাগান সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশের জলবায়ু খাদ্যোৎপাদনের অনুকূল, মাটিও যথেষ্ট উর্বর কিন্তু তবুও দু'মুঠো অন্নের জন্য আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

অর্থনৈতিক কাঠামোর (economic structure) দিক থেকে বিবেচনা করলে সহজে লক্ষ্য করা যায়, ভারত অনুন্নত অর্থ-ব্যবস্থার (underdeveloped economy) দেশ। জন-সংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও তার বণ্টন, মাথাপিছু আয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি থেকে এই

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা যায়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ অথচ শিল্পের অনগ্রসরতা এদেশে বিদ্যমান। কিন্তু কৃষির উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রাচীন ধারা আজও প্রচলিত। ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের আধিক্য, কারিগরি দক্ষতার অভাব, ধনগত বৈষম্য, খাদ্যপুষ্টির অভাব, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও ব্যাধির ব্যাপকতা, মূলধনের অকাম্য বিনিয়োগ, অবিবেচিত পরিকল্পনা প্রভৃতি ভারতীয় অর্থ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে সামাজিক বিভিন্ন অবস্থা যেমন, একান্নবর্তী পরিবার, বর্ণভেদ প্রথা, উত্তরাধিকার আইন, সামাজিক বিবিধ প্রথা ও মর্যাদা, ধর্মবোধ, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা, রক্ষণশীলতা প্রভৃতির প্রভাব ভারতীয় অর্থ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় ভারতের এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক অবস্থার পটভূমিকা বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই কথাই প্রতিভাত হয় যে, ভারতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির পঠন-পাঠন একটি অপরিহার্য ব্যাপার। এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক ভাবে পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় গ্রহণ করার যৌক্তিকতার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অর্থনীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য বিষয়টি পঠন-পাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা অত্যাবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে, বিষয়টি কেন পড়ান হবে—এই প্রশ্নের জবাবের উপর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর করে। কেন পড়ান হবে—এর উত্তরে নিম্নলিখিত যুক্তি পরিবেশন করা চলে :

প্রথমতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে পড়ার কারণ

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মৌলিক কলাকৌশল (technique) এবং এই বিষয়টির সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য সামাজিক ও মানবিক বিধি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পৌর কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। কাজেই এবিষয়ে তাদের সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করা এ বিষটির অন্যতম লক্ষ্য।

তৃতীয়তঃ, আমাদের জাতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে যে সমাজভিত্তিক অর্থনৈতিক (socio-economic) ও সমাজভিত্তিক রাজনৈতিক (socio-political) সম্পর্ক ক্রিয়াশীল, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিক্ষার্থীর সামনে জীবন্ত ও সুস্পষ্ট ক'রে

তুলে ধরা প্রয়োজন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় সমস্যা সমাধানের যে উপায় নিহিত আছে সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে অবহিত করা উচিত।

চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের জন্য অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা (utility), প্রয়োজনীয়তা (need) ও মূল্য (value) সম্পর্কে তাকে অবহিত করা আবশ্যক।

পঞ্চমতঃ, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, পৌর এবং উচ্চশিক্ষা লাভের অনুকূল গুণবিকাশে সাহায্য করার জন্য অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উল্লিখিত কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই বিষয়টি শিক্ষালাভের জন্য নিম্নরূপ লক্ষ্যগুলির সন্ধান পাই :

(ক) আদর্শ নাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ;

(খ) নাগরিকতা শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিকাশ ;

(গ) উৎপাদনমুখী সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন ;

(ঘ) ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল মানসিক শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত করা ;

(ঙ) শিক্ষার্থীর মনে ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ইত্যাদি

বিষয়টি পঠন পাঠনের লক্ষ্য

উপরিউক্ত লক্ষণগুলি অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের মৌলিক লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্যগুলি দার্শনিকতা দ্বারা দুরধিগম্য। শিক্ষার সামগ্রিকতার উপর এই লক্ষ্যগুলি বিশেষ নির্ভরশীল। তাই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সময় বাস্তবমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে লক্ষ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়।

(ক) অর্থশাস্ত্র শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : অর্থশাস্ত্র শিক্ষণের প্রথম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে বিষয়টির নীতি এবং তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। নীতি ও তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা যেন শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে। এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীকে দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ জানতে সাহায্য করবে এবং শিক্ষার্থীর মনে আসবে সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছা। তাছাড়া অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীকে এই সমস্যা সমাধানের সুষ্টু উপায় নির্ধারণে সাহায্য করবে।

নীতি ও তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

অর্থনীতি পাঠের দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে দেশের সরকার ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। তত্ত্বগত অংশের সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিবিধ কর ব্যবস্থা, পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যবহারিক ও বাস্তব সংস্থা এবং এদের সংগঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করলে তারা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত পরিচিত হতে পারবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে অর্থনৈতিক চেতনা (economic consciosuess) জাগানর জন্য লক্ষ্য স্থিরীকৃত করাও বিধেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায়। এই বয়সেই জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে তাদের মনে অর্থনৈতিক চেতনা জাগান বিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে তারা অর্থনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সু-নাগরিক হয়ে উঠবে। তারা বুঝবে, জাতীয় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

অর্থনীতি পাঠের তৃতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে বাস্তব জ্ঞান লাভে সাহায্য করা। আয় বুঝে ব্যয় করার উপায় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা নাগরিক জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। সীমিত সম্পদ দ্বারা অনন্ত অভাব পরিতৃপ্তির উপায় হল বাজেট তৈরী করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ফলাফল বাস্তব জীবনে সবিশেষ কার্যকরী। সংসার পরিচালনা থেকে সরকারী দপ্তর পরিচালনা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে বাজেট তৈরীর জ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানে অর্থনীতি কল্যাণধর্মী শাস্ত্ররূপে পরিগণিত। সুতরাং অর্থনীতি একদিকে যেমন আর্থিক বিবিধ সমস্যার কথা ব্যক্ত করে তেমনি আলোক প্রদায়ী শাস্ত্র হিসেব সমস্যা সমাধানের উপায়ও নির্ধারণ করে। তাছাড়া অর্থশাস্ত্র যেমন দেশের খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, কৃষি, শিল্প, বেকারত্ব, শ্রমিক, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সমস্যার কথা অনুশীলন করে তেমনি আবার এসব সমস্যার সমাধানের বিবিধ উপায় সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। সুতরাং অর্থনীতি পঠন-পাঠনের সময় প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, শিক্ষার্থী যেন ব্যক্তিগত জীবনে এবং দেশের সমস্যা সমাধানের বিবিধ কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়।

সম্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান লাভ

অবশেষে বলা যায়, অর্থনীতি শিক্ষালাভের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিবিধ সামাজিক ও আর্থিক গুণবিকাশে সাহায্য করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুণাবলীর অন্যতম অভিব্যক্তি। সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি, আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে সংগৃহীত পরিসংখ্যানতত্ত্ব (Statistics) প্রভৃতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের পরমসহায়ক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝায়। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ধারণার বিকাশ হলে শিক্ষার্থী জাতীয় সম্পদ, আয়-ব্যয়, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, যোগান-চাহিদা, টাকা-কড়ি ও ব্যাঙ্কিং, সুদ, মজুরী, খাজনা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে ও ভবিষ্যৎ বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারবে। অর্থনৈতিক অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা, সমবায় ও সহযোগিতার মনোভাব প্রভৃতির বিকাশ সাধনের জন্য অর্থনীতি শিক্ষণের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ

(খ) পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান শিক্ষার্থীরাই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্থক নাগরিকরূপে সমাজে বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। তাই তাদের প্রথম প্রয়োজন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্ব-স্ব অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। শুধু এসব সম্পর্কে সচেতন হলেও চলবে না; সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে বিবিধ গঠনমূলক কর্মে অংশগ্রহণ করার কৌশল দক্ষতা অর্জন করাও বিশেষ প্রয়োজন। যুবক সম্প্রদায় যদি দেশ গঠনে স্ব-স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা হলে দেশ ক্রমশঃ উন্নত হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সাধন' নীতিই হবে প্রতিটি নাগরিকের জীবনাদর্শ। শিক্ষার্থীরা যাতে সুনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সদস্যের গুণাবলী অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়া শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য।

আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি

পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপ ও জাতীয় সরকার এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত

করা। আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করবে। নাগরিক হিসাবে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এই বয়সেই প্রয়োজন। এজন্য তাদের আদর্শ পৌরচরিত্রের অধিকারী হতে হবে। পৌর চরিত্রের সম্প্রসারণে, জাতীয় চরিত্র ও দেশপ্রীতি জাগরণের উদ্দেশ্য নিয়ে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য।

সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান

পৌরবিজ্ঞান পাঠের তৃতীয় উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক বোধ সম্পর্কে জ্ঞান বিকাশে সাহায্য করা। আজকের শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে তেমনি তাকেই বহু সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষার্থীর উপর দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক আদর্শবোধ জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখাও বিশেষ কর্তব্য। কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সমবায় ও সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ এক্ষেত্রে অপরিহার্য। পৌরবিজ্ঞানই এসব গুণ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী পাঠ্যবিষয়।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক বোধ সম্পর্কে জ্ঞান

(গ) এককভাবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় একই বিষয়ের দুটি অংশরূপে নির্দিষ্ট ; কিন্তু এ দুটির সম্পর্ক এত নিবিড় যে, এই বিষয়টি পঠন-পাঠনের সময় সাধারণ (common) কতকগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা যুক্তিযুক্ত। সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন। সুশৃঙ্খল চিন্তন, যুক্তিবাদিতা, সংশ্লেষণ ক্ষমতা, চিত্তের দৃঢ়তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ প্রভৃতি হল সাধারণ মানসিক শক্তি। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে এসব মানসিক শক্তির বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

মানসিক শক্তির বিকাশ

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশও অপরিহার্য। দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি আজ আর

জাতীয় সীমায় সীমিত নয়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের দেশগুলিও আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। যে-কোন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বা আন্তর্জাতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ

সহঅবস্থানের নীতিতে জাতিবর্গ আজ এক অখণ্ড পৃথিবীর অধিবাসীরূপে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চায় শান্তি ও সমৃদ্ধি। ভারত উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। তা' হলেও আমাদের আর্থিক উন্নয়ন অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এদেশকে শিল্প, বাণিজ্য, পরিকল্পনার জন্য বিদেশী মূলধন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। এসব আন্তর্জাতিক চুক্তিও সরকারী নীতি হিসাবে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ চুক্তি কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয় করার ব্যাপারে জনগণের একটি ভূমিকা আছে। জনমত অনুসারে সরকারকে এরূপ আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। সুতরাং দেশের প্রতিটি নাগরিকের এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের মত বৈদেশিক নীতি অর্থশাস্ত্রও পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিষয়টির পঠন-পাঠন অপরিহার্য।

সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যা পঠন-পাঠনের তৃতীয় ও অপরিহার্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অনুবন্ধ (co-relation) স্থাপন করা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে অনুশীলন করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়টি সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ। অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে এই অনুবন্ধ স্থাপন করে পঠন-পাঠনের রীতি আজ সর্বজন-স্বীকৃত। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতার সংহতি (cohesion) প্রয়োজন। অন্যথায় যাবতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন

ভারত আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁচেছে। বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন ভারতের সমাজ ও সভ্যতা একটা নির্দিষ্ট ধারায় প্রচলিত হত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সে ধারা পরিবর্তিত হয়ে একটা নতুন ভাবধারা (Trend) সৃষ্টি করে।

এই নতুন ভাবধারায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল গভীর ও সুস্পষ্ট। স্বাধীনোত্তর ভারত আবার নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে। একদিকে ভারতীয় রক্ষণশীলতার প্রবণতা তাকে স্বকীয়তায় আনতে চায়, অন্যদিকে আধুনিক প্রভাব তাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে চায়। প্রাচীন ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সমাজ ও সংস্কৃতির দূর পাল্লায় পৃথিবীর উন্নততর জাতিগুলির সঙ্গে তাকে আজ প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শুরু হয়েছে পুনর্গঠনের নতুন প্রচেষ্টা। এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যরূপে গণ্য হল। এর লক্ষ্যে পৌছাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকরী (effective) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে সমাজ উপকৃত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে লক্ষ্য সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে। লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্যে পৌছবার পথটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত মূল্য (value), তথা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপেক্ষ এই অভিজ্ঞতার মূল্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যুগসন্ধিক্ষণে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের গুরুত্ব

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Value of teaching economics & civics): অধ্যাপক ডড (*J. H. Dodd*) তাঁর 'Economics in Secondary Schools' নামক পুস্তকে অর্থনীতি শিক্ষণের নিম্নরূপ মূল্য বা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন:

প্রথমতঃ, অর্থনীতি শিক্ষণ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পেশা বা কর্ম নির্ধারণে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়টি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা দান করে এবং স্বীয় ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদনে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতি শিক্ষণ দ্বারা শিক্ষার্থী অর্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।

চতুর্থতঃ, অর্থনীতি পাঠে শিক্ষার্থী জানতে পারে যে, চাকরি ছাড়াও অর্থ উপার্জনের জন্য শিল্প সংগঠন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের নীতি ও তত্ত্বগত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীকে শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠনে সহায়তা করে।

পঞ্চমতঃ, অর্থনীতি পাঠে শিক্ষার্থীর যে অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয় তা নাগরিক জীবনের অর্থ নৈতিক, এমনকি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাবধারায় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক।

অধ্যাপক ডড কর্তৃক উল্লিখিত মূল্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থনীতি পাঠের দু'প্রকার মূল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক। এর ফলে একদিকে পুস্তক পাঠ ও শ্রেণীকক্ষের আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তত্ত্বগত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, পক্ষান্তরে সমাজীকরণ, প্রকল্প, সমস্যা প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে তারা বাস্তব পরিবেশে অর্থ নৈতিক কার্যাদি পরিচালনা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে যেমন উপকৃত হবে তেমনি সামাজিক জীবনেও এই জ্ঞান লাভের মূল্য বিশেষ কার্যকরী সুফল প্রদান করবে। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীকে পরিবারের সভ্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি, সমাজকর্মী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী অথবা বেসরকারী চাকরিজীবি প্রভৃতি যে-কোন এক বা একাধিক পেশার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজকর্ম অর্থাৎ অর্থ আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ে নিয়োজিত থাকতে হবে। তখন এই ছাত্রজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা তার বাস্তব জীবনে ফলপ্রসূ হবে—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডডের বিবৃত মূল্যের দুই প্রকার বিশ্লেষণ : তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক

অপরদিকে, ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও সমাজ জীবনে অর্থনীতি পাঠের মূল্য নিতান্ত কম নয়। সমাজের আদর্শ সভ্য হিসেবে আজকের শিক্ষার্থীকে বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষার্থীর সামাজিক জীবনে দায়িত্ব পালনে পথনির্দেশ করবে। শ্রেণী সংগ্রাম, সামাজিক সম্পদের সমবণ্টন, মুক্ত প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচেষ্টা, উৎপাদন ও তার বণ্টন এবং ভোগ, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব প্রভৃতি সমস্যাগুলি সামাজিক এবং সার্বজনীন। এসব সমস্যা সমাধানে অর্থনীতি পাঠের অভিজ্ঞতা বিশেষ ফলপ্রসূ বলে মনে করা অমূলক নয়। সুতরাং অর্থনীতি পাঠের মূল্য ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতির ন্যায় পৌরবিজ্ঞানপাঠের অর্জিত মূল্য বা অভিজ্ঞতাও (objectives that are achieved by doing) কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) তাঁদের রিপোর্টে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। পৌরবিজ্ঞান প্রসঙ্গে কমিশন বলেন, ইহা চরিত্র গঠনের পরমসহায়ক। এই বিষয়টির যথাযথ শিক্ষণের দ্বারা সহযোগিতা, সহানুভূতি, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তৎপরতা প্রভৃতি গুন লাভ করা যায়। এসব গুণের সামাজিক মূল্য সন্দেহাতীত।

পৌরনীতি পাঠের মূল্য

পৌরবিজ্ঞান পাঠের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ন্যায় পৌরবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিবিধ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। সমাজীকরণ, প্রকল্প, সমস্যা প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হতে পারে। এই জ্ঞান তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনে পৌরবিজ্ঞান থেকে লব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করবে—এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয় পাঠ্য তালিকায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

(Economics & Civics in school Curriculum)

১। সূচনা (Introduction) :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যামিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ফাইন্যাল বা দশমমান বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বা একাদশমান বিদ্যালয়ের মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগে (Humanities & Commerce) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে এবং পর্ষৎ কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষা দিতে পারে। পূর্বেকার দশমমান বিদ্যালয়গুলির একটা অংশকে একাদশমানের বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পূর্ব পর্যন্ত অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান কলেজীয় পাঠ্যরূপে পরিগণিত হত। বর্তমানে কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের একটি শ্রেণী বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণী রূপে গণ্য। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চলে আসছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টিকে বিদ্যালয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার স্বপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করার পূর্বে বিষয়টির উপযোগিতা ও গুরুত্ব বিচার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

২। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের বাস্তব উপযোগিতা ও গুরুত্ব (Practical Utility and Importance of Teaching of Economics and Civics) :

অর্থনীতি ও পৌররিজ্ঞান মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যরূপে স্বীকৃত। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পৃথক পৃথক হলেও উভয়ের সম্পর্ক এত নিবিড় যে উহাদের আলোচ্য বিষয় একই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,—দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ণের উপর

রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। তেমনি, রাষ্ট্রনৈতিক সুশৃঙ্খলার উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চেষ্টা করছেন। দেশের খাদ্যাভাব রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে প্রতিটি দেশের সামাজভিত্তিক রাজনৈতিক (Socio-political) অবস্থা এবং সামাজ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক (Socio-Economic) অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু একই পুস্তকে আলোচিত হয়। কিন্তু উপযোগিতা ও গুরুত্ব বিচারের সময় বিষয়বস্তুকে দুটি স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

(ক) অর্থনীতি শিক্ষণের উপযোগিতা ও গুরুত্ব (Utility and Importance of Teaching of Economics) : অর্থ ও সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মের প্রতিটি ধারা অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অর্থ ও সম্পদের সঙ্গে সামাজিক মানুষের সম্পর্ক

অর্থ ব্যতীত সামাজিক জীবনে কোন কর্মেই সাফল্য লাভ করা যায় না। সারা বিশ্ব যেন অর্থ বা সম্পদের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। অধিক অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য বিশ্বের সর্বত্র চলেছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা। অর্থশাস্ত্র মানুষের এই অর্থ ও সম্পদ সম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতির বিয়বস্তুর দুটি দিক (aspect) ; একটি তত্ত্বগত, অপরটি ব্যবহারিক। তত্ত্বগত অংশের অন্তর্ভুক্ত হল নানাবিধ নীতি ও তত্ত্ব। এর মধ্যেই আছে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভিত্তি এবং তার কার্যকারণ সম্পর্ক। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় জমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital), সংগঠন ও পরিচালনা (Organisation and enterprise)।

তত্ত্বগত অংশের পাঠ্যবিষয়

তেমনি জাতীয় আয়ের জন্য প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসম্পদ, উৎপাদন কৌশল, সংগঠন নৈপুণ্য, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে অর্থনীতির তত্ত্বগত অংশে আলোচিত হয়েছে।

অর্থনীতির ব্যবহারিক অংশে আলোচিত হয় বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগঠন, পরিচালনা ও কর্মপদ্ধতি। এই ব্যবহারিক অংশ

তত্ত্বগত অংশ থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বিষয়টির পঠন-পাঠনের উপযোগিতা বিচার করা প্রয়োজন।

ব্যবহারিক অংশের পাঠ্য বিষয়

অর্থনীতিতে উপযোগ (utility) শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপযোগ হল অভাব পরিতৃপ্তির ক্ষমতা। সুতরাং আমাদের অভাব মেটাবার ক্ষমতা এই অর্থনীতির কতটুকু আছে তা বিবেচনা করাই হল বিষয়টির উপযোগিতা সম্পর্কে বিচার ও আলোচনা করার মৌল উপায়। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

অর্থনীতিতে উপযোগ কথার অর্থ

প্রথমতঃ, অর্থনীতির উপযোগিতা প্রসঙ্গে দেশ ও কালের প্রয়োজন বিবেচনা করা কর্তব্য। এক সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রতিটি দেশ শিক্ষা প্রসঙ্গে দর্শন-শাস্ত্রকে গুরুত্ব প্রদান করত। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্ম ও নীতি শিক্ষার পীঠস্থান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব এবং পরবর্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে যুগের পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানকাল অর্থ-সম্পদ ও শিল্প-বাণিজ্যের চরম প্রতিযোগিতার যুগ। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ এই যুগাবর্তে বিধ্বত। ভারতও এ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

উপযোগিতা প্রসঙ্গে দেশকালের প্রয়োজন বিবেচনা

ভারত বর্তমানে চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ভারতের রাজনীতি, সরকার ও সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে, ভারত আজ নানা সমস্যা জর্জরিত দেশ। অথচ তাকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) জাতীয় উন্নয়ন প্রসঙ্গে খাদ্য, কর্ম সংস্থান, জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। জাতীয় জীবনের এই জটিল সমস্যার সমাধান আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্র তার নীতি, তত্ত্ব ও ব্যবহারিক অংশের বাস্তব অনুশীলনের দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করতে পারে। অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতগণ সহজে বুঝতে পারেন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি কোন দিকে। তাঁরাই সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। সুতরাং দেশ ও কালের উপজাত অভাব মোচনের পথ প্রদর্শক হিসেবে অর্থনীতির সহযোগিতা অনস্বীকার্য। দেশের ভাবী নাগরিকদের অর্থশাস্ত্রীয় জ্ঞানও সেক্ষেত্রে

অপরিহার্য। পৃথিবীর পরিবর্তনশীল অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা দরকার সে সম্পর্কে অর্থনীতির জ্ঞানই শিক্ষার্থীকে পথ নির্দেশ দেবে। এইখানেই রয়েছে অর্থনীতি পাঠের উপযোগিতা।

সর্বস্তরের মানুষের অর্থ নৈতিক জ্ঞান আবশ্যক

দ্বিতীয়তঃ, দেশের সর্বস্তরের মানুষের অর্থ নৈতিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। মানুষের আচার-আচরণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ; কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ধর্ম ও অর্থ এ দুটির প্রভাব অপরিসীম। প্রচলিত প্রবাদানুসারে অর্থ সকল অনর্থের মূল ; কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, অর্থই হল সার্থক সামাজিক জীবনের মৌলিক উপাদান। তাই চিন্তাশীল শিক্ষার্থীরা অর্থনীতিকে অবহেলা করতে পারে না। অর্থ আয় আর অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের আচার আচরণ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশক হিসেবে অর্থনীতির উপযোগিতা

অর্থনীতির নির্দেশ দ্বারা শিক্ষার্থী জানতে পারে যে দেশ ও জাতির অর্থ নৈতিক কার্যাবলী ও উন্নয়নের উপর নাগরিকের স্বচ্ছলতা নির্ভর করে। পৃথিবীতে কোন দেশ ধনী কোন দেশ দরিদ্র। এই ধনবৈষম্যের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, মানুষের অপরিকল্পিত কাজকর্ম কতটুকু দায়ী তা শিক্ষার্থী এই অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান থেকে জানতে পারে। যে খাদ্য সামগ্রীকভাবে মানবদেহের পুষ্টি সাধন করে তার উৎপাদন ও বণ্টন প্রণালী মানুষকে বস্তুগত ভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনীতিতে খাদ্যের উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়। অতএব অর্থনীতির উপযোগিতা ও গুরুত্ব অতুলনীয়। জাতির অর্থ নৈতিক স্বচ্ছলতার উপর সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও নির্ভরশীল। ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তার দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব হতে পারে। অর্থনীতি পাঠে শিক্ষার্থীরা এই সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। ফলে, তাদের অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের ভাবী নাগরিকদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অত্যাবশ্যক। এ প্রয়োজন মিটাতে পারে অর্থনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান। আবার বর্তমানের শিক্ষার্থীরা হবে ভবিষ্যতের ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, রাজকর্মচারী, রাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি। যে-কোন কর্মে লিপ্ত নাগরিক অর্থনীতিকে অবহেলা করতে পারেন না ; কারণ, অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রই হল একমাত্র

বিষয় যা সুন্দর ও সুস্থ জীবনের জন্য সকল প্রকার বৈষয়িক বা বস্তুগত উপায়গুলিকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করে।

যে-কোন ব্যবসায়ীর অর্থ নৈতিক জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্যের উঠা-নামা, যোগান, চাহিদা, ক্রেতা-বিক্রেতার অভিরুচি প্রভৃতি সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যবসায়ীর কারবারে পরম সহায়ক। অর্থনীতি বিষয়টি ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবহারিক বিষয়রূপে পরিগণিত। অর্থ-শাস্ত্রীয় জ্ঞান ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কারবার পরিচালনায় সাহায্য করে। শ্রমিক সমস্যার পর্যালোচনা ও তার সমাধানের উপায় সন্ধান করা অর্থনীতিজ্ঞদের পক্ষে সহজতর। চিকিৎসকের নিকট ঔষধপত্রের জ্ঞান যেমন অত্যাবশক তেমনি বাণিজ্যের ছাত্রের নিকট অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান শুধু অত্যাবশ্যক নয়, অপরিহার্যও বটে। মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লেনদেন ইত্যাদি বাণিজ্যের ছাত্রকে পড়তেই হয়। কারণ, এগুলি হল বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক উপাদান। সুতরাং অর্থশাস্ত্রকে বাণিজ্যের ছাত্র বা ব্যবসায়ী কেহই অবহেলা করতে পারেন না।

ব্যবসা বাণিজ্যিক উপযোগিতা

ব্যবসায়ীর ন্যায় সমাজের যে-কোন স্তরের কর্মীর পক্ষে অর্থশাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরিহার্য। সাধারণ ও বিশেষ সমাজকর্মীদেরও অর্থনীতির জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রমের উৎকর্ষ, শ্রমসমস্যা, গৃহ ও বসবাস সমস্যা, সেচ, কৃষি, সমবায় প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে সমাজ-কর্মীরা সার্থক ও সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব এ দুটি সমাজদেহে ক্ষয়রোগের মত অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। অর্থনীতির জ্ঞান সমাজকর্মীকে এরকম শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সাহায্য করে। রাজনীতিজ্ঞ আর রাষ্ট্রীয় সেবকদের অর্থনীতির জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অন্যথায় দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সম্ভব হতে পারে না। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং এদের সঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানার্জন করতে না পারলে রাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্রের কর্মচারীদের পক্ষে দেশের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। এমন কি অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতীত দেশে সামরিক বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থনীতির উপযোগিতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে অর্থনীতির উপযোগীতা

রাজনীতিজ্ঞদের ক্ষেত্রে অর্থনীতির উপযোগিতা

তৃতীয়তঃ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থনীতির উপযোগিতা নিতান্ত কম নয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে স্বল্প আয়ে সীমাহীন অভাব মেটাবার চেষ্টা করি। আয় বুঝে ব্যয় করার নীতি শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র অর্থশাস্ত্র। জীবিকার জন্য কোন্ সামগ্রী বেশী প্রয়োজন, কোনটির প্রয়োজন কম—সে সম্পর্কে বিবেচনা ক'রে আমরা অর্জিত অর্থ ব্যয় করে জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ গতি আনবার চেষ্টা করি। অধিকন্তু পরিজন ও প্রতিবেশীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিভাবে অর্থ আয় ও ব্যয় করা উচিত সে সম্পর্কেও অর্থশাস্ত্র আমাদের সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেয়।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থনীতির উপযোগিতা

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য। আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রই কল্যাণধর্মী। সমাজ ও জনগণের কল্যাণের জন্য সরকারী অর্থনীতি পরিচালিত। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পরিচালনা, খাদ্যোৎপাদন ও তার বণ্টন, রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের হিসাব, শুল্ক ও কর স্থাপন ও সংগ্রহ, বার্ষিক বাজেট তৈরী, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তাকে সার্থকভাবে রূপায়নের প্রচেষ্টা প্রভৃতি জাতীয় অর্থনীতির আলোচনাধীন। অর্থশাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান না থাকলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কার্য পরিচালনা করাও সম্ভব নয়। অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার সম্যক জ্ঞানও নির্দেশ দিতে পারে। সুতরাং অর্থশাস্ত্র পাঠের উপযোগিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির উপযোগিতা

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতি হল প্রখর সাধারণ বুদ্ধির (Strong Common sense) অভিব্যক্তি। অর্থনৈতিক বুদ্ধি পৌরশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান চর্চায় সাহায্য করে। কোন অঞ্চল বা দেশের পৌরব্যবস্থার উৎকর্ষতা নির্ভর করে অর্থনৈতিক বুদ্ধির প্রখরতার উপর। অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণা পৃথিবীতে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মানবজাতির ইতিহাসকে নবরূপে রূপায়িত করেছে এবং অর্থনৈতিক জ্ঞানই মানুষকে ভৌগোলিক বিষয় অনুশীলনে সাহায্য করেছে, মরুভূমিতে সবুজ ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা দিয়েছে, জলপ্রপাত আর নদীস্রোতকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নে নিয়োগ করতে সাহায্য করেছে।

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান চর্চায় অর্থ নৈতিক জ্ঞানের উপযোগিতা

সুতরাং পঠন পাঠনের বিষয় হিসেবে অর্থনীতির উপযোগিতা ও গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(খ) পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের উপযোগিতা ও গুরুত্ব (Utility & Importance of Teaching Civics) : অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পৌরবিজ্ঞান পাঠেরও বিশেষ সার্থকতা আছে। বর্তমান সভ্য জগতে মানুষ মাত্রই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। আবার রাষ্ট্র হল বৃহত্তম সামাজিক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকে। সুতরাং মানুষ আঞ্চলিক কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য। মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনধারার বিভিন্ন সম্পর্ক এই পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পৌরবিজ্ঞান নাগরিকের জীবনকে সুন্দর করে তুলবার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করে। সুতরাং নাগরিকগণের পৌরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। সামাজিক জীবনে মানুষ কিভাবে আদর্শ নাগরিক হতে পারে, কিভাবে দৈনন্দিন বহুবিধ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে, পৌরশাস্ত্রে সে-সব বিষয়ের অনুশীলন করা হয়। সুতরাং প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে পৌরবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।

রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের গুরুত্ব ও উপযোগিতা

বর্তমানকাল গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হওয়া নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তখনই যখন নাগরিক তার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করে এবং স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সদা সচেতন ও সচেষ্ট হয়। পৌরবিজ্ঞান নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে; তাই পৌরবিজ্ঞানে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞানের উপযোগিতা

নাগরিক জীবন যত বেশী সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে দেশের প্রগতি তত বেশী হবে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রগতিমূলক আদর্শ নাগরিকের উপর নির্ভরশীল। সুনাগরিকের প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক ও জাতীয় শাসন শৃঙ্খলা সুন্দর করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পৌরবিজ্ঞান সুনাগরিক গঠনের জন্য সহায়ক পাঠ্য বিষয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীরাই হবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক। নাগরিক হিসাবে কেউ হবে রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমাজকর্মী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী, শ্রমিক বা কৃষক ইত্যাদি। কিন্তু সকলকেই স্ব-স্ব রাষ্ট্র, তার

সুনাগরিক তৈরীর ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞানের উপযোগিতা

সংগঠন ও কার্যাবলী, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, রাষ্ট্রীয় আইন, শাসন, বিচার, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ও পৌর সচেতনতা (Political and Civic Consciousness), পৌর দৃষ্টিভঙ্গী (Civic outlook) সুনাগরিক তৈরীর পরম সহায়ক। তাই ভবিষ্যৎ যে-কোন স্তরের নাগরিকের নিকট পৌরনীতির জ্ঞান অপরিহার্য

অবশেষে বলা যায়, পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্র এখন সম্প্রসারিত। বিষয়টি আর স্থানীয় ও দেশীয় সীমায় সীমিত নেই। আন্তর্জাতিক সমাজের গতিপ্রকৃতি, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সে সম্পর্কে ব্যক্তির, দলের অথবা জাতির ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়—আধুনিক পৌরবিজ্ঞানে। মানুষ এখন আঞ্চলিক বা দেশীয় সীমা অতিক্রম করে সুশৃঙ্খল বিশ্ব-সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কল্যাণকর শাস্ত্র হিসাবে—'এক অখণ্ড পৃথিবী'র (one world) স্বপ্ন সফল করাও পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য।[1]

বিশ্বসমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞান

সুতরাং পৌরবিজ্ঞান মানুষকে এই স্বপ্ন সফল করার অনুকূল উপায়ের সন্ধান দিতে পারে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞানের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

৩। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত করার স্বপক্ষে যুক্তি (Reasons for introduction of Economics and Civics in the School Curriculum):

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য বলেই বিষয়টি কলেজীয় শিক্ষাস্তরের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। বর্তমানে বিষয়টি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। এর পেছনে যুক্তি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আলোচনা করা যেতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি (Psychological Reasons): মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চৌদ্দ থেকে সতের বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীরাই অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতি বিষয়টি পড়াশুনা করে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্য বিধায়ক ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিবিধ বাঞ্ছনীয় গুণ, কৌশল ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত সময়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পৌর ভাব বিকাশ ও ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা এবং

1. Report of the Education Commission (1964—66), Page 200

কৌশল শিক্ষার বীজ বপনের জন্য এটিই হল যথপোযুক্ত বয়স। এর পর শিক্ষার্থী প্রাপ্ত বয়স্ক রূপে কোন না কোন সামাজিক সংস্থার সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিবিধ কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হবে এবং সমাজ জীবনের বাস্তব সংঘাতের সংস্পর্শে আসবে। সুতরাং এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভ করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টির বাস্তব উপযোগিতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে স্ব-স্ব জীবনকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী ক'রে তৈরী করতে পারবে।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি বিকাশের প্রথম স্তর থেকে শিশু পরিবার ও প্রতিবেশীর বাস্তব পরিবেশে যে-সব বিষয় লক্ষ্য করে সে-সবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সর্বস্তরের মানুষের কর্ম-ব্যস্ততা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিজেও অজ্ঞাতসারে পাঠচর্চা বা পারিবারিক কর্মে লিপ্ত হয়। কেন এই কর্মব্যস্ত জীবনের চলমান স্রোত? প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মানুষ কিসের আশায় স্ব-স্ব গতি-কক্ষে আবর্তন করে? এ জিজ্ঞাসা বয়স্ক ব্যক্তির মত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনে উদয় হয়। এ জিজ্ঞাসার উত্তর বহুলাংশে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞানের প্রাথমিক (rudimentary) স্তরটুকু বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। শিশু একটু বড় হলেই নানা প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ও দেশের বহুবিধ প্রচলিত সংস্থা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে থাকে। তাদের এই অস্পষ্ট ধারণা সংবাদপত্র, বিবিধ পত্র-পত্রিকা পঠন-পাঠন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হতে থাকে। তাই এই সময় অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতির বিষয়বস্তু তাদের বাস্তব ধারণার পরিপূরক হিসাবে সার্থক শিক্ষা লাভের বিশেষ সহায়ক হয়।

কর্মব্যস্ততা প্রসূত জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন অস্পষ্ট ধারণার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব

জাতীয় প্রয়োজন ভিত্তিক যুক্তি (Reasons based on National Needs) : গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আদর্শ নাগরিক রূপে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার জন্য সঠিক জ্ঞানার্জনে এবং সামাজিক সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযোগী করে প্রস্তুত করে দেওয়াই হল জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয়

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) জাতীয় শিক্ষানীতির এই লক্ষ্য প্রসঙ্গে কয়েকটি উন্নয়ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমস্যাগুলি হল, (ক) খাদ্যে স্বয়ং নির্ভরতা, (খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পূর্ণ কর্ম সংস্থান, (গ) সামাজিক ও জাতীয় সংহতি এবং (ঘ) রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন। কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হবে দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন। এর জন্য বর্তমান শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বয়ং নির্ভর করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। অধুনা প্রচলিত শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে এ শিক্ষা সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম। তাই আমরা দেখি, প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত আজ খাদ্য ও অন্যান্য সমস্যার ন্যায় বেকার সমস্যা দ্বারাও জর্জরিত। শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবন সংগ্রামের সমুখীন হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। তাছাড়া শ্রমবিমুখতা, শ্রমের মর্যাদাবোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। শিক্ষার্থীর উৎপাদনশীল ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন ও জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উৎসাহী করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষার পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে এমন পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা প্রয়োজন যেন জাতি বহুবিধ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পায় এবং এরূপ পাঠ্যসূচী হবে বাস্তব ধর্মী।

আদর্শ নাগরিক ও সুষ্ঠু সামাজিক জীবন-যাপনের উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষের কাজ কর্ম অর্থনৈতিক চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অর্থনৈতিক কাজকর্ম হল সামাজিক মানুষের কর্ম ব্যস্ততার ভিত্তি। এমন কি পঠন-পাঠনের বিষয়কেও আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা হয়। আর্থিক মূল্য নেই এমন বিষয় পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ কম দেখা যায়। পরীক্ষায় পাসের পর অর্থোপার্জনের সুযোগ থাকবে এমন বিষয়াদি শিক্ষার্থীকে অধিক আকর্ষণ করে। অর্থনীতি এমনই একটি বিষয় যার ব্যবহারিক ও আর্থিক দুটি মূল্যই রয়েছে। বিষয়টি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের অনেক সমস্যা সমাধানের বিশেষ সহায়ক। সুতরাং অর্থশাস্ত্রকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

অর্থনৈতিক সমস্যা ও আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে অর্থনীতি

অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পৌর-বিজ্ঞানকেও জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) উক্তির পুনরুল্লেখ করে বলা যায়, জাতীয় সংহতি (National-integration) ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন ভারতের অন্যতম সমস্যা। জাতীয় সংহতির জন্য প্রথম প্রয়োজন সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক তৈরী করা। পৌরবিজ্ঞান এই জাতীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে।

জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞান

উল্লিখিত রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন পাঠ্য তালিকা প্রনয়ন করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রকে অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রয়োজন হল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃর করা। কিন্তু এর জন্যও চাই অথনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের জন্য তৃতীয় প্রয়োজন হল দেশের প্রতিটি নাগরিককে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য চাই শিক্ষায় সমসুযোগ, উন্নত মানের শিক্ষা প্রবর্তন, মানবিক অধিকার দান, উন্নত মানের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা, যাবতীয় পৌর সুখ-সুবিধা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়।[1] সেজন্য শিক্ষাসূচীতে এমন বিষয় পাঠ্য হিসেবে অনুমোদন করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় থেকে সুরু করে রাজ্য সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, এমন কি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। পৌরবিজ্ঞান এরূপ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত বিষয়। পৌরবিজ্ঞান পাঠে-শিক্ষার্থীরা সমাজ, রাষ্ট্র এবং নাগরিক হিসাবে তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। অতএব জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞান

1. National Policy on Education, 1968 Pablication No. 832.

উপযোগিতা ও মূল্য ভিত্তিক যুক্তি (Utility & value-based Reasons) ঃ অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি পাঠের উপযোগিতা ও মূল্য বহুবিধ। প্রথমতঃ, বিষয়টির সমাজভিত্তিক অর্থ নৈতিক মূল্য (Socio-Economic value) সর্বাগ্রে বিবেচ্য। আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ সংস্থা রয়েছে। প্রতিটি সংস্থার প্রধান লক্ষ্য থাকে ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বাধীনতার উপর। এসব লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে দেশের ত্রৈমাত্রিক উন্নয়ন (three dimensional development) নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমটি হল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নয়ন (development of science and technology), দ্বিতীয়টি কার্যকরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন (development of effective economic system) এবং তৃতীয়টি হল নাগরিকদের শিক্ষার উন্নয়ন (development of education)। উন্নয়নের এই ত্রিধারার মূল উপায় (means) হল দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা তখনই আসতে পারে যখন জনগণ আমাদের সমাজভিত্তিক অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে যথাযথ কর্মে নিয়োগ করবে। এরূপ সমাজভিত্তিক অর্থ নৈতিক চিন্তা নিঃসন্দেহে পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের আলোচনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও ও পৌরনীতি সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর অথবা অন্ততঃ নির্বাচন (Elective) বা ঐচ্ছিক (optional) ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়রূপে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমাজভিত্তিক অর্থ নৈতিক মূল্য

দ্বিতীয়তঃ, অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের সমাজভিত্তিক রাজনৈতিক মূল্যও (Socio-political value) বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্র হল সার্বভৌম শক্তি সম্পন্ন বৃহত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে সামাজিক অর্থ-নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থাকে। এসব সংস্থার উপর যেমন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তেমনি সংস্থাগুলিও সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সদস্য অর্থাৎ নাগরিক এবং এক বা একাধিক সামাজিক সংস্থার সভ্যরূপে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে স্যাণ্ডিফোর্ডের (*Sandiford*) উক্তি প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন, আমরা শারীরিক উত্তরাধিকার নিয়ে সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ

সমাজভিত্তিক রাজনৈতিক মূল্য

করি।[1] জন্মের পর প্রত্যেককেই সামাজিক স্তরের কোন না কোন ধারায় মিশে যেতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র রাজার করতলগত নয়, রাষ্ট্র জনগণের। আমাদের সামাজিক সংস্থা কোন শক্তিমান পুরুষের নয়, সংস্থা জনগণ কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত। নাগরিক যেমন পুরোমাত্রায় অধিকার ভোগ করবে তেমনি সে রাষ্ট্র, সমাজ, অন্য নাগরিক সকলের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। এই সমাজভিত্তিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং বিষয়টিকে পাঠ্যরূপে গণ্য করে শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রের সু-নাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্যরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বজন সমর্থিত—এতে কোন সন্দেহ নেই।

সাংস্কৃতিক মূল্য

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের সাংস্কৃতিক মূল্যও আমাদের বিবেচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য। তাঁর মতে যাযাবরেরা উন্নত ধরনের সংস্কৃতি সম্পন্ন হতে পারে না। সুষ্ঠু মানসিক চিন্তার বিকাশ, উন্নততর কলা ও বিজ্ঞান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হল নিরাপত্তা ও অবকাশ প্রদায়ী সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সুসংহত নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্থাপনের উপায় সম্পর্কে অনুশীলন করে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠে শিক্ষার্থী ধৈর্য, সহানুভূতি, আত্মনিয়ন্ত্রন, পরমত সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলাবিধি ও আত্মসম্মান বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং পাঠ্য হিসেবে বিষয়টির উপযোগিতা ও মূল্য অনস্বীকার্য।

ঐতিহাসিক মূল্য

চতুর্থতঃ, অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের ঐতিহাসিক মূল্যও (Prognostic value) যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বিষয়টির মাধ্যমে অতীতের অর্থনীতি ও পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ও পৌর ব্যবস্থার জন্য পূর্বজ্ঞানের মূল্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানকে যাচাই করা ও ভবিষ্যৎকে গঠন করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা এবং সার্থক রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা ও কর্মাদি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে। ভাবী নাগরিকের

1. "We are born with biological heredity but we are born into social heredity." —Sandiford

নিকট এরূপ সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যাবশ্যক। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান এই গঠনমূলক শিক্ষাদানের বিশেষ সহায়ক বিষয়।

পঞ্চমতঃ, পাঠ্য হিসাবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্যও (Practical value) প্রণিধানযোগ্য। বিষয়টি পঠন-পাঠনে একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটতে পারে, তেমনি আবার বাণিজ্যের ছাত্র, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, রাজনীতিজ্ঞ, রাজকর্মচারী প্রভৃতি সমাজের প্রতিটি স্তরের ব্যক্তি সকলেই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের দ্বারা স্ব-স্ব কর্মে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সীমিত সম্বল ও সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা কি ভাবে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে সে শিক্ষাও এই শাস্ত্র থেকে লাভ করা যায়। অধিকন্তু অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক ও বিশ্ববোধ জাগাতে পারে। আধুনিক কালে কোন দেশ একক ভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য, অর্থ সম্পদের লেনদেন এবং রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িত। এরূপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর আলোচনাধীন। ফলে বিষয়টি শুধু যে তত্ত্বগত জ্ঞান বিকাশের সহায়ক তা নয়, এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক আন্তর্জাতিক জ্ঞানের অনুশীলনও করতে পারে। রাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের এই আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত জ্ঞান নিতান্ত অপরিহার্য।

ব্যবহারিক মূল্য

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের সভ্য দেশগুলি তাদের পাঠ্যতালিকায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানকে স্থান দিয়েছে। আমেরিকা চাচ্ছে তার দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক শিক্ষার্থীরা অনুগত নাগরিক হয়ে উঠুক। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞান সহ সমাজবিজ্ঞানের বিবিধ-অংশ পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। ইউরোপের কোন কোন দেশে এই বিষয়গুলি বিজ্ঞান বিষয়ের শাখা হিসেবে গণ্য। তাই বিজ্ঞানের পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি সমাদরে গৃহীত। যদি বিদ্যালয়কে ভাবী-ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক পরিচালক, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় সেবক, সমাজকর্মী ও অন্যান্যদের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূতমূল্য

রূপে পরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পীঠস্থান রূপে গণ্য করতে হয়, তাহলে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানকে আধুনিক শিক্ষার্থীদের অপরিহার্য পাঠ্যবিষয় হিসেবে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করাই বিধেয়। অবশ্য আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে (Elective) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এক্ষণে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে বিষয়টির উপর কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে কতকগুলি সংবাদের স্তূপ শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ করা যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব রূপায়ণ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যসূচীতে তেমন কোন সুযোগ নেই। শিক্ষককে এই সুযোগ সৃষ্টি করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, তা' না হলে শিক্ষা প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় সম্পর্ক ও তার প্রয়োগ

(Subject relations and their use)

১। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য-সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Economics and Civics and other social Sciences) :

একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি অল্পবিস্তর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। পাঠ্যবিষয়গুলি অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞানের উপাদান মাত্র। এই উপাদানগুলি মোট দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Scince) এবং সমাজবিজ্ঞান (Social Science)। মানবিক বিভাগের বিষয়গুলিও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা চলে। মানুষ আর তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুশীলন করা হয়। আমাদের আলোচ্য অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সমগ্র সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র। অতএব অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন ইতিহাস, ভূগোল, সমাজশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে কোন না কোন প্রসঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক নির্ণয়ের পূর্বে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

(ক) **অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Economics and Civics)**—অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দুটিই সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা এবং দুয়ের সম্পর্ক অতিনিবিড়। কোন বিষয়ের কারণ হয়ত অর্থনীতি তৈরী করতে পারে কিন্তু তার ফলশ্রুতি নির্ভর করে পৌরবিজ্ঞানের উপর। (অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনীতির উদ্ভব হয়।) সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে, অর্থনীতির দ্বারা তৈরী মঞ্চে রাষ্ট্রনৈতিক অভিনয় চলে।

ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক ঘটনার সূচনা হয়েছে। কত রাষ্ট্রীয় সংগঠন এই অর্থনৈতিক কারণেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা ও সাম্যবাদী লিপ্সার উৎপত্তি ও বিলোপের পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ এবং যদি বিশ্বের সর্বত্র সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তা'হলে তার মৌলিক কারণ হবে এই অর্থনীতি। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন অপ্রচুর হওয়ায় রেশনিং প্রথা চালু করতে সরকার বাধ্য হলেন। এই প্রথা আজ সরকারের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গৃহীত।

দুটি শাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতিতে মানুষের বিচিত্র অর্থনৈতিক কাজকর্ম আলোচিত হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ চাহিদা, যোগান-চাহিদা, টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, সম্পদের বিনিময় প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্ম অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সুখী পৌর জীবনে সম্পদের প্রয়োনীয়তা অনস্বীকার্য। অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান পৌরজীবনকে সুন্দর করে তুলতে সমর্থ। অর্থশাস্ত্র মানুষকে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে। এ প্রচেষ্টার সঙ্গে নীতি ও দুর্নীতি দুইই থাকতে পারে কিন্তু প্রচেষ্টাকে জনকল্যাণমুখী করার দায়িত্ব পৌরবিজ্ঞানের। পৌরবিজ্ঞান মানুষকে তার ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেয় এবং তার অধিকার ভোগে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করে।

সুখী পৌরজীবনে অর্থনীতির জ্ঞান

শিক্ষার্থীকে আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক তৈরী করে সুন্দর, স্বচ্ছল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পৌরবিজ্ঞানের। কিন্তু সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি অভাব অনটন মানুষকে বিব্রত করে। এর জন্যে চাই সম্পদ। তাই জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃর করার প্রয়োজন সর্বাধিক। এর জন্যে সুপরামর্শ দিতে পারে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র কিন্তু তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব পৌরবিজ্ঞানের। তাই উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বস্তুতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল একপ্রকার কলা (Art), একে অন্যের পরিপুরক এবং সম্পূরক বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তির কৌশল ও বাস্তব রূপদান

অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির শিক্ষক বিষয়টির যে কোন অংশ পঠন-পাঠনের সময় অনুবন্ধ স্থাপন ক'রে আলোচনা করতে পারেন। অর্থশাস্ত্রীয় বিষয়ের কর-ব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি আলোচনা করতে গেলে রাষ্ট্রের কাঠামো আলোচনা করার প্রয়োজন হয় ; আবার পৌরনীতি অংশের স্বাধীনতা, সাম্য, অধিকার ও কর্তব্য, পরিশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি পঠন-পাঠনের সময় অর্থ নৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি দিকগুলির বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের উত্থান ও সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ যেমন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপনার সময় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচনা করতে হয়। স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংগঠনগুলির পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সেরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের সময় অর্থ নৈতিক নির্ভরশীলতা অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির শিক্ষক এভাবে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নদিক থেকে অনুবন্ধ স্থাপন করে পাঠদান করতে পারেন।

অনুবন্ধের দৃষ্টান্ত

(খ) **অর্থনীতি, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব (Economics, Geography and Geology)**—অর্থনীতির বিষয়বস্তু অনেকাংশে ভূগোল ও ভূতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতিতে বিবিধ সামগ্রীর উৎপাদন সম্পর্কে আলোচিত হয়। এই উৎপাদন আবার ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভূতত্ত্বের পাঠ্য হিসেবে মৃত্তিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু প্রাকৃতিক ভূগোল মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা না করে পারে না। এই মৃত্তিকার উপর আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর করে। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অতীতে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত নৌবাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করে। এর একমাত্র কারণ ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান।

মানবিক ভূগোল আবার প্রাকৃতিক ভূগোল দ্বারা প্রভাবিত। নদনদী, পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গল, জলবায়ু ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থা মানব জীবন ও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জীবন ধারনের উপযোগী খাদ্য শস্যের উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পে-নিপুণতা, নগর-বন্দর ও তার পশ্চাৎভূমি, প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রীয় বিষয় ভৌগোলিক

ভূগোল ও ভূতত্ত্বের বস্তুগত সম্পর্ক

অনুকূল পরিবেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। সুতরাং অর্থনীতির পঠন-পাঠনে ভূগোল ও ভূতত্ত্বের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করা অতি সহজ; কারণ এই বিষয়গুলির বস্তুগত সম্পর্ক নিবিড়তম।

বস্তুতঃ ভৌগোলিক অবস্থাই অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরীর একমাত্র সহায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কয়লা ও লৌহ খনির সান্নিধ্য শিল্প সংগঠনে সুযোগ সৃষ্টি করে। পাট অধিক উৎপন্ন হয় এমন অঞ্চলে চটকল, ইক্ষু উৎপাদনের প্রাচুর্য থাকলে চিনির কারখানা, জলপ্রপাত বা নদী উপত্যকার অবস্থান অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি সম্ভব হয়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট করে বলা যায় যে ভূগোল হল অর্থনীতির পটভূমি। অর্থনৈতিক ভূগোল যেমন অর্থশাস্ত্রের তেমনি অর্থনৈতিক ভূগোল প্রাকৃতিক ও মানবিক ভূগোলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে অন্বিত। সুতরাং এসব বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ সংস্থাপন করে পঠন-পাঠনের চেষ্টা করা যুক্তি যুক্ত।

ভৌগোলিক অবস্থাই অর্থনীতির পটভূমি

অর্থশাস্ত্রের শিক্ষক নানাভাবে ভৌগোলিক সম্পর্ক উল্লেখ ক'রে অর্থনীতি শিক্ষা দিতে পারেন। শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of Industries), শ্রমিকের যোগান (Supply of Labour), শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Labour), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) কাঁচা মালের যোগান (Supply of Raw Materials), রাষ্ট্রীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning), চাহিদার স্বরূপ (Nature of Demand), ক্রমহ্রাসমান উপযোগীতা (Law of Diminishing Return) প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচনা করার সময় ভৌগোলিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করা বাঞ্ছনীয়। ভৌগোলিক অবস্থার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উৎপাদন ও বণ্টনে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়; আবার মানুষের ভোগ ও চাহিদা, রুচি ও অভ্যাস ভৌগোলিক কারণেই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের শিক্ষক বিষয়টি পঠন-পাঠনের সময় প্রয়োজন মত ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ ক'রে শিক্ষা দিতে পারেন। তাহলে বিষয়টি পঠন-পাঠন বাস্তবধর্মী ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে।

অনুবন্ধের দৃষ্টান্ত

(গ) অর্থনীতি পৌরবিজ্ঞান, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক ভূগোল (Economics, Civics, Business and Commercial Geography): বাণিজ্য বিষয়ে কারবার, শিল্প ব্যবসা এবং এদের সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়। সংক্ষেপে বাণিজ্য (commerce) এমনই একটি বিষয় যার মধ্যে উৎপাদনের প্রারম্ভ থেকে বণ্টনের শেষ অবধি অনুশীলন করা হয়। বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় এর আলোচনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে উভয়ের বিষয়বস্তু অল্প-বিস্তর একই। বাণিজ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বাণিজ্যিক ক্রিয়া-কৌশলে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্য (Trade), ব্যাঙ্কিং (Banking) আমদানী রপ্তানি (Export and import) এবং বুককিপিং (Book keeping etc) বাণিজ্য বিষয়ের পাঠ্যভুক্ত। এসব বিষয় মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অর্থনীতি এবং বাণিজ্যকে পৃথক পৃথক রেখে পঠন-পাঠন সম্ভব নয়।

বাণিজ্য অথবা বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রাকৃতিক পটভূমিকা (Natural back ground), অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি এবং আঞ্চলিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যাংশ মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান, মৃত্তিকা, জলবায়ু ও আবহাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকন্তু উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য বাজার, আমদানী-রপ্তানির জন্য যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে চিন্তা করতে হয়। স্বদেশের কোন সামগ্রীর ঘাটতি ও অন্যদেশে ঠিক একই সামগ্রীর উৎপাদন প্রাচুর্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। অষ্ট্রেলিয়ার জলবায়ু, মৃত্তিকা গম উৎপাদনের সহায়ক। ভারতে গমের অভাব। অষ্ট্রেলিয়ান গম অধিক আমদানী হলে ভারতে গমের দাম সস্তা হবে। উক্ত আলোচ্য বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— উৎপাদন অর্থশাস্ত্র ও বাণিজ্য উভয়ের অন্তর্ভুক্ত, আমদানী-রপ্তানী প্রধানতঃ বাণিজ্য ও অংশতঃ অর্থশাস্ত্রের আলোচনাধীন, এসব কর্ম পরিচালনায় পৌরবিজ্ঞান এবং সর্বক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ ক্রিয়াশীল। অবশেষে আমরা বলতে পারি যে অর্থনীতির তত্ত্বগত জ্ঞান ও বাণিজ্যের ব্যবহারিক জ্ঞান পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত অথবা বলা যায় অর্থনীতির তত্ত্বগত বিষয়াদির ব্যবহারিক ক্ষেত্র হল বাণিজ্য। এসবের পরিচালক রাষ্ট্রাধীনের জনগণ অথবা সরকার। এবং শেষাংশটুকু পৌর-বিজ্ঞান অংশে আলোচিত। আর সবকিছুর জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত ভৌগোলিক উপাদান ও পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সমাজ বিজ্ঞানের সকল শাখার সম্পর্ক

(ঘ) অর্থনীতি ও ইতিহাস (Economics & History) : অর্থনীতির সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। ইতিহাস আমাদের কাছে অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি অতীতে কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সামগ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি করেছিল, কিভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, কিভাবে উপনিবেশগুলি পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক প্রয়োজনে কাঁচা মাল সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করত—ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে 'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল। অতীতে আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ্, নাদিরশাহ প্রভৃতি অস্ত্র ও সামরিক শক্তি নিয়ে ভারত অভিযান করেছিলেন। আর এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগত পাশ্চাত্ত্য শক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যের জন্য আবিষ্কৃত হয় ভারতে আসবার নতুন জলপথ। মূলতঃ বাণিজ্যিক প্রেরণায় কলম্বাস পৌঁছে গেলেন নতুন ভূখণ্ড আমেরিকায়। তাই আজও দেখি সম্পদশালী আমেরিকানদের—পৈতৃক ভূখণ্ড ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। ভারতের ঐশ্বর্য লাভের আশায় যুগে যুগে বৈদেশিক অভিযান প্রেরিত হয়েছে। শক, হুণ, পাঠান, মোঘল—এদের অভিযান বাহ্যতঃ রাষ্ট্রজয় হলেও মূলতঃ ভারতের অতুল ঐশ্বর্য লাভ। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিহাসই সরবরাহ করতে পারে।

ইতিহাসের বিষয়

অর্থনীতি আর ইতিহাস পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কার্ল মার্ক্স ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে উভয়ের সম্পর্ক আরও নিবিড়তর করেছেন। মূলতঃ অর্থনৈতিক কার্যকারণে মানুষের ঘটনা বহুল ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের পর ইউরোপ খণ্ডে কয়েকটি দেশের শিল্পোৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার আর উৎপাদনের জন্য কাঁচা মালের প্রয়োজনীতা দেখা দিল। এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠছিল। পরবর্তী বিবিধ রাজনৈতিক বিপ্লব, উপনিবেশ বিস্তার, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ধনিক গোষ্ঠীর সঙ্গে

ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ

সাম্যবাদীর যে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে এরও পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। সুতরাং অর্থনীতি ও ইতিহাস পরস্পরকে প্রভাবিত করে; তাই কার্লমার্ক্স এবং তাঁর পরবর্তী—অনেক রাষ্ট্র নীতিবিদ ও ঐতিহাসিক ইতিহাসকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাখ্যা (Economic interpretation of History) করা সঙ্গত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তন অর্থনৈতিক কারণ দ্বার নির্ধারিত হয়।

অর্থনীতির মূল সিদ্ধান্ত ইতিহাসে বিবৃত

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অর্থশাস্ত্র বিষয় পাঠে তখনই আগ্রহ প্রকাশ করবে যখন সহযোগী বিষয়ের (Allied subjects) সাহায্যে পাঠ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হবে। ইতিহাস এরূপ একটি বিষয় যে অর্থনীতির মূল সিদ্ধান্তগুলির অতীত বিবর্তন বিবৃত করে। বিনিময়ের মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে—অতীতকালের বিনিময় ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। এরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনা, ব্যাকিং ব্যবস্থা, রাজস্ব নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য এদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ঘটনা জানা বিশেষ প্রয়োজন। তাই অর্থনীতি পাঠে—ইতিহাসের সঙ্গে বিষয়টির অনুবন্ধ স্থাপন করে পরিবেশন করা যুক্তিযুক্ত।

(ঙ) **পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Civics & History)** ইতিহাসের পটভূমি ছাড়া পৌরবিজ্ঞান পাঠ যেন খানিকটা ভিত্তিহীন গৃহের (House without foundation) মত। "মানুষ যা করেছে, বলেছে এবং উপরন্তু যা তারা ভেবেছে, তাই ইতিহাস"—গার্ডিনার। সুতরাং মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিকাশের চিত্র ইতিহাসে বিধৃত। মানব সমাজের জন্ম ও বিবর্তনের ঘটনাবলী জানবার জন্য ইতিহাসই একমাত্র অবলম্বন। কারণ এই সমাজের বিচিত্র অবস্থা ইতিহাসেরই আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মানুষ ভবিষ্যতের জন্য ক্রিয়াশীল হতে পারে। ঐতিহাসিক নজীর অনুসারে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাই আদর্শবাদী দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ কাণ্ট, হেগেল, সমাজবাদী দার্শনিক কার্লমার্ক্স ঐতিহাসিক ধারার উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তোলেন।

ইতিহাসই পৌরনীতির পটভূমি

পক্ষান্তরে, নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সাধারণতঃ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলী এবং সেই

সঙ্গে নাগরিকের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু এসবের অতীত বৃত্তান্ত বা ক্রমবিবর্তন জানবার জন্য ইতিহাসের বিষয়বস্তুই একমাত্র সহায়ক। পৌরজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে এই অতীত বৃত্তান্ত থেকে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

বহুদিন যাবৎ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিহাসের সঙ্গে পৌরবিজ্ঞান পাঠের প্রচলন ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করতেন।

ইতিহাস আদর্শ ও সুনাগরিকের গুণাবলীর দৃষ্টান্ত

বস্তুতঃ এসব হল সুনাগরিকের অপরিহার্য গুণাবলী। এজন্য অধ্যাপক জোন্স (*Prof. Jones*) বলতেন,[1] ইতিহাস হল জীবন অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। জাতির সেই পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসবার জন্য আজকার শিক্ষার্থীকে ইতিহাস পড়তে হবে। অতীতে শাসিতের প্রতি শাসকের মনোভাব এবং তার ফলশ্রুতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইতিহাসের জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সেই জ্ঞানালোকে পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী আদর্শ ও সুশৃঙ্খল পৌর ও সমাজ জীবন গঠনের জন্য তৎপর হয়ে উঠবে।

আদর্শ নগরিকের একটি অপরিহার্য শিক্ষনীয় বিষয় হল দেশপ্রেম। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে। পুরু, শিবাজী, রাণা প্রতাপের বীরত্ব ও দেশপ্রেম দ্বারা শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হতে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা প্রাণ দান করে ইতিহাসে অমর হয়েছেন তাদের কার্যাবলী শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করবে। আকবরের ধর্মনীতির দৃষ্টান্ত আধুনিক নাগরিককে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করবে।

ইতিহাস দেশপ্রেমের প্রেরণাদাত্রী

মহাত্মা গান্ধীর কার্যাবলী শিক্ষার্থীকে ত্যাগ ও অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করবে। এক কথায় পৌরবিজ্ঞানের জ্ঞানকে সুস্পষ্ট ও গতিশীল করবার জন্য ইতিহাসের জ্ঞান অপরিহার্য।

ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্কের নিবিড়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান বলেন, ইতিহাস হল অতীত রাষ্ট্রনীতি এবং বর্তমান ইতিহাসের বিষয়বস্তুই

---

1 History is a veritable mine of life experiences and the youth of to-day studies history that he may provide by the experiences of the race."

—Prof. Jones

হল রাষ্ট্রনীতি।[1] রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে পৌরবিজ্ঞান রচিত হয়। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের অনেক তথ্য ইতিহাসে অভিব্যক্ত। তাই অধ্যাপক গার্ণার বলেন, 'সঠিকভাবে ইতিহাস আলোচনা করতে হলে রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকায় আলোচনা করা প্রয়োজন। আর পৌরবিজ্ঞানকে যথাযথ অনুধাবণ করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকার আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।' ঠিই একই কারণে অধ্যাপক সীলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'ইতিহাসের প্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রসারতা লাভ করে, অন্যথায় উহা অমার্জিত ও জঘন্য শাস্ত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রনীতির প্রভাব ছাড়া ইতিহাস আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নীরস সাহিত্যে পরিণত হবে।'[2] ইতিহাস রাজনীতির এবং রাজনীতি ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই অধ্যাপক সিলি অন্যত্র বলেছেন—'রাজনীতি ছাড়া ইতিহাস ফলপ্রসূ নয়, আবার ইতিহাস ছাড়া রাজনীতি ভিত্তিহীন।'[3] পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক (rudimentary) অংশ। পৌরবিজ্ঞানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ সরল, সহজ উপায়ে বর্ণিত হয়। উভয় বিজ্ঞানেই নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠন, কার্যাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তা থাকা স্বাভাবিক।

অনুবন্ধের দৃষ্টান্ত

পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষক রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এদের বিভিন্ন রূপ, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং তাদের বিবর্তন, রষ্ট্রনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যার সময় ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। বিশ্বের মানুষ আজ এক অখণ্ড পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে। জাতিপুঞ্জ সংস্থার মাধ্যমে এ স্বপ্ন অনেকখানি সফলতার পথে এগিয়ে গেছে। এ আলোচনা ইতিহাস ও পৌরনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক এ বিষয় আলোচনার সময় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। এক কথায়—পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

(চ) অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব (Economics and Sociology)

অর্থনীতি মূলতঃ একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের সীমিত আয়ের

---

1. History is past politics and politics is present history.
2. "Politics are vulger when not liberalised by history, and history fades into mere literature when it loses right of its relation to politics."
3. "History without Politics has no fruit, politics without History has no root."

সাহায্যে সীমাহীন অভাব মোচনের যে প্রয়াস, অর্থনীতি তারই অনুশীলন করে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজতত্ত্ব শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সমাজ জীবনের সবদিক আলোচিত হয়। সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে আমরা মানব সমাজের সংগঠন, জনগণের জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং বিচিত্র সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারি।

সামাজিক কার্যবিধি অর্থনৈতিক ভিত্তি ব্যতীত পরিচালিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা না থাকলে অর্থনীতির জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোন দেশের সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় আলোচিত হলে সে দেশের অর্থসম্পর্কীয় নীতি সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন দেশের অর্থনীতির উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সমাজতত্ত্ব অর্থনীতির বাস্তব রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করে। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক।

সামাজিক অবস্থা অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপরই নির্ভরশীল

(ছ) পৌরবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব (Civics and Sociology): সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত। মানুষের সর্বপ্রকার সংগঠন ও তাদের কার্যাবলী সমাজতত্ত্বে আলোচিত হয়। বিষয়টি সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, প্রথা, ধর্ম প্রভৃতির ক্রমবিবর্তন ও তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা (Social Status) নিয়ে পর্যালোচনা করে। বস্তুতঃ সমাজতত্ত্ব মাত্র বিবিধ সমাজবিজ্ঞানের যোগফল নয়; ইহা সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি নিয়ে রচিত হয়। পৌরবিজ্ঞান মূলতঃ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির অধিকার, কর্তব্য ও অন্যান্য নাগরিকের প্রতি তার কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে অনুশীলন করে। সুদূর অতীত থেকে মানুষ যখন ক্রমশঃ গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ জীবের পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে তখন থেকে তার কাজকর্ম ও ক্রমগতি সমাজতত্ত্বে আলোচিত হয়। পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিন্ন সত্তায় গড়ে উঠতে সুরু করে তখন, যখন মানুষের সভ্যতা অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছে। মানুষ তখন পৌরবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় অনেকখানি উদ্বুদ্ধ।

পৌরবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের একটি অংশ

সমাজতত্ত্ব ও পৌরবিজ্ঞানে অনেক সাধারণ বিষয় আলোচিত হয়। সমাজতত্ত্ব পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে রাজনৈতিক প্রভুত্ব (Political authority),

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণাদির অনুশীলন ইত্যাদি সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করে দিতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব (Political theories), রাষ্ট্রের বিবিধ সংগঠন ও কার্যাবলী পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য হলেও মূলতঃ এগুলি সমাজতত্ত্বের অংশ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অর্থনীতি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা না করলে কোন বিষয়ে পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না।

(জ) **অর্থনীতি, গণিত, পরিসংখ্যান (Economics, Mathematics and Statistics) :** বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতির সঙ্গে গণিত ও পরিসংখ্যান তত্ত্বের সম্পর্ক অতি নিবিড়। অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমানে অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয়। অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে অর্থনীতির আলোচনায় অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে যে, গাণিতিক অর্থনীতি (Mathematical Economics) বা ধনগণিত (Econometrics), পরিসংখ্যানভিত্তিক অর্থনীতি (Statistical Economics) প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে।[1]

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির বিশুদ্ধতা ও যুক্তিবিন্যাস গাণিতিক হিসাবের উপর নির্ভরশীল। গণিত বা অঙ্কের মাধ্যমে সমাধান করলে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হয়। দ্রব্যের যোগান, চাহিদা, মূল্য নিরূপণ, বণ্টন বা উৎপাদনের দাম নিরূপণ, খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা, ঋণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, অর্থের মূল্য পরিবর্তন, মুদ্রা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অঙ্ক শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। তাছাড়া অর্থশাস্ত্রে তুলনামূলক বিচার ও হিসাবের ক্ষেত্রে যে রেখাচিত্র, ডায়াগ্রাম ও চার্ট ব্যবহৃত হয় সেখানেও অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। তাই জেভন্স (*Jevons*) বলেন, বিষয় হিসাবে অর্থনীতিতে অঙ্কশাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে অর্থশাস্ত্রের সূত্রগুলি অঙ্কের মত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল নয়। কারণ অর্থনৈতিক ফলাফল, সূত্র ও ধারণাগুলি মানুষের ইচ্ছা, রুচিবোধ, সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা গাণিতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল

1. **আধুনিক ধনবিজ্ঞান : ভট্টাচার্য এবং সেন, পৃঃ—১৪।**

হয়। মানুষের মন পরিবর্তনশীল ; অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম এই পরিবর্তনশীল মন দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই অর্থনৈতিক সূত্র অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় সঠিক ফলাফল প্রকাশ করতে পারে না।[1]

গণিতের ন্যায় অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানের ব্যবহার সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক অর্থনৈতিক হিসাব এবং সিদ্ধান্ত পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে। সঠিক সংখ্যাগত তথ্য (Data) সংগৃহীত হলে পরিসংখ্যানও গাণিতিক মতে নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়। কোন ব্যবসায়ী বা কারখানার মালিক তার লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে যে সংখ্যাগত তথ্য (Figure or Data) সংগ্রহ করেন সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে মালিক সহজে তার কারবার বা কারখানার ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেন এবং এই পরিসংখ্যান থেকে লব্ধ সিদ্ধান্ত তাকে সংগঠন পরিচালনার নির্দেশ দিতে পারে। সুতরাং পরিসংখ্যান তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমস্যার সমাধানের জন্য সহজতর, সঠিক ও সুনির্দেশ দান করতে সক্ষম হয়। পরিসংখ্যানের সাহায্যে ঘটনা সমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অর্থনীতির বিষয়গুলি বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এসব সমস্যার গাণিতিক হিসাব ও ফলাফল নির্ণয় করা সহজতর। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, আয়, ব্যয়, উৎপাদন, বণ্টন, রাজস্বনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভোগ-বিনিময় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা যায়। পরিখ্যানের উপযোগিতা সম্পর্কে উডওয়ার্থ বলেন,[2] আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং ধারণা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানশাস্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য। এক কথায় অর্থশাস্ত্রকে পরিসংখ্যানভিত্তিক বলা যায়।

অর্থনৈতিক হিসাব ও সিদ্ধান্ত সমভাবে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল

(ঝ) অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র (**Economics and Ethics**) : অর্থনীতির বিষয়বস্তু হল অভাব পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে মানুষের অর্থনীনৈতিক

1. "The mathemetical method is the abstract method pushed to the extreme. Human aspirations and human needs cannot be spent up within the lim ts of a mathematical formula"—Seligman.

2. "Modern problems and needs are forcing statistical methods and statistical ideas more and more to the fore." —R. S. Woodworth.

কার্যাবলী। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয় মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ। নীতিবোধ মানুষকে যে কাজ করতে বলে, আর্থিক প্রয়োজনে সে হয়ত অন্যরূপ কর্মে লিপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নীতিশাস্ত্রের বিচারে কোন কর্ম গর্হিত হলেও অর্থনৈতিক কারণে সে-কাজের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। নীতিশাস্ত্র বলবে মাদকদ্রব্য উৎপাদন গর্হিত কর্ম, আর অর্থশাস্ত্র বলবে দেশের বেকার সমস্যা দূর করার জন্য মাদকদ্রব্য উৎপাদনে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সুতরাং এদিক থেকে অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর বিরোধী।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, অর্থনীতি এখন কল্যাণধর্মী শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতিতে সামাজিক মানুষের অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলী আলোচিত হয়। অর্থনীতির সঙ্গে 'কল্যাণ' যুক্ত না হলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকতে পারে না। তাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম নীতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক সংগঠন ও তাদের কার্যাবলীকে ঠিক কল্যাণকর পথে পরিচালিত করা ও তার একটা নির্দিষ্ট মান অথবা আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নীতিশাস্ত্র মানুষকে যথেষ্ট সহায়তা করে। মানব কল্যাণে অর্থের ভূমিকা আলোচনা করলে অর্থশাস্ত্রে নীতিগত ঝোঁক (Ethical bent) পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হয়, নীতিশাস্ত্রের হাতে তৈরী (Hand made of Ethics) বিষয় হল এই অর্থনীতি। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক লক্ষ্য হল মানবকল্যাণ। সুতরাং নীতিশাস্ত্র আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কল্যাণধর্মী হিসেবে অর্থনীতি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

পক্ষান্তরে, নীতিশাস্ত্রও অর্থবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত। অর্থনৈতিক তথ্যাদি নীতিশাস্ত্র পাঠে ব্যবহার করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নির্বিচারে দান করায় কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অবস্থায় দারিদ্র্য দূর করতে পারে ; কিন্তু অনেক সময় মুক্ত হস্তে দান করার ফলে সক্ষম মানুষের কর্মক্ষমতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস হ্রাস পায়। দারিদ্র্য মোচনের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার এর দ্বারা যেন নাগরিকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিনষ্ট না হয়। সুতরাং দান করার সময় বিচার ক'রে প্রকৃত গরীবকেই দান করা নীতিগতভাবে যুক্তিসিদ্ধ। এরজন্য প্রয়োজন হলে কিছু আইন-কানুন প্রবর্তন করাও বাঞ্ছনীয়।

নীতিশাস্ত্রেও অর্থনৈতিক তথ্যাদি বিদ্যমান

(ঞ) **পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Civics and Ethics)ঃ** নীতিশাস্ত্র সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করে ; পক্ষান্তরে পৌরনীতি রাজনৈতিক ও পৌরবিষয়ক নৈতিকতা—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি গ্রাহ্য অধিকার ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু উভয়ই মূলতঃ সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ এবং ধর্ম-কর্মের সঙ্গে অন্বিত। নীতি সামাজিক অনুমোদন এবং রাজনীতি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ভিত্তিক বিষয়। উভয়ের সম্পর্ক নিবিড়তম। দেখা যায় নৈতিক ধারণা (Moral ideas) যখন বহুল প্রচলিত ও সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে তখন সেটিই রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে আইনে রূপান্তরিত হয়। কারণ যে জনসমষ্টি সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা বা কোন সামাজিক মানদণ্ড (standard) গড়ে তোলে তারাই আবার রাষ্ট্রের নাগরিক ; তাহলে তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী। রাষ্ট্রের কার্যাবলী মূলতঃ জনকল্যাণমুখী। সুতরাং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিশাস্ত্র আর পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারে না।

শক্তিশালী সামাজিক অনুমোদন ভিত্তিক নীতিই রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ভিত্তিক নীতি বা আইন

(ট) **অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব (Economics and Psychology) ঃ** মনস্তত্ত্বের কাজ হল মানুষের সকল রকম আচার আচরণের মানসিক কারণ অনুসন্ধান করা। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন। আদাম স্মিথের ধারণায় মানুষের সর্বপ্রকার কাজকর্মের কারণ ছিল সম্পদ আহরণ করা। সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে লিপ্ত হয় না। তৎকালীন ধনবিজ্ঞানীরা তাই মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতির তত্ত্বগত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। ক্রমহ্রাসমান মানসিক অনুভূতি থেকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম প্রবর্তন করা এরূপ একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত। তাঁরা মনে করতেন যে, মানুষ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন ও মানসিক ইচ্ছা অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সকল মানুষই সুখের অন্বেষণে কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। ক্লেশের সম্ভাবনা থাকলে তাকে এড়িয়ে তারা সর্বাধিক সুখ প্রদায়ী কর্মেই লিপ্ত হয়। এরূপ হেডনুইজমকে (Hedonism) অর্থনীতিজ্ঞরা তাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বর ব্যাখ্যায় স্থান দিতেন।

তবে একথা সত্য যে, মানুষের মনই তাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত করে। মনস্তত্ত্ব হল মানবিক জ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। মনস্তত্ত্বের

উপর ভিত্তি করে বা মানুষের মানসিক অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রেখে যদি অর্থশাস্ত্রের নীতি গৃহীত হয় তবে তার দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মে সার্থকতা আসতে পারে। তাই আমরা দেখি আধুনিক তত্ত্বগুলির অধিকাংশই মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানুষের আবেগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ, প্রবণতা ইত্যাদি সব কিছুই অর্থনীতির আলোচনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছে। সামগ্রীর যোগান-চাহিদা, ভোগ-চাহিদা, আর্থিক মূল্য সবকিছুকেই দল-মন (Groupmind) বা দল-মনস্তত্ত্বের (Group psychology) মানদণ্ডে বিচার ও ব্যাখ্যা করা হয়। কেইন্‌স-এর মতে, সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, আয়, কর্মনিয়োগ ইত্যাদি মূলতঃ মানুষের তিনটি মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; যথা, ভোগ-প্রবণতা নগদ-পছন্দ এবং ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থা। সুতরাং অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত।

অর্থনৈতিক কর্মের সার্থকতা মানসিক অনুভূতির উপর নির্ভরশীল

শুধু তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় নয় সামাজিক বাস্তব পরিবেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মেও মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগান হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের মানসিক অবস্থাকে সঞ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা এরূপ প্রচেষ্টার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই শ্রমিকদের পূজা-বোনাস, পুরস্কার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা বর্তমনে সর্বত্র প্রচলিত। এসবের মাধ্যমে শ্রমিককে কর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়। শ্রমিক যদি ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত থাকে তবে তারা সামগ্রী উৎপাদনে মনোসংযোগ করতে পারে না এবং শ্রমিক সমস্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় অর্থনীতি পর্যালোচিত হওয়া বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত।

বাস্তব সামাজিক পরিবেশের মনস্তত্ত্ব অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের অন্যতম প্রেরণা

মনস্তত্ত্বভিত্তিক অর্থনীতি পর্যালোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে শিল্প-মনস্তত্ত্ব (Industrial psychology) বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে। কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শিল্প সমস্যার মীমাংসা করা যায় সে-সব বিষয় এই শিল্প-মনস্তত্ত্ব বিষয়টিতে অনুশীলন করা হয়। শিল্প হল অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অর্থনীতি মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিল্পমনস্তত্ত্ব

(ঠ) **পৌরবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব (Civics & Psychology):** বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি সামাজিক জীবনের সুন্দরতম অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা

করে। মানুষের জীবন কখনও একদেশদর্শী হতে পারে না। মানুষকে সামাজিক জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্রিয়াদি এই বিচিত্র বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানব জীবনের এই বিষয়গুলিকে আমরা এক ও অখণ্ড জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানের (Subjects) মাধ্যমে অনুশীলন করি। পৌরবিজ্ঞান এমনই একটি বিষয় যে মানব জীবনের এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে পারে।[1]

কিন্তু মানব জীবনের এই বিচিত্র কার্যাবলী তার মানসিক অবস্থা অনুসারে পরিচালিত হয়। রাজনীতি পর্যালোচনায় জনমত একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এই জনমত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য গণ-মন (people's mind) বা দল-মন (Group Psychology) জানবার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অভিমতই চূড়ান্ত স্বীকৃতি। তাই গার্নার বলেন, সরকারকে স্থায়ী ও প্রকৃত জনপ্রিয় হতে হলে সরকারের মধ্যে জনগণের মানসিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাস প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।[2] সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যে মানুষের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজনও সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং মনস্তত্ত্ব বিষয়টি পৌরবিজ্ঞান পাঠের পরমসহায়ক বলা চলে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলে শিক্ষাদান সার্থক হতে পারে।

২। বিষয়-সম্পর্কের ব্যবহার: অনুবন্ধ (Use of the subject relations through Co-relation):

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান থেকে পৃথক প্রকোষ্ঠে রেখে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা যায় না। মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের অনুবন্ধ রয়েছে। পঠন-পাঠনের সময় অনুবন্ধ স্থাপন করে বিষয় পরিবেশন করা

1. "Civics is essentially a subject of connections, it links all times and periods as parts of the long chain of achievements beaten out of civilizations, it connects all subjects as parts of the life story of mankind."
—Prof. White

2. "Government to be Stable and really popular must reflect and express the mental ideas and moral Sentiments of those who are subject to its authority."
—Garner

বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই অধ্যায়ে অনুবন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা দরকার।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আসে জ্ঞান অর্জন করতে। তারা অনুমোদিত পাঠ্যতালিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষালাভ করে। পাঠ্য তালিকায় বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি আবার যে-কোন বিশেষ বিষয়ের মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এক অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে আছে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ; ইতিহাসের মধ্যে থাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ; ভূগোলে থাকে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি অংশ। বিষয়গুলি এমনকি প্রতিটি বিষয়ের বিভাগগুলি অনন্যসাপেক্ষ স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জ্ঞান হল অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পাঠ্য বিষয়গুলি এই অখণ্ড জ্ঞানের এক একটি উপকরণ মাত্র। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ক বজায় রেখে যদি পাঠদান করা যায় তাহলে সে শিক্ষা প্রচেষ্টা হবে সার্থক। এভাবে অখণ্ড জ্ঞানের অন্বেষণে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ প্রণালী (co-relation technique)।

পাঠ্য-তালিকায় বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও অনুবন্ধ বিদ্যমান

প্রাচীনকালেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক রেখে পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু অনুবন্ধ স্থাপনের আধুনিক ধারণা প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে উদ্ভূত হয়। মনীষী হারবার্ট জ্ঞানের অখণ্ডতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। এই চরিত্র তখনই গঠিত হয় যখন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে একক ও অখণ্ড জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে হারবার্টের সুযোগ্য শিষ্য জিলার (*Ziller*) অনুবন্ধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলতেন, কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষামুখী ক্রিয়া পরিচালনা করা কর্তব্য। ভারতে মহাত্মা গান্ধী শিল্প কেন্দ্রিক (craft centred) শিক্ষা প্রবর্তন করেন। আমেরিকার জন ডিউই (*John Dewey*) অনুবন্ধকে (Corelation) সমন্বয় (Integration) হিসেবে ব্যবহার করে বিচিত্র পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সংহতি বিধানের চেষ্টা করেন।

অনুবন্ধ এক এবং অখণ্ড জ্ঞান প্রদানের সহায়ক

অনুবন্ধ সম্পর্কে আমেরিকার আর্থার সি. বাইনিং (*Arthur C. Bining*) এবং ডেভিড এইচ বাইনিং (*David H. Bining*)[1] বলেন যে, সম্পর্কযুক্ত উপাদান বা বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থী কর্তৃক লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকে অনুবন্ধ (Corelation) বলা হয়। আধুনিক শিক্ষাধারায় এই অনুবন্ধ প্রণালী সমাদরে গৃহীত।

৩। অনুবন্ধের প্রকার (types of Corelation):

অনুবন্ধের ব্যবহার তিন প্রকারে হতে পারে:

(ক) আনুভূমিক (Horizontal)

(খ) উল্লম্ব (Vertical)

(গ) জীবনমুখী (Life oriented)

প্রথম শ্রেণীর অনুবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে—

(i) আকস্মিক (Incidental) এবং

(ii) পূর্ব পরিকল্পিত (Planned)।

শ্রেণীতে পাঠদানের সময় আকস্মিক ভাবে একটি বিষয় থেকে অন্যটিতে যাওয়ার সুযোগ এসে যায়। এর জন্য পূর্ব পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতির পাঠ-দানের সময় শিক্ষক সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখার সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার সময় ভৌগোলিক উপাদানের (Geographical factors) গুরুত্ব বর্ণনা করা যায়। তখন মাটি, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক বিষয় অপরিকল্পিতভাবে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি, টাকা কড়ি ও ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় বিনিময় ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়।

পূর্বপরিকল্পিত অনুবন্ধে শিক্ষককে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। এই পরিকল্পনায় শিক্ষক একাধিক বিষয়কে সমানভাবে আলোচনা করতে পারেন।

1. Correlation is nothing more than the attempt to tie up the knowledge that the pupil is studying with the knowledge in a related field." Bining & Bining.—Teaching the social-studies in Secondary Schools. P. 178.

যেমন, অর্থনীতির ইতিকথা আলোচনা করার সময় পৌরবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র সংগঠনের ইতিহাসকে সমান্তরাল ভাবে বর্ণনার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বা উল্লম্ব অনুবন্ধ প্রণালীতে একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। যেমন—উৎপাদন, ব্যবহার, বণ্টন, বিনিময় অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এর যে-কোন অংশের আলোচনা কালে অন্য অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষণের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, পূর্ব পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য বর্তমান পাঠের অনুকূল সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ জীবনমুখী অনুবন্ধে পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। জীবনমুখী শিক্ষাই বাস্তব ও সার্থক শিক্ষা। এই অনুবন্ধ এত বৈজ্ঞানিক এবং সর্বজন স্বীকৃত যে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। হারবার্ট পেন্সার প্রথম এই জীবনমুখী অনুবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীকে ভাবী জীবন যুদ্ধের উপযোগী করে তৈরী করে দিতে হবে। সুতরাং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। তাই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে সমাজীকরণ করে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

৪। অনুবন্ধের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Corelation)

অন্যান্য বিষয় বা উৎস থেকে লব্ধজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা বা অনুবন্ধ স্থাপিত না হলে কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানই স্থায়ী ও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। বস্তুতঃ জ্ঞান হল অখণ্ড ও অবিভাজ্য। জ্ঞানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অনন্য সাপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করা যায় না। শিক্ষালাভের সুবিধার্থে আমরা অখণ্ড জ্ঞানকে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত ক'রে চর্চা করি। আমাদের মন (mind) বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে জ্ঞানরূপ একীভূত সত্ত্বার সৃষ্টি করতে পারে। মনের এই সংশ্লেষণী-বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনন্য সাধারণ। আমরা যদি জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়রূপে আলোচনা করি, তাহলে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। মনের সংযোগ ক্ষমতাকে

এক এবং অখণ্ড জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব

(Power of cohesion) যেমন অবহেলা করা যায় না, তেমনি শিক্ষার্থীর মনকে কতকগুলি সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা সম্ভব নয়।

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুবন্ধ স্থাপনের গুরুত্ব

মানুষের কাজকর্মও পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত। কোন কর্মই একক ও নিরপেক্ষ ভাবে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তুলা উৎপাদনকারীর কাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় বস্ত্রের উৎপাদন সম্ভব। চিকিৎসকের জন্মনিয়ন্ত্রণ মূলক কার্যাবলীর সঙ্গে দেশ নেতার খাদ্য-সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টার সম্পর্ক না থাকলে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সুতরাং অনুবন্ধ স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু অনুবন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত :

জ্ঞানকে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করার ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব

(১) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে শিক্ষাকর্ম পরিচলনা করলে লব্ধ-জ্ঞান সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হাতে পারে। অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যার জ্ঞানকে যদি ব্যবহারিক, স্থায়ী ও জীবন্ত করতে হয় তাহলে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক রেখে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে এবং তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে উঠবে।

অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভে অনুবন্ধের গুরুত্ব

(২) অল্প সময়ে যে-কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য অনুবন্ধ প্রণালী অধিক ফলদায়ী। অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যার পাঠ দানের সময় শিক্ষক ভূগোল, অঙ্ক, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগরণের ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব

(৩) অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগরণের বিশেষ সহায়ক। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জানবার আগ্রহ অত্যধিক। সুতরাং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের সময়—সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান পরিবেশন করতে পারলে তারা আগ্রহ সহকারে পাঠে অগ্রসর হয় ও লব্ধ জ্ঞান স্থায়ী হতে পারে।

(৪) অনুবন্ধ প্রণালী তালিকাভুক্ত পাঠ্য বিষয়ের চাপ কমায়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের বিভিন্ন অংশ থেকে জ্ঞান লাভ করা যেমন সহজ হয়

তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানও এমন সহজ উপায়ে শিক্ষার্থীর মনে একীভূত হতে থাকে যে, তাদের কাছে পাঠ্যতালিকা ভারবোঝা স্বরূপ মনে হয় না। বিষয়গুলির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব্য যোগাযোগ স্থাপন করে পাঠদান করাই হল অনুবন্ধ প্রণালীর মূল লক্ষ্য।

তালিকাভুক্ত পাঠ্য-বিষয়ের চাপ কমানোর ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব

(৫) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার্থীর সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ইত্যাদি বিবিধ বাঞ্ছনীয় গুণ ও কৌশল বিকাশের পরমসহায়ক। হারবার্টীয় দর্শন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরিত্র গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা দ্বারা এই চরিত্র গঠন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হয় সুসমঞ্জস চিন্তা ধারার সৃষ্টি। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলি সুসংবদ্ধ হলে তবে সুসমঞ্জস চিন্তাধারা গড়ে উঠতে পারে ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়।

শিক্ষার্থীর সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুণ-বিকাশের সহায়ক হিসেবে অনুবন্ধ

বস্তুতঃ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সময় অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে পারলে সার্থক শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। অনুবন্ধ প্রনালী অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঠনপাঠনের সময় অনুবন্ধ স্থাপন প্রসংগে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, অনুবন্ধ স্থাপন যেন স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর গতিধারা অন্য কোন বিষয়ের উপর আলোক পাত করে অথবা অন্য বিষয় দ্বারা যদি পাঠ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তবে তেমন অনুবন্ধকে অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ, অনুবন্ধ স্থাপন যেন উদ্দেশ্য মুখী, জীবনধর্মী, মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক হয়। কষ্ট কল্পিত অনুবন্ধ স্থাপন কখনও সার্থক শিক্ষাদানে সক্ষম নয়। মোটকথা, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ককে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষাদান কর্ম সার্থক হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে সাধারণ ধারণা

(General concepts Regarding Teaching Methods)

১। শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব (The importance of the Method of Teaching) :

মানব সভ্যতা চির পরিবর্তনশীল। সভ্যতার প্রগতির পথে এমন এক একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন নতুন পথের সন্ধানে এক একটা জাতি সামগ্রিক ভাবে আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীনোত্তর ভারত ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। তাই এখানে জাতীয় শিক্ষার সর্বস্তরে চলেছে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা ও প্রগতির পথে অগ্রসর করে দেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা ও গবেষণার অন্ত নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সেমিনার ও গ্রীষ্মাবকাশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সাধারণতঃ এ সব আলোচনায় মৌলিক প্রশ্ন থাকে দুটি ; প্রথমতঃ, শিক্ষককে বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য কিনা। প্রথমটি সর্বজন বিদিত ও সর্ব-সম্মত বিষয়। যিনি যে বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিষয়বস্তুতে পারদর্শী শিক্ষক অনায়াসে শিক্ষকতায় কৃতকার্য হতে পারেন। তাঁরা যে-কোন সুষ্ঠু উপায়ে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হন। কথাটি অংশতঃ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, অতি

অল্প সংখ্যক আজন্ম দক্ষ শিক্ষক (Born teacher) থাকেন যাঁরা সত্যই পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্থক পাঠদানে সক্ষম হন। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজন্ম দক্ষ ও প্রতিভাবান শিক্ষকের আজ নিতান্ত অভাব। তাই আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী বিরোধী পক্ষের মত হল, বিষয়বস্তুবতে যথেষ্ট দক্ষতা থাকলেও শিক্ষককে পদ্ধতি বিষয়ে (Methodology) পারদর্শিতা অর্জন অপরিহার্য। উত্তম শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষন-পদ্ধতি শিক্ষাদর্শনের অঙ্গ হিসাবে গৃহীত। শিক্ষন-পদ্ধতি শিক্ষামনো-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। পঠন-পাঠনের সময় ছাত্রের বয়স, মানসিক শক্তি, তার অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে পূর্ণমাত্রায় বিচার করা প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রে এনেছে বিবর্তন ও গতিশীলতা। শিক্ষাদর্শন তাই মনোবিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যতীত শুধু বিষয়বস্তুতে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (১৯৫২-৫৩) বিবরণ অনুসারে স্বাধীনোত্তর ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী বা হায়ারসেকেণ্ডারী স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এই বহুমুখী বা হায়ারসেকেণ্ডারী বিদ্যালয়গুলির মানবিক বিভাগের অন্যতম পাঠ্য হিসেবে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা পাঠ্যসূচী ভুক্ত হয়েছে। অতএব এটি মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্য-বিষয়। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান এতকাল কলেজীয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কার্যতঃ এটি ছিল সতের অথবা তদূর্ধ বয়স্ক শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের চৌদ্দ থেকে সতের বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীরাই এই অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে পড়াশুনা করে। সুতরাং বিষয়টির শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ও গবেষণা করার যথেষ্ট প্রয়োজন ও সুযোগ রয়ে গেছে। প্রতিটি শিক্ষণ-পদ্ধতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের নিজস্ব ব্যবহারিক উপযোগিতা বিদ্যামান। সুতরাং এই নতুন বিষয়টির শিক্ষণ-পদ্ধতি যাতে মনোবিজ্ঞান সম্মত, ব্যবহারিক এবং বাস্তবমুখী হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

২। উত্তম শিক্ষণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a good Method of Teaching):

উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান :

(ক) সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সক্রিয় প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে।

(খ) এ পদ্ধতি শ্রেণী-কক্ষের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত কর্মের ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হয়।

(গ) উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযোগিতা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারেন।

(ঘ) উত্তম পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে সৃষ্টি হয় নতুন শিক্ষা-পরিবেশ। এই পরিবেশে শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধানে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপৃত রাখে।

(ঙ) উত্তম পদ্ধতি শিক্ষককে মানসিক শান্তি ও কর্মে স্পৃহা দান করে। বস্তুতঃ, পদ্ধতি হল একপ্রকার কলা (Art), যা সৃষ্টির আনন্দ বিতরণ করে।

শিক্ষাদান যদি শিক্ষককে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দান না করে তাহলে সে কর্ম কখনও সৃষ্টিমূলক হতে পারে না। বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের প্রয়োগের কলা-কৌশল কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি ক'রে শিক্ষকতায় সার্থকতা আনতে পারে।

৩। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নীতি (General Principles regarding Methods):

অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা শিক্ষাদানের জন্য পুরাতন কতকগুলি পদ্ধতিকে নতুন ধারায় প্রয়োগ করা হয়। এসব পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে পদ্ধতি সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ নীতির কথা স্মরণ রেখে শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, সাধারণ নীতির সঙ্গে শিক্ষাদানের লক্ষ্যের পূর্ণ যোগাযোগ বিদ্যমান। আবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিহীন পদ্ধতি প্রয়োগও সার্থক হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে সাধারণ নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) শিক্ষন পদ্ধতি সম্পর্কে ঘোষিত নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রনিধানযোগ্য :

(i) আগ্রহ (Principle of interest) : যে-কোন বিষয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং

সে ঔৎসুক্যভরে পড়াশুনা করে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও জিজ্ঞাসু মনোভাবকে সঞ্জীবিত রাখাই সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ।

(ii) **পরীক্ষণ ও চিন্তণের নীতি (Principle of experiment and Thinking) :** পদ্ধতির সংগঠন ও প্রয়োগ এমন হওয়া উচিত যেন শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে উদ্যত হয় এবং সেই সম্পর্কে নিষ্ঠার সঙ্গে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষার্থীর মানসিক গুণ ও দক্ষতা বিকাশ পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iii) **কর্মমুখী নীতি (Principle to inculcate love for doing things) :** স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার কর্মমুখীনতার কথা বলেছেন। সুতরাং এমন শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত, যে-পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে কর্মমুখী করে গড়ে তুলতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যার কুফল আজ সর্বজন বিদিত। তাই ব্যবহারিক ও কর্মভিত্তিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ করা বিধেয়।

(iv) **সমাজীকরণের নীতি (Principle of Socialisation) :** বর্তমান শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত সভ্য এবং রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং পদ্ধতি নির্বাচন ও তার প্রয়োগ এমন হওয়া উচিত যেন শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় আচার-আচরণ ও গুণাবলী বিকশিত হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

পদ্ধতি সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে উল্লেখিত এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য নিম্নলিখিত সাধারণ নীতিগুলি আলোচনা করতে পারি :

প্রথমতঃ, কোন বিষয়ের পঠন-পাঠনের সময় পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিষয়টির বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে বিবেচনা করা বিধেয়। অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বিষয়টির পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভের আগ্রহকে সঞ্জীবিত করা প্রয়োজন। তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে পারলে সে-শিক্ষা স্থায়ী শিক্ষায় রূপায়িত হয়। হাতের কাজ আর মনের চিন্তাকে এককসূত্রে সমন্বয় সাধন করতে পারলে শিক্ষার্থী স্থায়ীভাবে বিষয়টিকে স্মরণ রাখতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুরা স্বভাবতই সক্রিয় হতে ভালবাসে। কাজেই তত্ত্বগত জ্ঞানকে কর্মমুখী করতে পারলে শিক্ষা হবে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং বাস্তবধর্মী।

দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বগত শিক্ষা আর বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যুক্তিযুক্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকেই একদিন ভাবী জীবন সংগ্রামের সৈনিক হতে হবে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের প্রস্তুত হওয়ার উপযুক্ত সময় এই ছাত্রজীবন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু-ই মানুষের বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পৌরবিষয়ক কাজকর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং এই বিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা আর জীবনকে এককরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিরাখা বাঞ্ছনীয়। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা আজ সর্বদেশে সমভাবে সমাদৃত। মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং পদ্ধতি প্রয়োগ এমনভাবে করা প্রয়োজন যেন বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষায় প্রেষণার (Motivation) উপযোগিতা অবশ্য স্মরণীয়। উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে শিক্ষায় সক্রিয় ও গতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তার জন্য এই প্রেষণার সমাধিক প্রয়োজন। তাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষণ-পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বিষয় শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স, অভিরুচি, অর্জিত, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিবেচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, পদ্ধতি প্রয়োগের সময় অনুবন্ধ নীতি অনুসরণ করাও বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ও বহির্বিষয়াদির সঙ্গে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। পদ্ধতি প্রয়োগের সময় ইতিহাস, ভূগোল, সমাজশাস্ত্র, এমন কি সামাজিক পরিবেশে মানুষের বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পৌরক্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত। বিশ্বের জ্ঞান (Knowledge) হল একক ও অখণ্ড। সুতরাং বিষয়বস্তু পঠন-পাঠনের সময় জ্ঞানের সামগ্রিকতার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

পঞ্চমতঃ, অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণে পুনরালোচনা, পুনঃ পরীক্ষা, সংশোধন ও সমালোচনার দিকে মনোযোগ দেওয়াও প্রয়োজন। এর ফলে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীরা যেমন স্থায়ীভাবে মনে রাখতে পারে, তেমনি তাদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় মানসিক গুণের বিকাশ ঘটে।

ষষ্ঠতঃ, পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগের সময় সমাজীকরণের নীতি গ্রহণ করা নিতান্ত অপরিহার্য। অর্থবিদ্যা, ও পৌরবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিষয়টি সামাজিক মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বিষয়টির পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষার্থীদের মনোরাজ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত করা একান্ত কর্তব্য। শিক্ষার্থীর মনে ও দেহে যাতে বাঞ্ছনীয় সামাজিক গুণ ও কৌশলাদি বিকাশ সম্ভব হয় এমন পন্থা নির্ধারণ ক'রে পদ্ধতি প্রয়োগ করা বিধেয়।

৪। পাঠনার ধরন (Modes of Instructions):

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের প্রণালীই হল শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম চিন্তাধারা। আধুনিক শিক্ষাধারা প্রবর্তনের গোড়ার দিকে প্রাচীন পদ্ধতি গৃহীত হত। গুরু-শিষ্যের আলাপ আলোচনা এবং বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হত। শ্রেণীশিক্ষা প্রবর্তনের পরবর্তীকালে শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করত। শিক্ষক তার উপর বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব মুখস্থ বিষয়টি উদ্গীরণ করতে হত। তারা বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন ক'রে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করলে শিক্ষক সন্তুষ্ট হতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে নতুন চিন্তাধারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করল। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি ঠিক ঠিক বুঝতে পারল কিনা তা জানতে চাওয়া হল এই নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগের দ্বারা। এইখানে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হল। সমষ্টিগত ধারা থেকে ব্যক্তিগত ধারায় শিক্ষাকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌রা চিন্তা করলেন। ফলে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের সাধারণতঃ তিনটি ধরণ বা প্রকারের (Modes) উদ্ভব হল। প্রথমটি শ্রেণী পাঠনা (Class Instruction), দ্বিতীয়টি দলীয় পাঠনা (Group Instruction) এবং তৃতীয়টি হল ব্যক্তিগত পাঠনা (Individual Instruction)।

ধরন (mode) শব্দটি পঠন-পাঠনের কোন প্রণালী বা উপায়কে প্রকাশ করে। এই উপায় (manner or form) হল পদ্ধতি অবলম্বনের পূর্বাবস্থা। পক্ষান্তরে, পদ্ধতি (Method) হল এই উপায়কে বাস্তব প্রয়োগের জন্য গৃহীত কোন কৌশল (Technique) মাত্র। আমরা শ্রেণী পাঠনা বা ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ শ্রেণী অথবা ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic method) অবলম্বন করা যায়।

(ক) শ্রেণী পাঠনাঃ (Class Instruction): আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের সংখ্যার সঙ্গে ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এক একটা শ্রেণীতে এক সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। সুতরাং শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের জন্য প্রথম ধরন বা উপায় হল শ্রেণী পাঠনা। এখানে উপদেশ ও শিক্ষাদান ব্যক্তিগতভাবে না দিয়ে, শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে পাঠদান করা হয়। এখানে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী একক (unit) হিসাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সহযোগিতায় শিক্ষাকার্য অগ্রসর হয়। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী তাদের ধারণা বা মতামত ব্যক্ত করে এবং শিক্ষক ইঙ্গিত, উত্তর, প্রতি-উত্তর, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অস্পষ্ট ধারণা অথবা ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেন। শিক্ষক এরূপ শ্রেণী পাঠনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ হল কিনা লক্ষ্য রাখেন। শ্রেণী পাঠনা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানের যে বিশেষ উপযোগী উপায়—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়টিতে শ্রেণীকক্ষে সমাধানের উপযোগী অনেক একক (unit) অথবা সমস্যা (problem) থাকে। পূর্ব নির্ধারিত কোন সমস্যাকে যদি শ্রেণী কক্ষে সকলের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে।

শ্রেণী পাঠনার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। গ্রন্থানুযায়ী, আলোচনা, বক্তৃতা, সমস্যা, প্রকল্প, একক নির্ধারণ প্রভৃতি যে-কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতি এই শ্রেণী পাঠনাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে পারে।

শ্রেণী পাঠনায় সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থী তার সাধ্যমত শিক্ষাকর্মে অংশ গ্রহণ করে ও তাদের সহযোগিতা মূলক প্রচেষ্টায় শিক্ষাকর্ম সমাপ্ত হয়। শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থীরা কার্যকরী সহযোগিতা ও পরস্পরকে

জানার দ্বারা পরস্পরের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক ভাবে শিক্ষকের পরিচালনাধীনে কাজ করে যায়। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে একটা রীতি সম্মত সম্পর্ক (Ordered relation) গড়ে উঠে। সামগ্রিকতার মাধ্যমে শ্রেণী পাঠনায় মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধিত হয়। শ্রেণী পাঠনায় শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু চার্ট, মডেল, ছবি, ডকুমেণ্টারী চিত্র প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষে দেখান সম্ভব হয়। এর ফলে শিক্ষক যে-কোন পদ্ধতিকে হৃদয় গ্রাহী ও জীবন্ত করে তুলতে পারেন।

(খ) **দলীয় পাঠনা (Group Instruction) :** শ্রেণী পাঠনার মত অনেকক্ষেত্রে এই দলীয় পাঠনার রীতি আছে তবে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়েই এই দল তৈরী হয়। পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধার্থেই এরূপ দল (Group) তৈরীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আলোচনা, সমস্যা, প্রকল্প, আবিষ্কার, অবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রভৃতি পদ্ধতিতে দল তৈরীর ব্যবস্থা অপরিহার্য। দলীয় পাঠনায় সাধারণতঃ শ্রেণীর সামগ্রিকতার পরিবর্তে দলের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর লক্ষ্য স্থিরীকৃত করা যায় না বটে, কিন্তু সেই দিকে অধিক পরিমাণে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগকে সার্থক করবার জন্য শ্রেণীর পরিবর্তে এই দলীয় পাঠনার উদ্ভব হয়েছে।

(গ) **ব্যক্তিগত পাঠনা (Individualised Instruction) :** আমরা যতই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বা ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে মনগ্রাহী কথা বলি না কেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীসংগঠনে এত ত্রুটি ও অব্যবস্থা রয়ে গেছে যে, শিশুকে একক অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মোটেই বিবেচনা করি না। আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই মোটামুটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীই একই অভিরুচির ধারক। আমরা ভুলে যাই যে, ব্যক্তিগতভাবে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, অভিরুচি, আচার-আচরণ অল্পবিস্তর অন্যান্য শিক্ষার্থীর থেকে ভিন্ন। পাঠ-পরিকল্পনা রচিত হয় মাঝারি বা সাধারণ (average) ছাত্র-ছাত্রীর জন্য। এখানে স্বল্প মেধা অথবা অত্যধিক বুদ্ধিমান বা মেধাবী শিক্ষার্থীর পার্থক্য বিচার করা হয় না। ফলে মাঝারী মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী ভিন্ন আর কেউ এই পাঠ-পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হয় না।

শ্রেণীকক্ষের ত্রিশটি ছাত্রের ত্রিশ প্রকার মেধা, আচার ব্যবহার, অনুভূতি, অভিরুচি ও সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক সমস্যায় জড়িত। কারও বা থাকে প্রাথমিক শিক্ষায় গলদ, কেউ বা পাঠে অনেক অগ্রসর, কেউ বা সহজে অনুধাবন করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, কেউবা তার বিপরীত। শ্রেণীকক্ষের সামগ্রিক শিক্ষাপরিচালনায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে না। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করলে শ্রেণীর জন্য সীমিত সময়ে সকলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যায় না। অধিকন্তু নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে অনুমোদিত পাঠ (course) শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শ্রেণীকক্ষে এরূপ ব্যক্তিগত পাঠনার ব্যবস্থা করলে অধিক ত্রুটিপূর্ণ ও স্বল্প মেধা শিক্ষার্থীদের জন্য সময় চলে যায়। মেধাবীও বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা এ সময় নিষ্ক্রিয় বসে থাকে। পক্ষান্তরে যখন কোন জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ পাঠ শ্রেণী কক্ষে সাধারণভাবে আলোচিত হয় তখন স্বল্পমেধা ছাত্ররা তা অনুসরণ করতে পারে না। ফলে তারা গৃহের কাজও (home work) ঠিকভাবে বুঝে সমাধা করতে পারে না। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা দেখতে পাই, এসব ছাত্র শুধু পরীক্ষার কক্ষে নয়—শ্রেণীকক্ষেও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

(iii) ব্যক্তিগত পাঠনার দোষ-গুণ (Merits and limitations of Individualised Instruction) : গুণ : প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত পাঠনায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিকে স্বীকার করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থী স্বীয় সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে পাঠে অগ্রসর হতে পারে। শিক্ষকও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে পাঠ পরিচালনা করতে সমর্থ হন। তিনি হলেন শিক্ষার্থীর সার্বপেক্ষা উপকারী পরিচালক।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার, অভিধান, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহারে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠে। এর ফলে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়তঃ, শ্রেণী সমজাতিক (homogeneous) না হলে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক অনুভূত হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পাঠনার গুরুত্ব সর্বাধিক—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দোষ : প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য প্রথম প্রয়োজন সুদীর্ঘ সময়। কিন্তু, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্য বিষয় এত বেশী যে বিদ্যালয়ের কার্যকালকে দীর্ঘায়িত করলেও ব্যক্তিগত পাঠনার সুযোগ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য একটি বিষয়ের একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। তখন শিক্ষকদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করা সমস্যামূলক হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত পাঠনার সর্বাপেক্ষা ত্রুটি হল, এই প্রথায় সামাজিক প্রভাবকে (socialised influence) একেবারেই আমল দেওয়া হয় না। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অংশ। শিক্ষার্থীর মনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও পৌরবোধ জাগানই হল এই বিষয়টি পঠন-পাঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য।

তাই আমরা মনে করি, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের সার্থকতা লাভের জন্য শ্রেণী পাঠনা ও ব্যক্তিগত পাঠনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যুক্তিযুক্ত।

(ii) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিভাবে কাজে লাগান যায় (How to utilise individual difference) : প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত পাঠনার ত্রুটি থাকলেও এটা যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং শ্রেণী পাঠনা এবং ব্যক্তিভিত্তিক পাঠনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাঞ্ছনীয়। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন সুসমঞ্জস ও সমজাতিক (homogeneous) শ্রেণী সংগঠন ও পরিচালন। শিক্ষার্থীগণকে ভিন্ন ভিন্ন কর্মের নির্দেশ (assignment) দিয়ে বিচক্ষণতার সহিত সেগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে। কর্মের প্রতি শিক্ষার্থীর দরদ, আগ্রহ, অভিরুচি প্রভৃতি যাচাই করার জন্য এরূপ কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। কর্মরত অবস্থায় শিক্ষার্থী নানা অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে। এ থেকে শিক্ষার্থীর নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করে শিক্ষক সেইমত শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করতে পারবেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীতে কোন কোন শিক্ষার্থী অন্যের তুলনায় উন্নততর গুণ ও সামর্থ্যের অধিকারী থাকে। অনেকে বেশ দ্রুত গতিতে স্বীয় কর্ম (assignment) সমাধা করতে পারে, আবাব অনেকে কর্মে ধীরগতি, ভাব প্রকাশে অক্ষম ও স্বল্পমেধা ; সুতরাং সামর্থ্য, অভিরুচি ও দক্ষতা অনুসারে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত। এবার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা যায়। এতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুক্তিকে সূক্ষ্মভাবে

গ্রহণ করা না হলেও সমজাতিক দলের (homogeneous group) প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেণী পাঠনায় মেধাবী, সাধারণ ও স্বল্প মেধা শিক্ষার্থীদেরকে একই ধারায় পড়াশুনা করতে বাধ্য করা হয়; কিন্তু এভাবে সমজাতীয় দল গঠনে এরূপ বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে কর্মব্যস্ত রাখা যায়। প্রাচীন পদ্ধতিতে এরূপ ব্যক্তি বিচারের রীতি গৃহীত হত না। ফলে শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতিতে উপকৃত হত।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীন পদ্ধতির ত্রুটি অপসারণের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পৃথক করে বিদ্যালয়ের সময় তালিকার বাইরে শিক্ষক বিশেষ-শ্রেণী (special class) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত (extra) শিক্ষক নিয়োগ করে পৃথক পঠন-পাঠন ব্যবস্থা প্রচলন করাও সহজ। এই বিশেষ শ্রেণী শিক্ষায় ব্যক্তিগতভাবে ও প্রয়োজন হলে দলগতভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহয্য করা যায়। এই প্রসঙ্গেবিদ্যালয়ের সময়সূচী অনুসারে একসঙ্গে দু-ঘণ্টার (double period) পরিকল্পনাও অযৌক্তিক নয়। পিছিয়ে পড়া ও অগ্রসর—এই দুপ্রকার ছাত্রদলকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। বিদ্যালয়ে যদি প্রশস্ত কক্ষ (Hall) থাকে তবে দুজন শিক্ষক একই কক্ষের দু-অংশে শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করতে ও ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। একথা সর্ববাদী সম্মত যে, শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা যেমনভাবেই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থী স্বীয় সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

চতুর্থতঃ, শিক্ষায় উন্নত দেশগুলি ব্যক্তিগত পাঠনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুসারে শিক্ষাদানের জন্য সে-সব দেশে পঠন-পাঠনের বহুবিধ পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বাটাভিয়া (Batavia System), ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan), প্রকল্প পদ্ধতি (Project method), বিভিন্ন ধরনের আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) প্রভৃতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতি গৃহীত। আমরাও এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত পাঠনাকে সার্থক করে তুলতে পারি।

ব্যক্তিগত পাঠনার দ্বারা যদি আমরা শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের সামর্থ্য এবং তার পটভূমিকাকে (back ground) তৈরী করে নিতে পারি, তাহলে ব্যক্তি অনুযায়ী শিক্ষা প্রচেষ্টা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ। শিক্ষার্থীরা যখন অনন্যদাপেক্ষভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করে তখন তার চিন্তণ শক্তি (Power of imagination) স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় সে অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদের (Second hand information) পরিবর্তে মৌলিক জ্ঞান (First hand knowledge) লাভ করতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী তখন স্বীয় প্রচেষ্টায় শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা, সহ-পাঠ্য পুস্তক (reference books) থেকে উদাহরণ সংগ্রহ অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সুস্পষ্ট করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকের বিষয়বস্তু (contents) সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতা এবং তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিচালন কৌশলের উপর এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সময়োপযোগী সমস্যার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের জন্য বিদ্যালয়ের সময়-তালিকায় যে সামান্য সময় নির্ধারিত থাকে তা বাস্তবে যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, বিদ্যালয় কক্ষের বিস্তৃতি সর্বত্র এমন নয় যে, একই সময়ে দুটিঘণ্টা (double period system) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শ্রেণী-পাঠনে অতিবাহিত করা যায়। ব্যক্তিগত পাঠনার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তনও অত্যাবশ্যক। অতএব একথা সত্য যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারলে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠনার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(iii) শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাকর্মে নিয়োগ (How to utilise The experience of pupils) : আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য, প্রবণতা ও অভিরুচিকে কেন্দ্র করে তদনুসারে পদ্ধতি প্রয়োগ করাই হল বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতি প্রয়োগের সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

করা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া, ব্যক্তিমুখীনতার পাশাপাশি সমাজমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশে সমষ্টিগত ভাবে শ্রেণী শিক্ষার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টিগত শিক্ষণের প্রয়োজনও বেড়ে গেছে। তবে এই শিক্ষণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে যে একে বারে নজর দেওয়া যায় না, তা নয়। শিক্ষাদানের জন্য যে-সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত পাঠনা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগত পাঠনার দিকে গুরুত্ব প্রদান করে। যেমন, প্রকল্প পদ্ধতি, সমস্যা পদ্ধতি, একক পদ্ধতি, সংশোধিত ডালটন প্রথা বা প্রয়োগ শালা পদ্ধতি, অবেক্ষণ পাঠচর্চা পদ্ধতি প্রভৃতি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং ব্যক্তি পাঠনার দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। তবে দল হোক, ব্যক্তি হোক অথবা সমষ্টি বা শ্রেণী হোক্—যে-কোন পাঠনায় ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়। এই অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাকর্মে প্রয়োগ ক'রে শিক্ষাদান কর্ম পরিচালনার রীতিকে অভিজ্ঞতামুখী রীতি বা পদ্ধতি বলা হয়।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষায় ও শ্রেণী পাঠনায় অভিজ্ঞতা

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের শিক্ষনীয় বিষয়রূপে বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ্য হিসাবে গৃহীত। বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আমরা মোট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যথা—(ক) পরিবেশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা, (খ) পত্র-পত্রিকা, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং (গ) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীর এই তিন শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে অর্থনীতির নিয়ম (laws of economics) অথবা যে-কোন পাঠের (lesson) বৃদ্ধি বা উন্নয়নের (development) জন্য ব্যবহার করতে পারি।

তিন প্রকার অভিজ্ঞতা

বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা যৌবনের প্রারম্ভে উপনীত হয়। এসময় তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে। চারিপাশে তারা দেখে সকলেই কোন-না-কোন কাজ ক'রে জীবন ধারণ করে। কৃষক তার জমিতে কৃষিকর্ম নিয়ে ব্যস্ত; কারখানার মালিক শিল্প পরিচালনা, তার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আবার কারখানার শ্রমিকরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে নতুন সামগ্রী সৃষ্টি করছে। খনির মজুর খনি থেকে

পরিবেশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা

খনিজদ্রব্য উপরে তুলছে। কেরানী কাঁচা মালের আমদানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির হিসেব অথবা কোম্পানির আয়-ব্যয়-সঞ্চয়ের হিসেব রাখছে। চিকিৎসক রোগীদের পরামর্শ ও ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে অসুস্থতা দূর করছে। শিক্ষক তার শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত। জল, স্থল ও আকাশ যান যাত্রী ও মালপত্র আনা-নেওয়া করছে। পাড়া প্রতিবেশীর অনেকেই সরকারী অফিস-আদালতে চাকরি করে। শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এসব লক্ষ্য করে, তাই এসম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

পরিবেশ থেকে লব্ধ শিক্ষার্থীর এই অভিজ্ঞতাকে আমরা সহজে শ্রেণী শিক্ষার কাজে লাগাতে পারি। শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্রমশঃ শিক্ষক বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারেন। সমাজের প্রতিটি মানুষ এরূপ কাজ করে কেন? প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কিসের আশায় স্ব-স্ব গতি-কক্ষে আবর্তন করে? কৃষক, মজুর, জেলে, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, কুম্ভকার, তাঁতী প্রভৃতি সকলেই কোন-না-কোন কর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকে কেন?

এর প্রধান কারণ মানুষের অভাব (Wants)। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে অভাব ও তার বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধ উপকরণ ও তার দুষ্প্রাপ্যতা, প্রয়োজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচন ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতির সংজ্ঞারূপ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন।

গ্রামবাংলার শিক্ষার্থীদের কৃষি, মৎসচারণ, নানা প্রকার কুটির শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবেশ জনিত অভিজ্ঞতা থাকে। আবার খনি অঞ্চলের শিক্ষার্থীর খনিজ উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা থাকে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Return) পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষক এই অভিজ্ঞতাকে শিক্ষণ কর্মে প্রয়োগ করতে পারেন।

পরিবেশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও তার প্রয়োগ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পারিবারিক প্রয়োজনে হাট-বাজারে সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়েও অভ্যস্ত থাকে। সুতরাং ধরা যেতে পারে, শিক্ষার্থীরা সামগ্রীর মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় অবগত আছে। তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়, দ্রব্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অভিজ্ঞতাকে 'ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্ব (Doctrine of Consumer's Surplus), ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম

(Law of Diminishing utility), দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, যোগান-চাহিদার নিয়ম প্রভৃতি পঠন-পাঠনার কর্মে প্রয়োগ করা চলে। পল্লীর কৃষি, কুটির শিল্পাঞ্চল, খনি-অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ও বড় বড় সহরের শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ পরিবেশ থেকে কি কি অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবে লাভ করতে পারে তা শিক্ষকের জানা কর্তব্য, তাহলে শিক্ষক নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীর এই অভিজ্ঞতাকে অর্থনীতি পঠন-পাঠনে প্রয়োগ করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকাদি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক শ্রেণী পাঠনায় প্রয়োগ করতে পারেন।

পঠন-পাঠনার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও তার প্রয়োগ

বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা দৈনিক সংবাদ পত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, বাজার দর, রেশনিং ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় বাজেট, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প, একচেটিয়া কারবার প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় থেকে হিসাব-নিকাশ, সংখ্যা তত্ত্ব, পরিমাপ প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে। বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠে সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন, সরবরাহ, উৎপাদনের পরিবেশ, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থা, সামুদ্রিক বন্দর ও তার পশ্চাৎ ভূমি, শিল্পে স্থানিকতা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে। ইতিহাস শিক্ষার্থীদেরকে অতীতের অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর অনুশীলনে সাহায্য করে। আলাউদ্দীন খলজীর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, মহম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রা ব্যবস্থা, শায়েস্তা খাঁর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগে কুটির শিল্পের অবনতি, শিল্প বিপ্লব ও তার ফলশ্রুতি—এছাড়া বিভিন্ন যুগের বিনিময় ব্যবস্থা, ক্রুসেড এবং বাণিজ্যের প্রসার, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক দুর্গতি ও ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিপ্লব ও সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিক্ষার্থীরা পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং অন্যান্য পাঠ্য বিষয়াদি থেকেও অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিক্ষক এসব অভিজ্ঞতাকে শ্রেণী পাঠনায় কাজে লাগাতে পারেন। বলাবাহুল্য, শিক্ষার্থীর এসব অভিজ্ঞতাকে শিক্ষণ কর্মে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষককে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল, সুপরিচালক ও পরিকল্পনা রচয়িতা হতে হবে।

শিক্ষার্থীরা তৃতীয় প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য অনুমোদিত ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক থেকে। এসব পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-সংগঠনের ধারা পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন ভাবে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলিকে সংগঠন করা হয় যে, পূর্ব বিষয়টির সঙ্গে পরবর্তী বিষয়ের যথেষ্ট সম্পর্ক থাকে। তাই পাঠ্য পুস্তক থেকে লব্ধ পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী অধ্যায় পাঠনার সময় বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা যায়। অর্থনীতি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রাথমিক ধারণা ; যেমন—সম্পদ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ, সম্পদ ও কল্যাণ, আয়, ব্যয়, প্রতিযোগিতা, জাতীয় আয়, বিবিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ প্রভৃতি একটা অধ্যায়ে লিখিত থাকে। পরবর্তী যে-কোন অধ্যায়ের বা এককের বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর এই অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক শ্রেণী, দল বা ব্যক্তিপাঠনায় প্রয়োগ করতে পারেন। পাঠটীকা রচনার সময় 'আয়োজন' পর্বে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার ভিত্তিতে এই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে শিক্ষণ কর্মে প্রয়োগ করা যায় ; আবার উপস্থাপন প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরালোচনা করাও সহজ সাধ্য।[1] সুতরাং এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেমন শ্রেণীর পাঠ পরিচালনা করা যায়, তেমনি এরূপ পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মাধমে অর্থনীতি বা পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিয়ম গঠন বা সূত্র নির্ধারণ করাও সহজসাধ্য।

পাঠ্যপুস্তক থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও তার প্রয়োগ

---

1 পাঠটীকা পরিকল্পনা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অধ্যয়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি

(Studying and teaching Methods)

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষকের দু'প্রকার যোগ্যতা অর্জন সর্ববাদী সম্মত অভিমত। প্রথমটি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দ্বিতীয়টি হল বৃত্তিগত যোগ্যতা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে যথারীতি অধ্যয়ন করা ও বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করা অত্যাবশ্যক। অনুরূপভাবে বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জনের জন্যও তাঁকে শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। শিক্ষণ পদ্ধতির ন্যায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান চর্চার বা অধ্যয়নের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি বিদ্যমান। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক স্ব-স্ব অভিরুচি, সামর্থ্য এবং লভ্য (available) উপাদান ও সুযোগ মত এসব পদ্ধতি অনুসারে অধ্যয়ন করতে পারেন।

১। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি (Methods of studying Economics and Civics) :

(ক) **অর্থনীতি চর্চার পদ্ধতি :** উনবিংশ শতাব্দিতে কার্লাইল, রাসকিন প্রভৃতি সমাজবাদী চিন্তাবিদ্‌গণ অর্থনীতি পাঠের বিরোধিতা করতেন। তাঁদের মতে অর্থনীতি ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ধন কুবেরের স্থূল স্বার্থচিন্তা অভিব্যক্ত হত। সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে এই অর্থনীতি সহায়ক ছিল না। কালের প্রগতিতে সেই 'কুবের লিখিত সুসমাচার' আলোক বর্তিকাবাহী ফলদায়ী শাস্ত্রে পরিগণিত হয়েছে। আজ অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা-বিজ্ঞান স্বরূপ বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত। রাজনীতিবিদ্, সমাজনীতিবিদ্ রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি তথা সমগ্র নাগরিকের পক্ষে অর্থনীতি অপরিহার্য পাঠ্যবিষয়রূপে পরিগণিত। কিন্তু বিষয়টি যে অতি জটিল ও পরিবর্তন সাপেক্ষ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই পদ্ধতি বর্জিত পাঠচর্চায় অর্থনীতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করা সম্ভব

অর্থনীতি পাঠে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োজন

নয়। অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান পাঠে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা রূপে গৃহীত।

অর্থনীতির বিষয়বস্তু হল দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্ম। ধনবিজ্ঞানীরা মানুষের এই অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত তথ্যগুলিকে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তারা বিভিন্ন নিয়ম (law) গঠন করেছেন। নিয়মগুলির প্রয়োগও বহু ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানুষের কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির (natural laws) যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী ও বিশেষ পরিবেশে মানুষের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক নিয়ম গঠন করা চলে। আবার ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, এই পার্থক্য বাস্তব জগতের সমস্যা সমাধানের পথ-নির্ণয়ের ব্যাপারে, অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়। মত পার্থক্যের মধ্য দিয়েই সত্যানুসন্ধান করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং অর্থনীতি বিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত—একথা সর্বজন স্বীকৃত। তাই অর্থনীতি পাঠের জন্য বিজ্ঞানের ন্যায় পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ রীতিই হবে অপরিহার্য পদ্ধতি।

অর্থনীতিকে কি বিজ্ঞান বলা চলে ?

পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রচলিত দুটি পদ্ধতি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যথা, অবরোহী (Deductive method) এবং আরোহী পদ্ধতি (Inductive method)। অবরোহী পদ্ধতিতে প্রথমে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত করা হয়; পরে সংগৃহীত নানা তথ্যের সাহায্যে সেই সিদ্ধান্ত বা পূর্ব-চিহ্নিত সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে প্রথমে বিবিধ তথ্য সংগৃহী হয়। পরে সেগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে ধনবিজ্ঞানীরা পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার করেন ও সূত্র নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতি

ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। আদাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা ছিলেন এই ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁরা কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত বা সূত্রকে সত্য বলে ধরে

নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সহযোগে ঐ সূত্রের সত্যতা প্রমাণ ও ব্যাখ্যা করতেন। জার্মান ধনবিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method) ছিল পূর্বোক্ত গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঠিক আরোহী পদ্ধতির (Inductive method) অনুরূপ। জার্মান ধনবিজ্ঞানীরা প্রথমতঃ তথ্য সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় তারা অর্থনীতির নিয়ম (law) সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ধনবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বই অবস্থা-নিরপেক্ষ হতে পারে না। অর্থনীতির নিয়মগুলি কোন নির্দিষ্ট সময় সমাজের কোন একটি বিশেষ ধরণের অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির নিয়মগুলিও অকেজো হয়ে পড়ে। তাই অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করার পর সূত্র নির্ধারণ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক মার্শাল এই দু'প্রকার মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি বলেন, হাঁটা-চলার জন্য যেমন দু-খানি পায়ের প্রয়োজন হয় তেমনি অর্থনীতির বিষয়বস্তু পাঠনার জন্য অবরোহী ও আরোহী উভয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে। তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্য তথ্যের দ্বারা সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা এবং স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচারের জন্য বিবিধ তথ্যের সাহায্য গ্রহণ—উভয় নীতিই গ্রহণযোগ্য। অর্থনীতি পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন একটি অথবা উভয় পদ্ধতি সমভাবে গৃহীত হতে পারে।

গাণিতিক পদ্ধতি

অর্থনীতি পাঠে গাণিতিক পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। তবে এ পদ্ধতিকে পৃথক কোন পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয় না। পাঠনার বিভিন্ন পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতি পঠন পাঠনে গণিত ও পরিসংখ্যাণের গুরুত্ব এত বেশী যে, বর্তমানে গাণিতিক ধনবিজ্ঞান (Mathematical Economics), ধনগণিত (Econometrics), পরিসংখ্যান ভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Statistical Economics) প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, গণিত ও পরিসংখ্যানের সহযোগিতা ব্যতীত অর্থনীতি চর্চা করা কোন ক্রমে সম্ভব নয়।

এ ছাড়া অর্থনীতি চর্চার জন্য দুটি পৃথক আলোচনা পদ্ধতি আজকাল ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি একক আলোচনা পদ্ধতি (micro analysis) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে

সামগ্রিক আলোচনা পদ্ধতি (Macro analysis)। প্রথমটিতে পৃথক করে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়, আর দ্বিতীয়টিতে সম্পর্কযুক্ত বহুবিষয়ের সামগ্রিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিদ্বয়ের অনুরূপ হল যথাক্রমে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (partial equilibrium analysis) এবং সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (General equilibrium analysis) পদ্ধতি। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা মাত্র কোন একটি বিষয়ের সমস্যা আলোচিত হয়। কোন একটি সংগঠন, কোন একটি শিল্প, কোন একটি দ্রব্যের মূল্য ইত্যাদি বিষয়কে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় আলোচনা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বহু বিষয়ের স্ব-স্ব ভারসাম্য এবং পারস্পরিক ভারসাম্য অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। এরূপ আলোচনার মাধ্যমে মোট উৎপাদন, দাম স্তর, কর্মনিয়োগ, জাতীয় আয়, লোকসংখ্যা এবং মোট খাদ্যোৎপাদন প্রভৃতি বিষয় পাঠ করা যায়।

সামগ্রিক ও একক আলোচনা পদ্ধতি

সামগ্রিক ভারসাম্য ও আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভারসাম্য প্রসঙ্গে আরও দুটি বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ; একটি হল স্থির (static) এবং অন্যটি গতিশীল (dynamic)। যে সব সামগ্রী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়ে সামগ্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে তারা সর্বদা স্থির অথবা পরিবর্তিত হতে পারে না, এভাবে ধরে নেওয়া এবং বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এরূপ প্রক্রিয়া স্থির বিশ্লেষণ পদ্ধতি নামে অভিহিত। আর গতিশীল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সর্ববিষয়ের সম্ভাব্য নানারূপ পরিবর্তনকে পূর্বেই হিসাবের মধ্যে ধরে নেওয়া হয় এবং গতিশীল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয় চর্চার সময় পরিবর্তন সম্ভব বলে ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। বাস্তব জগৎ কোন বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে দেয় না। অর্থনৈতিক বিষয়াদি সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছুনা-কিছু পরিবর্তিত হয়। কোন দেশের জনসংখ্যা, দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধন, শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ও ক্রিয়াদি, কৃষিজ, শিল্পজ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই স্থির বিশ্লেষণের পরিবর্তে গতিশীল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অর্থনীতি চর্চায় বিশেষ সুফলদায়ী।

স্থির এবং গতিশীল পদ্ধতি

(খ) **পৌরবিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি ঃ** অন্যান্য শাস্ত্রের মত পৌরবিজ্ঞানেরও আলোচনা পদ্ধতি বিদ্যমান। এই পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতির অনুরূপ। কারণ পৌরবিজ্ঞান হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তত্ত্বগত বিষয় ও নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আর পৌরবিজ্ঞানে ঘটনাবহুল ব্যবহারিক বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কলেজীয় পাঠ্য আর পৌরবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পাঠ্য। পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) পঠন-পাঠন করা যুক্তিযুক্ত। তাহলে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিগুলিকে পৌরবিজ্ঞান চর্চার সময়েও প্রয়োগ করতে পারেন। এই পদ্ধতি-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(i) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ মূলক পদ্ধতি (Experimental Method) : পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পরীক্ষক আলোচনার উপাদানগুলোকে নিজের পছন্দ মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, রদ-বদল করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে একটি পরীক্ষা বাতিল করে অন্য পরীক্ষার আয়োজন করতে পারেন প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণই পরীক্ষকের আয়ত্বাধীনে থাকে। সমগ্র রাষ্ট্রই একটি বিরাট পরীক্ষাগার। এখানে আইন, প্রথা, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয় পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতশাসন আইনে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হয়। ভারতবাসীর শাসন-পরিচালন ক্ষমতা পরীক্ষা করা ছিল এর উদ্দেশ্য। বর্তমানে বলবন্ত মেটা কমিটির সুপারিশ মত পঞ্চায়েতী শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে ভারতে একটা যুগান্তকারী পরীক্ষা সুরু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দশম শ্রেণী, একাদশ শ্রেণী, কোথাও বা দ্বাদশ শ্রেণী, কলেজে দু'বছরের পরিবর্তে তিনবছরের ডিগ্রী কোর্স, প্রি-ইউ-নিভারসিটি প্রভৃতি কোর্সের শিক্ষা পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে। পৃথিবীর বৃহত্তম অংশে চলেছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পরীক্ষা। পাকিস্থানে চলেছে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে (Basic democracy) রাজনৈতিক পরীক্ষা, ভারতে চলেছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের পরীক্ষা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী এই সব পরীক্ষামূলক ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছান বা সূত্র গঠনের চেষ্টা করতে পারেন। তবে এরূপ পরীক্ষণ ও

পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্তগুলি যে নির্ভুল হবে এমন কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যন্ত্রাদির ব্যবহারে ও অঙ্কশাস্ত্রের সহযোগিতায় যে-কোন সমস্যার নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর আয়ত্বের বাইরে এমন অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার দ্বারা পরীক্ষার ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হতে পারে। তাই রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষক কখনও সমাজ ও মানুষকে নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন না। বাংলায় সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা প্রচলন করলে বাংলা দেশের কোন পরিবর্তন আসবে কিনা তা পরীক্ষা করার ইচ্ছা থাকলেও পরীক্ষার অধিকার পাওয়া যাবে না। সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থায় পশ্চিমী গণতন্ত্রের পরীক্ষা সম্ভব নয়। সুতরাং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠচর্চা অংশত সফল হতে পারে। এখানে শুধু যে পরীক্ষা চলেছে তা পর্যবেক্ষণ ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে মাত্র।

(ii) পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি (Statistical Method) : গাণিতিক (Mathematical) অথবা পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি পৃথকভাবে ব্যবহৃত কোন প্রক্রিয়া নয়। এই পদ্ধতিকে পৌরবিজ্ঞান পাঠনায় অংশত ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভোটদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, আর্থিক অবস্থার পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় গাণিতিক অথবা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিবেচনা করা চলে। কিন্তু এই পদ্ধতি সামাজিক মানুষের জীবনের মৌলিক তত্ত্বাদির নির্দেশ দিতে পারে না। যেমন, নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য, আইন, শাসন, শৃঙ্খলা, রাষ্ট্র ও সরকারের মূল চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার নেই।

(iii) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) : সব কিছুকে ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করার প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে। পৌরবিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলির মধ্যে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা দরকার। ইতিহাস এই প্রতিষ্ঠানাদির অতীত ঘটনা বহন করছে। সিলি (*Seeley*), ফ্রিম্যান (*Freeman*) প্রভৃতি ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করতেন।

কিন্তু সিজ উইক (*Sidge Wick*) কোন প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত মান নির্ণয়ে ইতিহাসের অক্ষমতা সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, যুগধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে; তাই অতীতের ধর্ম কতটুকু বর্তমানকে সাহায্য করছে ইতিহাস তার সঠিক পরিচয় দিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, বর্তমানকে সঠিকভাবে জানতে হলে অতীতকে জানা চাই। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কোন্ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, বর্তমানে পরীক্ষামূলক ভাবে গৃহীত পঞ্চায়েত রাজের অতীত স্বরূপ কি ছিল, কিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অতীতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বৃদ্ধি ও অগ্রগতি হয়েছিল—ইতিহাস তার সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং ত্রুটি থাকলেও সতর্কতার সাথে ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা পৌরবিজ্ঞান পাঠে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iv) **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method):** পৌরবিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক পদ্ধতি অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করা যায়। তাই এই পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিপূরক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অতীতে কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিরূপ পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছিল, বর্তমানে সেই প্রতিষ্ঠান কিরূপ পরিবেশে রূপান্তরিত বা বিবর্তিত হতে চলেছে ইত্যাদি বিষয় এই পদ্ধতিতে জানতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল ১৫৮টি শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে তাঁর রাষ্ট্র তত্ত্ব গঠন করেন। বর্তমানকালে জেমস্ ব্রাইস (*James Bryce*) অনেকগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করে সার্থক গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে অতীত অথবা বর্তমান ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে। এর ফলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা বর্তমানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারেন।

তবে তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পৌরবিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে

হলে সেই বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাস, সংবাদপত্র, সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এমনকি পৌরবিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক পটভূমিকা বিবেচনা করাও কর্তব্য। সুতরাং তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(v) সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি (Sociological Method) :

বর্তমানে পৌরবিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার সর্বাধিক মূল্যবান আলোচ্য পদ্ধতি হল সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি। ম্যাক্স হুববার এই পদ্ধতির পথ প্রদর্শক। তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এথিক এণ্ড ক্যাপিটালিজম' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যে-কোন তন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি (base) আছে। সামাজিক কার্য-কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন সম্ভব হয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, কেমন করে সামাজিক কার্যকারণের ফলে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট আন্দোলন শুরু হয় ও প্রসারতা লাভ করে ; এই আন্দোলনের ফলে কিভাবে ইউরোপ ভূখণ্ডে পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং কোন তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে সামাজিক পরিবেশে তার মূল (root) সন্ধান করা কর্তব্য।

আধুনিক যুগে সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সমাদৃত। মার্কসবাদীরা এই পদ্ধতির বেশী ব্যবহার করতে চান। এমনকি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও তাদের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপকে সমাজ ভিত্তিক করে রূপায়িত করতে সচেষ্ট। ভারতও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের পৌরনীতি ও পৌর সংস্থ গুলির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে গেলে সামাজিক কাঠামোর পটভূমিকায় তাদের বিচার করা যুক্তিযুক্ত।*

*রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার অনুকূল আরও কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি (Biological Method), মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method), আইন মূলক পদ্ধতি (Judicial Method)। এই পদ্ধতিগুলি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এগুলি এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার প্রক্রিয়া মাত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলিকে পৌরবিজ্ঞান পাঠের উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতির সহযোগিতা গ্রহণ করাও অযৌক্তিক নয়।

২। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of teaching Economics and Civics) :

শিক্ষকের বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জন ও বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য যে সব পদ্ধতি অত্যাবশ্যক তাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে পরিবেশন করা হল। শ্রেণীগত, দলগত অথবা ব্যক্তিগত পাঠনার যে-কোন এক বা একাধিক প্রয়োজনে পদ্ধতিগুলিকে প্রয়োগ করা যায়। বলা বাহুল্য, পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ শিক্ষকের শিক্ষাগত, বৃত্তিগত যোগ্যতা, নৈপুণ্য ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

(১) পাঠ্য গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text Book Method) : শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক অনুসারে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া আমাদের দেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত। সেই প্রচলিত প্রথা বর্তমানে পাঠ্য গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিরূপে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে আলোচিত হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের নিম্নরূপ পন্থা পরিলক্ষিত হয় :

প্রথম পন্থানুসারে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে পাঠ্যপুস্তকের কোন অংশ ব্যাখ্যা করেন এবং পরের দিনের পাঠ্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করার নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীরা গৃহে বার বার চেষ্টা করে নির্দিষ্ট বিষয়টি শিখবার বা আয়ত্ব করবার চেষ্টা করে। পরবর্তী নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের ঐ বিষয়টি মুখস্ত বলতে হয় অথবা শিক্ষক বিষয়টির কোন অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষার্থীকে উত্তর মুখস্ত বলতে হয়। অনেকে সেটিকে অবিকল মুখস্ত বলে, আবার অনেকে নিজের ভাষায় সহজ করে প্রকাশ করে। যদি কোন স্বল্প মেধার শিক্ষার্থী বিষয়টিকে আয়ত্ব করতে না পারে তবে সে অন্যের উত্তর শুনে শ্রেণীকক্ষেই পড়া তৈরী করতে পারে। কারণ, উত্তরগুলি শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে পুস্তকে লিখিত বিষয়টুকু জানবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশী এবং সেটাই যেন হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মুখস্ত করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। ফলে স্মৃতিশক্তির খানিকটা চর্চা হলেও বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা বুঝবার দিকে প্রবণতা থাকে না এবং এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজস্ব হতে পারে না। পুঁথিগত শিক্ষার কুফল তাই সর্বত্র

পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন সঙ্গতি থাকে না। তোতা পাখীর বুলি শেখানর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই পদ্ধতিকে তুলনা করা চলে। কারণ, অর্থ না বুঝে কতকগুলি বিষয়কে মুখস্ত করানর প্রবণতাই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

দ্বিতীয় পন্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে পুস্তকে লিখিত বিষয় হুবহু অনুসরণ করেন। এই রীতিতে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের কোন একটি অংশ পড়তে শুরু করেন। পড়তে পড়তে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা, পূর্বসূত্র সংযোজন, কঠিন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও বোধশক্তির খানিকটা চর্চা হয়। অনেক সময় শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয় পড়তে নির্দেশ দেন। পঠিত বিষয়ের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও তিনি নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়টিকে আরও সহজ ও সরল করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এমনি করেই গ্রন্থানুসারে তিনি শ্রেণীকক্ষের পাঠ শেষ করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও যুক্তিবিকাশের পথ সুপ্রশস্ত হয়। গ্রন্থ ব্যবহারের উপায় ও বিষয়বস্তু সংগ্রহের উপায় শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে না। শিক্ষার্থীরা গৃহে পাঠচর্চার অভ্যাস হারিয়ে শুধু শ্রেণীশিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীতে পুঁথি পাঠের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উচ্চতর শ্রেণীতে এর কোন উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা নেই।

তৃতীয় পন্থায় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কোন অধ্যায় বা অধ্যায়ের অংশ নীরবে অথবা সরবে পাঠ করতে নির্দেশ দেন। পাঠান্তে শিক্ষকের নির্দেশে শিক্ষার্থীরা বই বন্ধ করে। শিক্ষক তখন অধীত বিষয়টির উপর বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যদি শিক্ষার্থীরা কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে না পারে অথবা কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে না পারে, তখন শিক্ষক সেই অংশটুকু ব্যাখ্যা করে দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষার্থীর নিকট সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করেন। এইভাবে শিক্ষার্থীরা মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে। পাঠান্তে শিক্ষক বিষয়টির সারমর্ম ব্লাকবোর্ডে লিখে দেন ও শিক্ষার্থীদের নোট (note) করে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রয়োগ-পন্থা অনুসরণ করা হয়। সামগ্রিকভাবে এসবের দোষগুণ বিচার করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের এ আলোচনা সাহিত্য (literature) এবং ভাষা (Language) শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন নির্দিষ্ট বিষয় যেমন, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কেই এই সমালোচনা অধিক প্রযোজ্য।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির গুণ (Merits of text-book Method) : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানগ্রন্থ মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিভিত্তিক ধারায় রচিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু আপন সঙ্গতি অনুসারে বিন্যস্ত। সুতরাং গ্রন্থানুসারে পাঠ পরিচালিত হলে পুস্তকের ধারা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া যায়। এরফলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পূর্ব-পরিকল্পিত পন্থায় শিক্ষালাভ করতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য ব্যতীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ একেবারে অসম্ভব না হলেও বহুল পরিমাণে অসুবিধাজনক। গ্রন্থানুসারে ক্রমিক পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন ও অনুধাবণের শক্তি বিকাশিত হয়। পাঠ্য পুস্তকে অনেক মন্তব্য, চিত্রাদি, রেখাচিত্র, তুলনামূলক সূচী, শাসনতন্ত্র ও বিচার বিভাগীয় নানা প্রকার চার্ট এবং অনুরূপ পরিপূরক বিষয়াদির আলোচনা থাকে। এ সবের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতাকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাতে পারে। অনুরূপ বা পরিপুরক পুস্তকাদির সন্ধান পেলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের পটভূমিকায় ঐসব পুস্তক-পুস্তিকা থেকে অধিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে পারে এবং স্ব-স্ব জ্ঞানের সীমাকে অধিক পরিমানে সম্প্রসারিত করার সুযোগ পায়। অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের শেষাংশে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী। এসব প্রশ্নোত্তর অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও তার তাৎপর্য অনুধাবণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। অবশেষে বলা যায়, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত উপায়ে গ্রন্থের ধারা অনুযায়ী পাঠ-পরিচালনার সুবিধা হয়।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির দোষ (Demerits of Text-book Method) : গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির পূর্বোক্ত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও এর ত্রুটি কম নয়। শিক্ষাকে গ্রন্থ সর্বস্ব করা কখনও উচিত নয়। গ্রন্থ সর্বস্ব শিক্ষার কুফল বর্তমান শিক্ষা

ব্যবস্থাকে অনেক সঙ্কুচিত করেছে। এসব ত্রুটিগুলি আমরা পরপর সন্নিবেশিত করছি :

প্রথমতঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এমন পথে পরিচালিত করে যে তারা না বুঝে, না জেনে পুস্তকের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, এমন কি চিহ্নাদিও মুখস্ত করার প্রতি তাদের প্রবনতা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, গ্রন্থকারের ভুল মন্তব্যও তারা অন্ধভাবে কণ্ঠস্থ করে। ফলে গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষাগ্রহণের ভরকেন্দ্র (centre of gravity); পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিক্ষার্থী কোন কিছু শিখবার বা পড়বার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির প্রবণতা থাকে মুখস্ত করার দিকে। এর ফলে শিক্ষার্থী নোটবই, সংক্ষিপ্তসার, সহায়িকা প্রভৃতি পুস্তিকার উপর নির্ভরশীল হয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দিকেই শিক্ষার্থীর আসল লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। তারা জানে, এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সহায়ক পুস্তকগুলিই যথেষ্ট; অন্যথায় একটু অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায়। এগুলি বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি হলেও গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি যে তার সঙ্গে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয়তঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় গুণ ও কৌশল বিকাশের মোটেই সহায়ক নয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন, আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দিকে নজর রাখা দুষ্কর।

চতুর্থতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষালাভের উপায় (means) মাত্র; পুস্তকের বিষয়বস্তু চরম লক্ষ্য (end) নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পুস্তকখানিকে চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিতে শিক্ষাকর্ম স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারিক পরিবেশ অপেক্ষা তত্ত্বগত পরিবেশ বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ফলে শ্রেণীকক্ষ হয়ে দাঁড়ায় নির্জীব, নীরস ও একঘেয়ে।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার উপায় (Means to eliminate the defects of the text-book Method): গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির কুফল দূর করার জন্য নিম্নরূপ উপায়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা অনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা, দৃষ্টান্ত ও চিত্রাদি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর চিন্তন, মনন ও গ্রহণ ক্ষমতানুযায়ী পুস্তকের ভাষা সরল ও সহজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় একাধিক বিশিষ্ট লেখকের রচিত পাঠ্যপুস্তকের নাম রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, শিক্ষার্থীরা মাত্র একখানি পুস্তকের ভাষা মুখস্ত না করে বিভিন্ন পুস্তকের বিষয় পাঠে অভ্যস্ত হবে।

তৃতীয়তঃ, পাঠাগারে শিক্ষার্থীরা যাতে পালা করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পরিপুরক বিভিন্ন সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা (reference books or booklets) পাঠ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে বিষয় (topic) নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থীদের কর্মের নির্দেশ (assignments) দিতে পারেন। নির্ধারিত বিষয়ের জন্য শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব ভাষায় বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। এর ফলে কর্মের সঙ্গে গ্রন্থ পাঠের কিছুটা যোগাযোগ থাকবে এবং শিক্ষনীয় বিষয়টি পুঁথিগত না হয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব হয়ে উঠবে।

(২) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) : বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। মধ্যযুগে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির সাথে সাথে এই প্রথার উদ্ভব ঘটে। গ্রীক্ পণ্ডিতদের মতবাদগুলি শিক্ষার্থীদের গোচরীভূত করার জন্য পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এই প্রথাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নয়, শিক্ষকদিগের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি, নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন, সংশ্লেষণ প্রভৃতিতে এই পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয় আরও সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রথম এই বক্তৃতা পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে প্রচলিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি গৃহীত হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথার পরিবর্তে বহু নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই বক্তৃতা পদ্ধতিকে নিতান্ত অবহেলার চোখে দেখে। সেখানকার অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন। আবার কোথাও কোথাও বহু সংখ্যক ছাত্রবিশিষ্ট শ্রেণীতে বক্তৃতাদান পদ্ধতি ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইউরোপের জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এই পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সুফলও লাভ করেছে। এসব দেশের সাফল্যের পশ্চাতে উপযুক্ত শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। অতীতে ভারতেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ব্রিটিশ আমলে পাশ্চত্য শিক্ষাদান রীতির প্রভাবে বক্তৃতাদান পদ্ধতির বহুল প্রচলন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের যোগ্যতা। শিক্ষকের এই যোগ্যতা বিষয়বস্তুর উপর তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ভাব. ভাষা, কণ্ঠস্বর, উপস্থাপনার কৌশল ও ক্ষমতায় অভিব্যক্ত। শিক্ষক তাঁর বক্তৃতাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্য ছক, ছবি, নমুনা, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Lecture Method) : অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে। সেজন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধা, অসুবিধা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজে জানতে ও বুঝতে পারেন। প্রয়োজন মত তিনি বক্তৃতার ধারা ও ভাষা পরিবর্তন ক'রে শিক্ষা সহায়ক দ্রব্যাদির সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকে লিখিত ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষা অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও সক্রিয়। কারণ, বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক শুধু নিজস্ব ভাষা নয়, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সে সঙ্গে তিনি নানা প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা প্রকাশ ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারেন। এমনকি বক্তৃতার মাধ্যমে পুঁথিগত বিমূর্ত বিষয়কে সরল, সহজ, জীবন্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার করলে কথ্য ভাষায় ব্যক্ত বিষয়াদি আরও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শ্রবণ অভিজ্ঞতা লাভেও সাহায্য করে। এই সকল শিক্ষার্থীরাই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা সংসারের বাস্তব পরিবেশে বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, কথোপকথন দ্বারা পারস্পরিক ভাব বিনিময় করবে। এসব ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথা বা বক্তৃতা শুনে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ক্ষমতা অর্জন করা সহজসাধ্য।

চতুর্থতঃ, সুশিক্ষক সামঞ্জস্যপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুধু আকর্ষণ করেন না। তাদেরকে সৎপথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণাও দান করতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, বক্তৃতাকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিক্ষককে পূর্ব থেকে প্রস্তুত হতে হয়। পূর্ব চিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বক্তৃতা সহজে যেমন হৃদয়গ্রাহী হয় তেমনি বহু বিষয় উপস্থাপিত করার অপূর্ব সুযোগ থাকে। পাঠ্য বিষয়ের বাহুল্য শিক্ষার্থীকে অনেক সময় বিব্রত করে। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হলে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করতে ও সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয়।

এসব সুবিধা ছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে বক্তৃতা পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, কোন নতুন বিষয়ের পাঠ শুরু করার পূর্বে বিষয়বস্তুর পূর্বসূত্র বজায় রাখার জন্য বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বক্তৃতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পূর্বসূত্র বজায় রাখা অসম্ভব না হলেও সহজসাধ্য নয়। শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগতভাবে নতুন পাঠের প্রতি আকর্ষণ করা, নতুন বিষয় জানবার জন্য তাদের আগ্রহান্বিত করার পক্ষে বক্তৃতাই একমাত্র পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীরা নতুন কোন অধ্যায়, একক ভাবে কোন সমস্যা বা ঘটনা পাঠ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। তখন শিক্ষক কর্তৃক বিষয়টির ব্যাখ্যা, অন্বয়সাধন, দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে বক্তৃতাই অন্যতম পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়টিকে শ্রেণীকক্ষে সহজ ও সাবলীল করে তুলতে পারেন। তখন শিক্ষার্থী জটিল বিষয়কে অল্প সময়ে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি, সংক্ষিপ্তকরণ প্রভৃতির দ্বারা বিষয়টির অতি প্রয়োজনীয় ধারাগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে পুনরায় উপস্থাপিত করতে পারেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Lecture Method) : এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতি ত্রুটি মুক্ত নয়। প্রথমতঃ, শ্রেণী শিক্ষকই একমাত্র বক্তা—আর শিক্ষার্থীরা শ্রোতা। সময় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের শুধু বক্তৃতা শুনবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। শুধু অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান নয়; এই পদ্ধতির বহুল প্রচলনে শিক্ষার্থীকে প্রতি ঘণ্টায় বক্তৃতা শুনেই কাটাতে হয়। সুতরাং তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। নিম্নশ্রেণীতে এই বক্তৃতার এক ঘেয়েমি মোটেই ফলপ্রসূ নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উহার বাহুল্য যে নিতান্ত ক্ষতিকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তৃতার প্রাচুর্যে ছাত্র-ছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বা কোন বিষয়ের তাৎপর্য বোঝবার জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কর্মের মাধ্যমে সমাজ ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই আসল শিক্ষা। এ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র থাকে। একঘেয়ে বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। সক্রিয় অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনসমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। বক্তৃতার বাহুল্য তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে ডিগ্রীধারী আবেদনকারীকেই কর্মে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারবেন এমন কোন নিশ্চিয়তা নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা দানের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য শ্রুতিলিখন (Dictation) লেখাতে শুরু করেন।

পঞ্চমতঃ, বক্তৃতা পদ্ধতি মনস্তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার্থীর অভাব, অভিযোগ, ব্যক্তিগত সামর্থ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে এই পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ অথবা স্থায়ী হতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, এই পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক ধারন ক্ষমতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী, এমন কি পাঠ্য বিষয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন প্রকার মূল্যায়ন সম্ভবপর হয় না।

ত্রুটি দূর করার উপায় (Means to eliminate the defects) : এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতির উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই ত্রুটি দূর করার জন্য নিম্নরূপ উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে :

(i) বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল করার জন্য শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। কোন নতুন অধ্যায় বা এককের শুরু, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিপ্তকরণ, সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা-মুখী ব্যাখ্যা, পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য নির্দেশক সূচনা ইত্যাদি পঠন-পাঠনমূলক কর্মের নিমিত্ত শিক্ষক পূর্ব থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হবেন। তাহলে বক্তৃতা হবে প্রেরণামূলক ও হৃদয়গ্রাহী।

(ii) শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক নিশ্চয়ই সংযমী ও মনোযোগী হবেন। সুস্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে এমনভাবে তিনি বিষয় পরিবেশন করবেন যেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব মানসিক ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, তিনি কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন না। তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন, আর তাদের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এজন্য ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও ভাষার কলাকৌশলের পূর্ণ প্রকাশ হওয়া দরকার। এক ঘেয়েমির কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কৌতুকের অবতারণা করাও যুক্তিসঙ্গত।

(iii) বক্তৃতার ফলাফল বিচারের জন্য মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তবে এসব ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা যুক্তিপূর্ণ। পদ্ধতির ফলাফল আশাপ্রদ না হলে শিক্ষক বিষয়টির পুনরাবৃত্তি দ্বারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারেন।

(iv) বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশনের সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগের উপর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া সীমিত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণতা বজায় রাখাও যুক্তিযুক্ত। বক্তৃতা দানের সময় বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষার্থীর জানা বিষয় থেকে এবং আঞ্চলিক পরিবেশের ঘটনা বা বিষয়

দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই শ্রেয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বহু বিষয় সামাজিক পরিবেশে বিদ্যমান। সুতরাং শিক্ষার্থীর জানা বিষয় দিয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

(v) বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশনের সময় শ্রেণীকক্ষে কৌতুক সৃষ্টির প্রয়োজন থাকলেও আজে-বাজে অপ্রাসঙ্গিক (disultory) কথা না বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এতে বিষয়বস্তুর মৌলিকতা নষ্ট হতে পারে। মৌলিকতা ঠিক রাখবার জন্য বিষয়বস্তুর কাঠামো টুকু (out line) স্মরণ রেখে বিষয় পরিবেশন করা উচিত।

(vi) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাথাদের বুদ্ধি অপরিণত। তাই শ্রেণীকক্ষে বহুকিছু একত্রে পরিবেশন না করে কোন একটি শীর্ষ (point) পরিপূর্ণরূপে পরিবেশন করা উচিত। বক্তৃতার এক ঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বক্তৃতার সঙ্গে আলোচনার যোগসূত্র রচনা করে বিষয় উপস্থাপনা যুক্তি সঙ্গত। বিষয় বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে বক্তৃতার অংশকে নোট (note) করে নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। তবে 'নোট' করার দিকে অতিরিক্ত প্রবণতা ক্ষতিকর।

অবশেষে বক্তব্য, শিক্ষক যে উদ্দেশ্যে পঠন-পাঠন সুরু করেন সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে এমন যে-কোন উপায়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

৩। আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) ঃ

সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিক্ষেত্রেই আলোচনা পদ্ধতির গুরুত্ব সর্বাধিক। অতি প্রাচীনকালে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র সংগঠনের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার মূলেও আলোচনা পদ্ধতি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। আধুনিককালে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম সম্পর্কীয়, অর্থ নৈতিক যে-কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা এবং তার সমালোচনাই অন্যতম উপায়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ মতামত প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ মতামত সমস্যা সমাধানের পক্ষে অতি মূল্যবান। আলাপ-আলোচনায় যে-কোন মানুষ খোলা মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছা প্রকাশ করে ও সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। বাস্তবতা বা সত্যকে কেউ অস্বীকার করে না; তাই ক্রমশঃ সকলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতির প্রচলন সর্ব প্রাচীন। অতীতে গুরুরা (The Great Teachers), ভারতীয় ঋষিরা এবং প্লেটো, এরিষ্টটল প্রমুখ গ্রীক দর্শনিকরা শিষ্যদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যদের একটি দল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, আর অন্য দল সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিত। ভুল হলে গুরু শুদ্ধ করে দিতেন। এমনি করে দিনের পর দিন শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হত।

বিদ্যালয় পরিবেশে কোন বিষয় পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের সহযোগিতায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করতে পারেন। এরূপ প্রক্রিয়া আলোচনা পদ্ধতি নামে অভিহিত।[1] বর্তমানে আলোচনা মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়। আলোচনা পদ্ধতি বিতর্ক সভা, সমালোচনা, অবেক্ষণ পাঠচর্চা বা গোলটেবিল বৈঠকের মত যে কোন প্রণালীতে প্রযোজ্য হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির গুণ (Merits of Discussion Method): অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে আলোচনা পদ্ধতির সুফল অনেক। নিম্নোক্তভাবে সুফলগুলিকে আলোচনা করা যায়:

(i) আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী অনুভব করতে পারে যে, সে-শ্রেণীর একজন দায়িত্বশীল সভ্য এবং সততার সঙ্গে তাকে সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

(ii) আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সে অজ্ঞাত বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানবার জন্য পড়াশুনা করে। ফলে স্বীয় ভুল ত্রুটিগুলিকে সে অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারে এবং ক্রমশঃ তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

(iii) আলোচনার সময় একে অন্যের বক্তব্য ও যুক্তি শুনে বোঝবার চেষ্টা করে। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মিলিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে। এতে নতুন সত্যের সন্ধ্যান বা নতুন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকে।

---

1. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—"Discussion may be defined as the co-operative deliberation of problems by persons thinking and conversing together in face to face or co-acting groups under the direction of leader."

—Mc. Burney & Hance.

(iv) আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ ঘটে। এর দ্বারা তারা পরমত সহিষ্ণু হয়, তাদের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু তারা জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও ভাবসম্প্রসারণের ক্ষমতা লাভ করে। সেই সঙ্গে নতুন বিষয় অধ্যায়ন ও সংবাদ সংগ্রহ করার প্রবণতা তাদের উদ্বুদ্ধ করে। অধিকন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। পারস্পারিক সম্পর্কের দূরত্ব দূরীভূত হয়ে সহানুভূতি ও সাহচর্য বৃত্তি পরস্পরের মধ্যে বিকশিত হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষার্থীরা যুক্তি বিন্যাসের মানদণ্ডে যেন একটা নীতিগত বিষয়ে ধাবিত হয়ে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়।

(v) শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনেকেই লাজুক, স্বল্প মেধা সম্পন্ন। আলোচনার সময় যখন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থীও একই সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সকলেরই খোলা মনে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায় এবং শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায় লাজুক তার লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে, স্বল্প মেধাবী আলাপ আলোচনায় স্বীয় ত্রুটি মুক্ত হয়, নতুন তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য সকলেই সমানভাবে পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পাঠ, শিক্ষামূলক সভা-সমিতিতে যোগদান, শিক্ষকের নির্দেশ পালন প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করে। ফলে আলোচনা পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অহং বোধের অনুচিত আকর্ষণ কাটিয়ে প্রকৃত শিক্ষার দিকে সকলকেই অনুগামী করা যায়।

(vi) আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ধারণা ও গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারেন। কারণ, আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসাবে নিজেকে দূরে রাখার এতটুকুও সুযোগ থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীকে কিভাবে যুক্তিগত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে তা তিনি বুঝতে পারেন এবং সেইভাবে পরিচালনা করার সঠিক উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন।

(vii) আলোচনা পদ্ধতির অন্যতম ফলশ্রুতি হল, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তাধারাকে বাস্তব কর্মে প্রণোদিত ক'রে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যক্তির দেহ ও মনকে 'এগিয়ে চলার' দুর্বার প্রেরণা ও শক্তি দান করে।

আলোচনা পদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটি (Some defects of Discussion Method) : এত উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটি বিদ্যমান। এগুলি পরপর আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) আলোচনা পদ্ধতিতে অত্যধিক সময় ব্যয় হয়। ফলে, নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিষয় (topic) অথবা শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অনুমোদিত পাঠ্যসূচী (Syllabus) সম্পূর্ণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

(ii) আলোচনার সময় অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেক সময় শিক্ষক মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট পাঠ শেষ করতে পারেন না।

(iii) ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষার একটা সমস্যা। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা পদ্ধতি পরিচালনা ও প্রয়োগ শিক্ষা পরিবেশকে নষ্ট করে। ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষার্থীরা সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে না এবং শিক্ষকও ব্যক্তিগতভাবে সকলের প্রতি নজর রাখতে পারেন না। এর ফলে লাজুক শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে না এবং স্বল্পমেধা শিক্ষার্থীও উপকৃত হয় না।

আলোচনা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ (Practical application of Discussion Method) : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত ক'রে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুপরিকল্পিত আলোচনার সুফল সুনিশ্চিত। পরিকল্পনায় সাধারণতঃ তিনটি অংশ থাকে : (১) প্রস্তুতি, (২) আলোচনা, (৩) মূল্যায়ন।

প্রস্তুতি পর্ব : আলোচনা পদ্ধতিতে প্রস্তুতি পর্ব অতি প্রয়োজনীয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রস্তুতি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পরিচালিত করবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকের প্রথম, প্রয়োজন হল বিষয়বস্তু সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য সহায়ক পুস্তক (reference books), পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক প্রসঙ্গ (current affairs) প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সুবিন্যস্ত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষককে আলোচনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) এবং শ্রেণী ব্যবস্থাপনা (Class arrangement) করা প্রয়োজন। কারণ, এই পরিকল্পনা অনুসারে আলোচনা

পরিচালিত হবে। সুষ্ঠু আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য এরূপ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আলোচনা পর্ব : আলোচনা পর্বে শিক্ষক পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে, শ্রেণীকক্ষে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন শৃঙ্খলা থাকে। এই সময় শিক্ষার্থীদের বসবার রীতি এমন হওয়া উচিত যেন প্রত্যেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে ও মনোযোগ সহকারে শুনতে বা আলোচনা করতে পারে। আলোচনা সভায় শিক্ষক তাঁর মন ও মেজাজকে এমন রাখবেন যেন সকলেই খোলা ও খুশীমনে আলোচনা করতে সাহসী হয়। শিক্ষক একের পর এক সকলকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে ও প্রত্যেককেই আলোচ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করতে আহ্বান জানাবেন। আন্তরিকতায় সৃষ্ট পরিবেশ আলোচনা পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। যতক্ষণ এই পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, ততক্ষণ এই পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য কোন বিষয় (Topic) বা সমস্যা (Problem) পাঠ্যসূচী থেকে নির্বাচন ক'রে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। সামগ্রীর মূল্য, জীবনযাত্রার মান, বেকার সমস্যা, জন সংখ্যা, ভাষা সমস্যা, রাষ্ট্রের সংগঠন ও তার কার্যাবলী, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি নির্বাচন যোগ্য বিষয়। আলোচনা পদ্ধতি বিতর্ক-সভা, সমালোচনা, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে। তবে এই পদ্ধতি শ্রেণীর সকলকে নিয়ে (class discussion) অথবা দলগত আলোচনা (group discussion) রূপে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।*

আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রেণীর সকলকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের একজনকে দলপতি রূপে দায়িত্ব অর্পণ করতে হয়। কিন্তু শিক্ষক হবেন শ্রেণীর বা সর্ব দলের দলপতি। তিনিই উপযুক্ত উপায়ে আলোচনা পরিচালনা করবেন। তাই তাঁকেই আলোচনার সুরুতে বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিদলকে বিষয়টির এক একটি অংশ আলোচনার ভার দেওয়া যুক্তিযুক্ত। শিক্ষক একেবারে নির্বিকার থাকতে পারবেন না, তাকে প্রতিটি দলের আলোচ্য বিষয় পরিচালনায় সাহায্য করতে

* আলোচনার প্রকারভেদ অংশে সবিশেষ আলোচিত।

হবে। প্রয়োজন হলে তিনি শ্রেণীর সামনে সমস্যা তুলে ধরবেন অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মতামত বা প্রশ্ন আহ্বান করবেন। অতঃপর শিক্ষক ছাত্রদলের সভ্যদের দেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সংগ্রহ ক'রে সংগঠিত, সমন্বিত ও সংক্ষিপ্তকরণ করবেন। অবশেষে বিষয়টিকে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা ক'রে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তটিকে ব্লাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করে দেওয়াও আবশ্যক। মোট কথা, আলোচনার প্রতিপদক্ষেপে সযত্ন পরিকল্পনা এবং যথাযথ পরিচালনা দ্বারা সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য।

মূল্যায়ন পর্ব: আলাপ-আলোচনার মূল্যায়ন হল এই পদ্ধতির সর্বশেষ অঙ্গ। যে উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল তা থেকে আলোচনা বিচ্যুত হল কি না বোঝবার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। মূল্যায়ন ত্রিধারায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণার মূল্যায়ন; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন; তৃতীয়তঃ, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের সেই নির্দিষ্ট কর্মের মূল্যায়ন। আলোচনান্তে পাঠ পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন নিতান্ত প্রয়োজন।

আলোচনার প্রকারভেদ (Different types of Discussion):

'আলোচনা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা পরিচালনা করা যায়:

(ক) দলগত ঘরোয়া আলোচনা (Informal group discussion)।

(খ) দলগত নিয়মমাফিক আলোচনা (Formal group discussion)।

(গ) প্যানেল আলোচনা (Panel discussion)।

(ঘ) বিতর্ক সভার মাধ্যমে আলোচনা (Debate & discussion)।

(ঙ) সিম্পোজিয়ম (Symposium)।

(চ) সেমিনার (Seminar)।

(ছ) গোলটেবিল বৈঠক (Round table conference)।

(ক) দলগত ঘরোয়া আলোচনা (Informal group discussion): দলগত ঘরোয়া আলোচনায় শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব অভিমত ব্যক্ত

করার ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের সুযোগ থাকে। শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা অধিক হলে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি দলে (Group) ভাগ করে নেওয়া হয়। শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা, আলোচনা পরিচালনায় পরামর্শ দান, বিষয়গত প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রভৃতির জন্য শিক্ষক সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। শিক্ষক নিজেই অথবা তাঁর নির্দেশে কোন ছাত্রনেতা আলোচনা পরিচালনার কাজ চালাতে পারেন।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের যে-কোন পাঠ্যাংশ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে এরূপ ঘরোয়া আলোচনা পরিচালনা করা যায়। ঘরোয়াভাবে (Informally) আলোচনা পরিচালিত হয় ব'লে এরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা নিয়মের দরকার হয় না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত যে-কোন প্রকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়।

(খ) **দলগত নিয়মমাফিক আলোচনা (Formal group discussion)**ঃ ঘরোয়া আলোচনায় শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীরা সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। আর বিধিবদ্ধ আলোচনায় সাধারণতঃ বাছা বাছা শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে। অন্যথায় পূর্বনির্ধারিত নিয়মভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা থাকে। এখানেও শ্রেণী শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত ক'রে প্রতি দলের নায়ক নির্বাচন করতে হয়। নায়করা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ও অন্যেরা শ্রোতা হিসেবে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে। তবে আলোচ্য বিষয়টিকে নোট (note) করার জন্য সকলেই ব্যস্ত থাকে। ছাত্রনেতাদের কে কতটুকু পাঠ্য বিষয় আলোচনা করবে সেটাও আগে থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বিধিবদ্ধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষককে দায়িত্ব নিতে হয়।

এরূপ আলোচনায় অর্থনীতির জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, উৎপাদন, শিল্প, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলি যেমন আলোচনা করা যায়, তেমনি পৌরবিজ্ঞানের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, গণতন্ত্র, ভোটগ্রহণ, অধিকার কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনা করা যায়। বিধিবদ্ধ আলোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পৌরবিষয়ক, আচার-আচরণ ও কৌশল শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

(গ) **প্যানেল আলোচনা (Panel discussion)**ঃ প্যানেল আলোচনা নিয়মমাফিক আলোচনার প্রায় অনুরূপ। এখানে শ্রেণীর কয়েকজনকে নিয়ে প্যানেল তৈরী করা হয়। শিক্ষকের নির্দেশমত একে একে প্যানেলের শিক্ষার্থীরা

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। তবে প্যানেলের সুবিধা হল, শিক্ষক বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্যানেল তৈরী করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা বছরের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক সময়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

প্যানেল আলোচনায় শিক্ষক নিজেই অথবা শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত ছাত্রনেতা সভাপতিত্ব করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা, আলোচ্যবিষয়ে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কর্মের মূল্যায়নের দায়িত্ব শিক্ষকের। প্যানেল আলোচনার সময় শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয় অংশটুকু নোট (note) করতে থাকে। এই পদ্ধতিতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) বিতর্ক সভার মাধ্যমে আলোচনা (Debate & discussion) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অংশ বিতর্ক সভার মাধ্যমে আলোচনা করা যায়। বিতর্কের জন্য প্রথমতঃ, আলোচ্য বিষয় হিসেবে যে-কোন বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। সভাপতি বা শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। অবশেষে শ্রেণীকক্ষের ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত।

(ঙ) সিমপোজিয়াম (Symposium) : সিমপোজিয়াম দলীয় আলোচনার একটি বিশেষ রূপ। সিমপোজিয়াম শ্রেণীর দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করে অথবা পড়াশুনা ক'রে প্রস্তুত হয়ে আসে। আলোচনার সময় সভাপতি বা শিক্ষকের নির্দেশমত শ্রেণীকক্ষে তারা একে একে তাদের বক্তব্য পেশ করে। পরে বিষয়টি সম্পর্কে নতুন তথ্য পেশ করার জন্য শ্রোতা-শিক্ষার্থীদের ভিতর থেকেও বক্তা আহ্বান করা হয়। এভাবে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

(চ) সেমিনার (Seminar) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ সেমিনার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমতঃ, সমিনারের জন্য ধার্য সময়ের কয়েকদিন পূর্বে বিষয় নির্বাচন ক'রে সহযোগী পুস্তকের তালিকা (List of reference Books) সহ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে

পড়াশুনা করে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সেমিনারে পেশ করা রিপোর্ট অথবা বক্তব্যকে রেকর্ড করার ভার থাকে কয়েকজন শিক্ষার্থীর উপর। অবশ্য বিদ্যালয়ে সেমিনার পরিচালনার সময় সর্বস্তরের শিক্ষার্থীকে আলোচ্যাংশটি নোট করার নির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। তৃতীয়তঃ, সেমিনারে গৃহীত রেকর্ড অনুসারে মূল্যায়ন পর্ব সমাধা করা হয়।

(ছ) গোলটেবিল বৈঠক (Round Table conference) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠক পরিচালনা করা যায়। এটাও সেমিনার আলোচনার ভিন্নরূপ মাত্র। গোলটেবিল বৈঠক অথবা সেমিনারে অর্থনীতির বিবিধ বিষয় যেমন, জাতীয় আয়, জনসংখ্যা, ক্ষুদ্রায়তন, ও বৃহদায়তন শিল্প, এক মালিকানা ও যৌথ কারবার, একচেটিয়া কারবার ও খোলাবাজার, সরকারী করনীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা যায়। তেমনি, পৌরবিজ্ঞান অংশে গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি, জাতীয় শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন দিক এই গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, যে-কোন পদ্ধতিতে আলোচনা পরিচালিত হোক্ না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করা যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু প্রস্তুতি, আলোচনা ও মূল্যায়ন—এ তিনটি অংশ যাতে পূর্ণমাত্রায় সফল ও কার্যকরী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও উচিত।

আলোচনায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the teacher in discussion) : আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার সাফল্যের গুরুদায়িত্ব শিক্ষকের উপরেই ন্যস্ত। তিনি হলেন আলোচনার পরিচালক। সুতরাং তাঁর এই সাফল্যের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত দলগুলির সক্রিয় পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া দরকার। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাকে যেমন সংযত করতে হবে, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে কোন শিক্ষার্থীর অহংবোধ (ego) বা ভাবপ্রবণতা (sentiment) যেন আঘাত না পায়। সুতরাং আলোচনায় অংশ গ্রহণের সময় তাঁকে যথেষ্ট সংযত হতে হবে।

অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অপটু। বিভক্ত দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবণতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে আলোচনার গতি যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষমূলক না হয়। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিক্ষককে এমনভাবে সভা পরিচালিত করতে হবে যেন আলোচনাটি ঠিক পূর্ব পরিকল্পিত শিক্ষামূলক লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষক স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন না—স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও সংযমের সহিত পরিচালকের ভূমিকা তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

৪। প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method):

প্রকল্প পদ্ধতি কার্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ ক'রে বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদনা দ্বারা মূর্ত ফলশ্রুতি লাভ করে। বাস্তব পরিবেশে কর্মরত মানুষকে দেখলে মনে হয় মানুষটির হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনই কাজ করায়; মানসিক প্রেরণা অনুসারে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন মত বাস্তব দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনা করে। মন থাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আয়ত্বের বাইরে, তাকে দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এই অদৃশ্য মনই কাজ করায়, আর দেহ কাজ করে যায়। প্রকল্প পদ্ধতিতে মন ও দেহ—এ দুয়েরই পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। তাই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

জন ডিউই-এর (*John Diwey*) প্রয়োগবাদকে (pragmatism) ভিত্তি করে এই প্রকল্প পদ্ধতির সৃষ্টি। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় করাই হল এই পদ্ধতির মূল সূত্র। কিলপ্যাট্রিক্ (*Prof. W. H. Kilpatric*) এই প্রয়োগবাদের বাস্তব রূপ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।[1] তাঁর মতে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে

1. "Whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment"—Dr. Kilpatric.

"It is a problematic act carried to completion in its natural setting" —Dr. Stevenson.

সামাজিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনার মাধ্যমে শিক্ষাকর্মে (শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান) অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকে প্রকল্পপদ্ধতি বলা যায়।

এই সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যাবতীয় কাজই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হতে পারে না। এ সম্পর্কে প্রকল্প পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। অন্যান্য পদ্ধতিতে সূত্রগুলি আগে আলোচিত হয়, পরে সেই সূত্র অনুসারে প্রয়োজন মত কর্মের অবতারণা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পদ্ধতিতে কর্মই প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমেই উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের পরিকল্পনা ও সম্পাদনার পর শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলি আয়ত্ব করে। এই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার্থীদের যে-কোন শিক্ষামূলক কর্মকে প্রকল্প বা প্রজেক্ট বলা যায় না। প্রকল্প হল সেই জাতীয় কর্ম যা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য-সাধক সুপরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনার মাধ্যমে সূত্রনির্ধারণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করে। প্রকল্প পদ্ধতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক নীতির (basic principles) সন্ধান পাওয়া যায়; প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে কর্মের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকল্প পদ্ধতি জীবন, সমাজ ও কর্মমুখী প্রচেষ্টায় অভিব্যক্ত। তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে স্বীয় কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হতে পারে।

প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of project method) ঃ প্রকল্প পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন। প্রথম স্তর হল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক এমন পরিবেশ গড়ে তুলবেন যেন কোন কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান প্রসঙ্গে সৃষ্ট পরিবেশে এমন কর্মের ইঙ্গিত থাকবে যে কর্ম সম্পাদনে ঐ বিষয়ের কোন অধ্যায় বা অধ্যায়ের অংশ পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এরূপ পরিবেশের মাধ্যমে পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ প্রকল্প নির্বাচন (Selection of project) আপনা থেকে এসে পড়ে। নির্বাচিত প্রকল্প বা কর্মের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মূল পাঠ্য বিষয়ের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে না। ফলে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা সম্ভব হয় না।

প্রকল্প পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে কর্ম সম্পাদনার উদ্দেশ্য (purpose of the project) স্থিরীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশে প্রকল্প নির্বাচনের সময় সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনে দানা বেঁধে ওঠে। তখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ বা প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। আগ্রহ বা প্রেরণা না থাকলে উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। আবার উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে উদ্দেশ্যের সঠিক রূপ শিক্ষার্থীদের জানতে হয়। তাই এই স্তরে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করাই যুক্তিযুক্ত।

এই পদ্ধতির চতুর্থ স্তর হল কর্ম সম্পাদনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন (Plan of the project)। আগ্রহ সহকারে উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরাই এই পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব নেবে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে, কে-কোন কর্ম করবে, কার কি দায়িত্ব থাকবে সে সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরী করবে। তবে সম্পূর্ণ কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। প্রয়োজন হলে তারা শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু শিক্ষক সর্বদা এই উদ্দেশ্য সাধনের পশ্চাতে অবস্থান করবেন। অযাচিতভাবে সাহায্য না করে তিনি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মত সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন। প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহে গৃহীত ও পরিকল্পিত (Pupil planning); যথাযথ কর্মসম্পাদনা নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত কোন পরিকল্পনার উপর।

প্রকল্প পদ্ধতির পঞ্চম স্তর হবে কর্মসম্পাদনা (Execution of the plan)। পূর্বপরিকল্পিত বিষয়গুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য হাতে কলমে সুষ্ঠভাবে কর্মসম্পন্ন করা প্রয়োজন। পূর্ব নির্ধারিত দল বা উপদল স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনে একদিকে যেমন তারা শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে, তেমনি একদল অন্য দলের মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবে। শিক্ষক কর্ম-সম্পাদনা প্রসঙ্গে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেন শিক্ষার্থীরা দল বা উপদল নির্বিশেষে কাজটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা করতে পারে এবং তারা সামগ্রিক ঐক্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। কর্মের একাংশ শেষ করে কর্মীরা এগিয়ে যাবে পিছিয়ে পড়া দলকে সক্রিয় সহযোগিতা দানের জন্য। সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হবে সকলের একান্ত প্রচেষ্টা।

এই পদ্ধতির ষষ্ঠ স্তরে ফলশ্রুতি বিচার (Judgement of the work) বা সূত্র নির্ধারণ করা কর্তব্য। প্রকল্পের এই স্তরকে আমরা মূল্যায়ন নামেও অভিহিত করতে পারি। শিক্ষার্থীরা কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছিল, পরিকল্পনা রূপায়ণে কি কি কর্ম সম্পাদন করতে হল, কি কি বাধা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, কি উপায় অবলম্বন করলে সহজে কার্যোদ্ধার সম্ভব হত, কর্মের ফলশ্রুতি কি হল ইত্যাদি বিচার ও বিশ্লেষণ করা শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন।

অবশেষে প্রকল্প বা কর্ম সম্পাদনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ (Recording) করাও যুক্তিযুক্ত। বিবরণটি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মের অবদান অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা মূল্যায়ন সূচক কার্যাদি যথাযথ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এইভাবে কয়েক বছরের সংগৃহীত বিবরণ পরবর্তী শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে উৎসাহ বৃদ্ধির পরম সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

প্রকল্প পদ্ধতির সমালোচনা (Criticism of Project Method): প্রকল্প পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এই পদ্ধতি পুঁথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল জীবন্ত প্রচেষ্টা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ অনেকখানি বিস্তৃত। কোন কারখানা পরিদর্শন, বাজার বা বাণিজ্য কেন্দ্র সার্ভে করা, ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন শিল্প সংস্থার সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা চলে। পৌরবিজ্ঞান পাঠের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান, বিধান সভা, বিধান পরিষদ, বিভিন্ন বিচারালয়, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন ক'রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ প্রসঙ্গে এরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্তি।*

প্রকল্পের উপযোগিতাও অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে নিতান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রকল্পের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা, মনন ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ হয়। পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য ও দক্ষতা অর্জন করে। প্রকল্প পদ্ধতি শিক্ষাকে সমাজ, কর্ম ও বাস্তবমুখী করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীর পরমতসহিষ্ণুতা, সক্রিয় সহযোগীতা, সমবায় মূলক মনোভাব গড়ে

* সমাজীকরণ প্রসঙ্গে ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ওঠে। পুঁথিগত বিদ্যার কর্মবিমুখতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে প্রকল্প পদ্ধতির মূল্য সর্বজন স্বীকৃত।

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও এর প্রয়োগ সমস্যা শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে। বিদ্যালয় পাঠ্য তালিকায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সময় অতি সীমিত। প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যেমন প্রচুর সময় দরকার তেমনি প্রয়োজন বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা। আমাদের দেশে এ দুয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে শ্রেণী পাঠনার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষাবর্ষে মাঝে মাঝে প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ করা সমীচীন।

[৫] সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method): প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যা পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অন্যতম উপায়। এ পদ্ধতি একমাত্র বা অনিবার্য প্রথা না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়টি সমস্যাসূচক। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পৌর বিষয়ক সমস্যাদি এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং শিক্ষাদানকালে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আলাপ আলোচনা, কথাবার্তা বা বক্তৃতার মাধ্যমে অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এই পরিবেশে সবার অলক্ষে তিনি প্রশ্নের ছলনায় কোন একটা সমস্যাকে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেন। অনুকূল পরিবেশে সমস্যা তুলে ধরলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে এবং সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষক মহাশয়ের বুদ্ধি, যুক্তি ও পরিচালন ক্ষমতার উপর সমস্যার গুরুত্ব নির্ভর করে। যদি তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় শৃঙ্খলার সহিত সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে পারেন তবেই এই পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষাদান কার্য সত্যই আকর্ষণীয় ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে।

প্রকল্প ও সমস্যা পদ্ধতির পার্থক্য (Problem and Project Method differentiated): প্রকল্প ও সমস্যাসূচক পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও এই দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ পার্থক্য নিতান্ত কম নয়। হাতে-কলমে কর্ম-সম্পাদনা প্রকল্প পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানসিক চিন্তা, ধারণা এবং প্রেরণা দ্বারা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মনই হল শারীরিক সক্রিয়তার উৎস। মনের ক্রিয়াশীলতা অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদিকে পরিচালিত করে। মন অচল হলে দেহও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে; কিন্তু দেহ অচল হলে মন সচল থাকতে পারে। প্রকল্প ও

সমস্যাসূচক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি কর্ম সম্পাদনে তৎপর হয় বটে, কিন্তু শারীরিক শক্তির প্রাধান্য বেশী। দ্বিতীয়টির জন্য মানসিক চিন্তা, ধারণা, প্রেরণা প্রভৃতি বিমূর্ত শক্তির ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন, মৌলিক উপকরণাদি সংগ্রহ, বিষয়বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং উহা পুনর্বিবেচনা নিছক মানসিক প্রক্রিয়া। এই দুই পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক সমাধান আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি হল মানসিক সমাধান। প্রকল্প বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারিক কর্ম সমাধানের পক্ষপাতী; আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি পাঠানুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূলে শিক্ষার্থীকে ব্যাপৃত করে[1]।

সমস্যা পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Problem Method) : প্রকল্পের ন্যায় সমস্যা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কর্মকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রথম প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ, অনুকূল শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যাটিকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য তাদের কাছে প্রদান করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সমস্যাটিকে যাতে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব। সুস্পষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা উচিত, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সমস্যা দ্বারা শিক্ষাকর্ম সার্থক হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করা একান্ত কর্তব্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হলে শিক্ষাদান কর্ম যথাসম্ভব সাফল্যের দিকে ধাবিত হয়। চতুর্থতঃ, সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যা সমাধানের

পদ্ধতির প্রয়োগের বিভিন্ন স্তর

1. "The problem method differs from the project in that the emphasis in it is on the mental solution reached rather than on a practical accomplishment. Project method demands a practical accomplishment in a real situation and the problem method emphasises the mental conclusion that is drawn."—Bining & Bining.

সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়। সংবাদ বা তথ্য, উপকরণাদি সংগ্রহ, সংগৃহীত বিষয়াদিকে সুসজ্জিত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচীর দায়িত্ব অর্পিত হয় ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর। পঞ্চম স্তরে, শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের কর্ম-প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। ষষ্ঠ স্তরে, তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও উপনীত সিদ্ধান্তগুলিকে সমবেত ভাবে পুনর্বিবেচনা বা পুনঃ পরীক্ষা ক'রে কর্ম সম্পাদন করে। সমস্যাসূচক পদ্ধতির সর্বশেষ স্তরে সমস্যা সমাধানের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ বর্তমান শিক্ষার্থীদের কর্মের মূল্যায়ন ও পরবর্তী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায়। অর্থনীতিতে খাদ্য সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্প-বাণিজ্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফলশ্রুতি, বেকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা যায়। তেমনি, পৌরনীতি অংশের গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা চলে। আলোচনার সময় সমস্যা পদ্ধতি প্রয়োগের স্তরগুলির পূর্ণ রূপায়নের দিকে নজর রাখা কর্তব্য।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন

প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতিতেও শিক্ষককে নীরব থাকতে হয়। শিক্ষক অযাচিতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজে বাধা সৃষ্টি বা মাঝপথে মন্তব্য ক'রে কর্মের স্বচ্ছন্দগতিকে নষ্ট করবেন না। এই পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষকের করণীয় থাকে তিনটি বিষয় ; প্রথমতঃ, তিনি সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। দ্বিতীয়তঃ, সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তিনি নিজে জেনে শিক্ষার্থীদের উপদেশ প্রদান ও পরিচালনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। তৃতীয়তঃ, সিদ্ধান্ত লিখিত বিবরণ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক কর্ম প্রচেষ্টার মূল্যায়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

শিক্ষকের কর্তব্য

সমস্যা পদ্ধতির মূল্য (Value of Problem Method) : সমস্যাপদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি নয় ; তবে মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবিশেষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং নিম্নলিখিত সুফল আশা করা অবাস্তব নয় :

প্রথমতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যৎ বাস্তবজীবনে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে ও তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট হতে হবে। সমস্যাসূচক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদেরকে জীবন যুদ্ধের জন্য সচেষ্ট করে তোলে। সমস্যা পদ্ধতির মাধ্যমে তারা মনন, চিন্তন ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের দক্ষতা অর্জন করে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা, সামঞ্জস্য রক্ষা ও মূল্যায়ণ করতে শেখে। উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তার পুনর্বিবেচনার জন্য অগ্রহ সহকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের যার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা সে পালন করবার চেষ্টা করে। ফলে দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নতুন বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করে। এর ফলে উদ্দেশ্যগুলি হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিজস্ব। শিক্ষার্থীরা এটা অনুভব করতে শেখে এবং এর উপযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে যুক্ত বিন্যাসী ধারায় চালিত করে। ফলে তাদের মননশক্তি এত প্রখর হয় যে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি করা উচিত তা তারা সহজে বুঝতে পারে।

চতুর্থতঃ, সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন সমস্যার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে শেখে, তেমনি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, সমবায় মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের একত্রে কর্ম পরিচালন ও সম্পাদন যোগ্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা, মানসিক প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ, সমস্যা-পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনা, উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করে। ফলে তাদের জীবনে ও কর্মে শৃঙ্খলা আসে। শিক্ষাধারায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যত সুন্দর ও মধুময় হয় ততই শিক্ষা উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে সুশিক্ষায় রূপায়িত হয়।

সমস্যা পদ্ধতির ত্রুটি (Limitations of Problem Method): অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতিটিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বিধেয়। অন্যথায়—সুফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কা থেকে যায়।

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতির বারবার প্রয়োগে একঘেয়েমির কুফল ভোগ করতে হয়। পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পেলে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাই সর্বজন কাম্য।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষে সমাধান করার জন্য সমস্যা যত সহজ ও সরল হয় ততই মঙ্গল। আর মনে রাখা উচিত, সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, নিপুণতা, দক্ষতা বৃদ্ধি ক'রে তাদের মনন, চিন্তন ও ধারণা শক্তির বিকাশ সাধন করে এবং এই উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আত্মম্ভরিতাকে প্রশ্রয় দেয়। তাই তারা মনে করতে পারে যে, যে-কোন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের আছে। তাহলে তারা এই আত্মবিশ্বাস বলে সামাজিক জটিল সমস্যা সমাধানে গুরুজনদের কথা অবহেলা করতে শিখবে এবং স্বীয় সামর্থ্যে অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ ক'রে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস যাতে অসংযমে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, এডগার উইস্‌লী (*Edgar B. Wesley*)-এর মতে সমস্যা পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীকে হীন অথবা অপ্রয়োজনীয় (অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নেই এমন) বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে। এসব সমস্যাগুলিতে সাধারণতঃ সুচিন্তার অবকাশ থাকে না, অনুভূতি বা প্রক্ষোভ বিকাশে সাহায্য করে মাত্র। এসব ত্রুটি থেকে এ পদ্ধতিকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল, শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তু নির্বাচন।

চতুর্থতঃ, সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ সমস্যা উপস্থিত করে এবং এর সমাধানে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়।

পঞ্চমতঃ, উইসলী (*Edgar B. Wesley*)[1] বলেন, সমস্যামূলক পদ্ধতি সহজেই সেমিনার পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে—যা ছাত্রদের সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। তাই সমস্যামূলক পদ্ধতি উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োগ করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, অসন্তুষ্টি, হতাশা অনেক সময়

1. "The problem method may easily become a Seminar method that is too advanced for the pupil."

শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করে। দল থাকলেই প্রতিযোগিতা থাকে, আর প্রতিযোগিতা থাকলে, তাতে জয়-পরাজয়, আনন্দ ও হতাশার ভাব বিদ্যমান থাকে। তাই শিক্ষকের সতর্কতাই পদ্ধতি প্রয়োগে সাফল্য আনার একমাত্র উপায়।

ষষ্ঠতঃ, সমস্যা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রকল্পের ন্যায় সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের বিদ্যালয়গুলির সময় তালিকায় এই সমস্যা পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ হতে পারে না। পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য গ্রন্থাগারে যথেষ্ট পুস্তকাদি সংগৃহীত ও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। ভাল গ্রন্থাগারের অভাব এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ অন্তরায়।

[৬] **আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি (Inductive and Deductive Method) ঃ** শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারে জ্ঞানার্জন করতে পারে। তারা যখন বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট থেকে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবিধ আলাপ-আলোচনা শোনে অথবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠ করে তখন পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে তারা জ্ঞান অর্জন করে।

আরোহী পদ্ধতি

এভাবে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব। শ্রেণীপঠনের জন্য অনুমোদিত পাঠ্য বিষয় যেমন ইতিহাস, ভুগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠেও শিক্ষার্থীরা অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতি সম্পর্কে পরোক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় শোনে, পড়ে অথবা আলাপ-আলোচনা করে এবং অবশেষে তাদের মতামত তৈরী করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরূপ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌছানর প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) রূপে অভিহিত করা হয়।

আবার শিক্ষার্থীরা এর ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। তারা যখন অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা ও তার সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা (reference books or booklets) পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে তখন

অবরোহী পদ্ধতি

তারা প্রত্যক্ষভাবে বিষয় বস্তুর সান্নিধ্যে আসে ও শিক্ষালাভ করে। পাঠ্য পুস্তক থেকে লব্ধ জ্ঞানকে সুস্পষ্ট অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক বাস্তব পরিবেশে বিষয় বস্তুর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষন ক্রিয়া পরিচালনা করতে পারে। এখানে শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব থেকে বাস্তবতার সন্ধানে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করে। শিক্ষায় এরূপ প্রক্রিয়াকে অবরোহী (Deductive) পদ্ধতি বলা হয়।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যথাক্রমে, সাধারণ থেকে বিশেষ (from general to particular) এবং বিশেষ থেকে সাধারণে (from Particular to general) যাওয়া। আরোহী প্রণালীতে প্রথমে সংগৃহীত কতকগুলি দৃষ্টান্তকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়; পরে যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সূত্র গঠন করা যায়। পক্ষান্তরে অবরোহী প্রণালীতে প্রথমে সূত্র প্রয়োগ করা হয়। পরে সেই সূত্রের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কর্ম পরিচালনা করা হয়। এই উভয় প্রণালী অর্থতত্ত্ববিদ এবং পৌর ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্দের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে সমাদৃত। অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীরা অবরোহী পদ্ধতিতে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদী (historical school) এবং পরিসংখ্যান বাদী (Statistical school) গোষ্ঠী আরোহী পদ্ধতির (Inductive Method) বিশেষ ভক্ত। অথচ আধুনিককালেও অর্থনীতিবিদ্রা অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method) প্রয়োগ করেন। এই শেষোক্ত পদ্ধিতির বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর। তাই একে জ্ঞানালোক দীপ্ত পরীক্ষণ পদ্ধতি (Method of intellectual experiments) রূপে অভিহিত করা চলে। এখানে অনুমিত এবং অংশতঃ অবাস্তব অবস্থা ও বিষয়গুলিকে যুক্তিদ্বারা বিচার করে পরে ফলশ্রুতি হিসাব করা হয়। ফলশ্রুতির মাধ্যমে সূত্রের (Particular) সত্যতা প্রমাণ সম্ভব হয়। কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিকে একক বা পৃথকভাবে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ, দেখা যায় যে সত্যতা প্রমাণের জন্য গৃহীত পন্থা ক্রমশঃ জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি করে।

উভয় পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও তার ব্যবহার

তথাকথিত গাণিতিক পদ্ধতি (Methematical Method) পৃথক কোন শিক্ষণ প্রণালী নয়। একে আরোহ ও অবরোহ উভয়ের সাহায্যার্থে ব্যবহার করা যায়। গাণিতিক হিসাব খানিকটা যন্ত্রবিশেষ (tcol)। সুষ্ঠু যুক্তিবিকাশে গণিত বা অঙ্ক বিশেষ সহায়ক। গাণিতিক পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হল যে, এর সাহায্যে অনুমিত বস্তুগুলিকে (assumpticns) সহজে নখদর্পণে রাখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মৌখিক পদ্ধতিতে বা ভাষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে যথেষ্ট বিলম্ব

হয়; কিন্তু গাণিতিক রীতিতে যথাসম্ভব শীঘ্র ফলাফল ঘোষণা করা যায় অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা শিক্ষাদানে গাণিতিক প্রণালী প্রয়োগ করা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয়। অর্থনৈতিক সমস্যাকে সরল ও সহজ উপায়ে সমাধান করার প্রবনতা অধিক থাকায় গানিতিক প্রণালী মোটেই সুযোগ্য পদ্ধতিরূপে সমাদৃত হতে পারে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈচিত্র্য অর্থনীতিকে সমস্যাবহুল করে তুলেছে তাছাড়া মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে জড়িত এই অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান। তাই শুধু গাণিতিক প্রণালীতে সমস্যাবহুল মানবজীবনের প্রতিটি উপকরণকে সামনে রেখে সমাধান করা যায় না। অনেক সময় গাণিতিক হিসাব পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতের খেলনা হয়ে দাঁড়ায়। এই খেলনা অনেক সময় দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সংবাদ না রেখে আনুমানিক অথবা কল্পিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে জনগণকে প্রণোদিত করে।

উভয় পদ্ধতিতে গাণিতিক প্রণালীর সহযোগিতা

বৈজ্ঞানিক বিষয় পঠন-পাঠনে আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিকে দু-প্রকারে ব্যবহার করা যায়; প্রথমটি হল পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী (Experimental Method) এবং দ্বিতীয়টি হল পরিসংখ্যান প্রণালী (Statistical Method)। প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমন পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী বিশেষ ফলপ্রসূ; কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে এর উপযোগিতা তত বেশী নয়। কারণ, অর্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও পরিধি সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক-কাজ কর্মের মধ্যে সীমিত। তাই অর্থনীতিবিদরা সাধারণতঃ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। অর্থনীতিবিদরা সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে বিবিধ অর্থনৈতিক পরিসংখ্যা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পরিসংখ্যাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে তুলনা-মূলক পরীক্ষাও বিচার কার্য সমাধা করেন। এই-ভাবে তাঁরা পরিসংখ্যান ভিত্তিতে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তবে পরিসংখ্যান প্রণালীর প্রয়োগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত কারন, অনেক ক্ষেত্রে ভুল এবং কার্য কারণ সম্বন্ধহীন পরিসংখ্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগে বিঘ্ন ঘটায়। তবে সাবধানতা অবলম্বন করলে এই পরিসংখ্যান পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ

অর্থনীতি চর্চায় যথেষ্ট কার্যকরী—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ বাণিজ্যচক্র (Trade cycle) ও অর্থতত্ত্ব (Monetary theory) চর্চায় এই পরিসংখ্যান পদ্ধতির উপযোগিতা সর্বজন বিদিত।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীশিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে অবরোহ (Deductive) প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত সূত্রের সত্যতা যাচাই করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতিতে 'ক্রমহ্রাসমান' উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return) এরূপ একটি স্থিরীকৃত সূত্র। কৃষির জন্যে জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করতে সাধারণতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমান সমানুপাত অপেক্ষা কম হয়—যদি ইতিমধ্যে কৃষি পদ্ধতিতে কোন উন্নতি না হয়ে থাকে। বিষয়টি কৃষকরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে। একটা তথ্যভিত্তিক দৃষ্টান্তের দ্বারা এটাকে বোঝান যেতে পারে :

অর্থনীতি শিক্ষণে অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ

বৎসর	জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপন্ন	প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপন্ন
১৯৫০	১ হেক্টার	১ একক	১০ কুইন্টাল	—
১৯৫১	" "	২ "	২২ "	১২ কুইণ্টাল
১৯৫২	" "	৩ "	২৮ "	৬ "
১৯৫৩	" "	৪ "	৩২ "	৪ "
১৯৫৪	" "	৫ "	৩৪ "	২ "

কৃষকরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারে যে, একই জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ ক'রে উৎপাদন বাড়ান যায় না। তাহলে ত একই জমির উৎপাদন দ্বারা সমগ্র বিশ্বের চাহিদা মেটান সম্ভব হত। তবে এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না এমন নয়। জমির আয়তন বৃদ্ধি, পদ্ধতির উন্নতি, জমি চাষের জন্য শ্রম ও মূলধন পর্যাপ্ত না হলে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অবরোহ পদ্ধতিতে অর্থনীতির অন্যান্য সূত্র যেমন, ক্রমবর্ধমান ব্যয়বিধি (Law of Increasing cost), চাহিদার নিয়ম (Law of Demand), জনসংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Population), মূল্যতত্ত্ব প্রভৃতি সূত্রগুলিও প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করা চলে। এ পদ্ধতির অনেকগুলি বাস্তব সুবিধা লক্ষ্যনীয়। প্রথমতঃ, বিমূর্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর নিকট মূর্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, এর দ্বারা

শিক্ষার্থীর যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ হয়। ফলে তারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণে দক্ষ হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উপযোগী উপায়। এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য আরোহ ও অবরোহের সঙ্গে সম্পর্কিত গাণিতিক, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরিসংখ্যান প্রণালীর ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটিতে উক্ত প্রণালীগুলির ব্যবহার ফলপ্রসূ নয়। সুতরাং বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন অংশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতিকে পৃথক পৃথক সম্পর্কহীনরূপে বিবেচনা করা মোটেই উচিত নয়। শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসাবে উভয়ের যুগপৎ ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জন মার্শাল প্রদত্ত উপমাটি প্রণিধান যোগ্য। চলতে গেলে বাম ও ডান পা দুইটির কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না; তেমনি, শিক্ষার গতিশীলতার জন্য আরোহ ও অবরোহের যুগপৎ প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ।

সিদ্ধান্ত

[৭] **একক পদ্ধতি (Unit Procedure) : একক পদ্ধতির উদ্ভব ও বৃদ্ধি (Origin and development of unit procedure) :** শিক্ষণ প্রসঙ্গে আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একক পদ্ধতি সর্বাধুনিক। বহুকাল যাবৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু মুখস্থ করানর প্রবণতা নিয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হত। পাঠ্যপুস্তকই তখন শিক্ষালাভের একমাত্র সম্বলরূপে পরিগণিত হত। শিক্ষার্থীদের একমাত্র কর্ম ছিল পুঁথিগত বিষয়বস্তু মুখস্থ করা। বর্তমানে বিষয় শিক্ষণ প্রসঙ্গে বিষয়বস্তু, ঘটনা এবং তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবনের উদ্দেশ্য নিয়ে পঠন-পাঠন কার্য পরিচালিত হয়। অবশ্য কোন কোন শিক্ষক শুধু মুখস্থ করানর উদ্দেশ্য নিয়েও শিক্ষাদান কর্ম সমাপ্ত করেন। এরূপ শিক্ষা বাস্তবে শিক্ষা নামধেয় নয়। আবার আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক অনেক সময় বর্তমানে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত ক'রে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যার দ্বারা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। কি ক'রে বিষয় সংগঠন করতে হবে (How to arrange Course of study) সেই সমস্যাই এরূপ ব্যর্থতার মূল কারণ। বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিষয়

পাঠ্য বিষয়ের সাংগঠনিক গতি

সংগঠন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য সম্পর্কিত উপবিষয়গুলিও সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে পারে।

দেখা গেছে, দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে পঠন-পাঠনের দ্বারা বিষয় অনুধাবন সুস্পষ্ট হয়। কোন মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত অন্যান্য দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে পঠন-পাঠন করলে মূল বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব সুস্পষ্ট অনুধাবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল অনুষঙ্গ (Correlation) পদ্ধতিতে পাঠ দান করা (বিষয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচিত)। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল মূল বিষয়টিকে কয়েকটি একক (unit) এবং এককে কয়েকটি উপ-এককে (sub-unit) বিভক্ত ক'রে বিষয় সংগঠন করা। ঐককেন্দ্রিক প্রথায় (unitary system) বিষয় সংগঠন করতে পারলে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট অনেক বেশী সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ঐককেন্দ্রিক প্রথায় বিষয় সংগঠন

ঐককেন্দ্রিক বিষয় সংগঠনের পশ্চাতে জার্মানী গেষ্টাস্ট মনোবিজ্ঞানীদের সমগ্রতাবাদের প্রভাব বিদ্যমান। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক, মানসিক এবং দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিকতা অথবা সংহত এককগুলির দ্বারা একটা পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। এই মতাবাদ ঐককেন্দ্রিক পরিকল্পনা রচনার (Unitary Plan of organisation) বিশেষ অনুকূল। এই হিসাবে আমরা কোন মূল বিষয় বা কর্মকে কতকগুলি এককে বিভক্ত করতে পারি। প্রতিটি একক যেন মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে। এসব এককের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর কৌশল, অভ্যাস, অভিরুচি, প্রবণতা প্রভৃতি মিলেমিশে তার চিন্তা ও আচার-ব্যবহারকে নবতন পথে পরিচালিত করবে তখন তৈরী হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব। সমগ্রের একটা সম্পূর্ণ রূপ আছে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এই রূপ প্রকাশিত হয় না। এই সমগ্রতা তত্ত্বের উত্তর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে একক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূল বিষয়টি স্থিরীকৃত করে এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান হয়।

গেষ্টাল্ট মতবাদে সামগ্রিকতা

শিক্ষাক্ষেত্রে একক শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা কর্তারা স্ব-স্ব মতানুযায়ী এই একক শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করে অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সমাজবিদ্যার 'একক' শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে

মাইকেলীজ (*Michaclis*) বলেছেন[1] ইউনিট হল কতকগুলি সহজ, সরল অভিজ্ঞতার সযত্ন-বর্ধিত রূপমাত্র। বিশেষ বিষয়বস্তুর সঙ্গে এরা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং সমাজবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক।

একক পদ্ধতির স্বরূপ

পক্ষান্তরে, কুক (*Cook*), বেক (*Beck*) এবং কেয়ার্নি (*Kearney*) বলেন, অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক একক হল ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাবলী এবং ইহা শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে রূপায়িত। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বস্তুভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে কাজে লাগান হয়, যেন বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ধারার উদ্দেশ্যাবলীর প্রয়োগ সার্থক হয়।[2]

একক সম্পর্কে জেরোলিমেক (*Jarolimek*) বলেন,[3] একক হল শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু সংযোজনার উপায় মাত্র। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করে ও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয়বস্তুকে (Subject matter Content) বাস্তবে প্রয়োগ করে। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাদের আচার-আচরণ ও কৌশলকে এমনভাবে গড়ে তোলে যেন, তারা নতুন পরিবেশে নতুন সমস্যার সঙ্গে আরও সার্থকভাবে সঙ্গতি স্থাপন করতে পারে। একক পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ বসিং (*Bossing*) বলেছেন[4]—এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি পরস্পর

1. "A unit in the Social studies may be defined as a carefully developed series of childlike experiences, related to a particular topic and designed to contribute to the achievement of the purposes of the Social studies."

2. An experience unit is a cluster of educative experiences organised through pupil-teacher planning, placed with the functioning frame work of the child in his social and physical environment, in terms of the needs and purposes of the child and his society and utilizing to a great degree as possible, the useful recources of the material and cultural environment to the end that the democratically determined purposes of the Schools may be achieved."

3. "As a means of organising materials for instuctional purposes which utilises significant subject-matter content, involves pupils in learning activities through active perticipation intelletually and physically and modifies the pupil's behaviour to the extent that he is able to cope with new problems and situation more Competently."

4. "A Unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities, so developed as to achieve pupil purposes, provide significant educational experiences, and result in appropriate behavioral changes."

সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধারা অনুশীলন করতে হয় যার ফলে তার উদ্দেশ্যটি ভালভাবে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এর আচরণেরও যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃ যে-কোন ব্যাপক বিষয়ের আলোচনার সময় বিষয়টিকে কয়েকটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশগুলি মূল বিষয়ের এক একটি একক। এককগুলি সামগ্রিকভাবে মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

একক পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Unit Method) ঃ একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে করা হয়। পাঠ্য বিষয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার গুরুত্ব এখানে অধিক। এর ফলে শিক্ষার ফলশ্রুতি হ'ল ; প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা (Concept) ও রসানুভূতি (appreciation) লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নৈপুণ্য (skill) অর্জন করতে পারে। অবশেষে বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার উপর বিশেষ উপলব্ধি (understanding) এবং জ্ঞান (knowldge) অর্জন ক'রে শিক্ষার্থী পরম আনন্দ লাভ করে।

অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়

একক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে পাঠ-পরিকল্পনার পূর্বে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। একক পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল (১) পাঠক্রমের সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটি বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় ও বিশ্লেষণ করা হয়। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যটি পুঁথিগত ও অবাস্তব না হয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে। (২) প্রশ্নের উত্তরদান, অনুলিখন, সংক্ষিপ্তকরণ, আলোচনা ও বিতর্কে যোগদান, পাঠাগারের ব্যবহার, কর্মস্থল পরিদর্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীর যাবতীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টা ও আচরণ এই উদ্দেশ্য পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হবে। (৩) একক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা প্রয়োজন। (৪) মনে রাখা দরকার, একক পদ্ধতি একান্তই ছাত্রকেন্দ্রিক ও তার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। তাই এই পদ্ধতি শুধু পঠন-পাঠনমূলক নয়, আচরন ভিত্তিকও বটে। (৫) একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনার সময়

পাঠ পরিকল্পনার পূর্বে একক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণীয়

শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন কতখানি হল, কতখানি স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হল তার মূল্যায়ন সঙ্গে সঙ্গেই করা হয়।

সাধারণতঃ পাঠ-পরিকল্পনায় হার্বাটের পঞ্চ-সোপান অথবা তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক গৃহীত ত্রিসোপান নীতি গৃহীত হয়। প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনায় জ্ঞানের অখণ্ডতার উপর জোর দেওয়া হয়। জন ডিউইও তাঁর সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দেশ্যভিত্তিক জ্ঞানানুশীলনের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। এরূপ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ স্ব-স্ব চিন্তাধারায় জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার দিকে বিশেষ জোর দেন। একক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হেনরী সি. মরিশন (*Morrison*) বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনিই প্রথম এই নতুন পদ্ধতিকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের উপযোগী করে তার ব্যবহারিক বিধি প্রণয়ন করেন। ডাঃ মরিশনের মতে পাঠ পরিকল্পনায় (১) আবিষ্কার (Exploration), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) উপলব্ধি (Assimilation), (৪) সংগঠন (Organisation), এবং (৫) আবৃত্তি (Recitation)—এই পাঁচটি স্তর থাকবে।

পাঠ-পরিকল্পনা

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে একক পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ হায়ার সেকেণ্ডারী স্তরে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর জন্য অর্থনীতির পাঠক্রমকে ষোলটি অংশে বিভক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে পৌরবিজ্ঞানের পাঠক্রম উনিশটি অংশে বিভক্ত। তেমনি স্কুল ফাইন্যাল অর্থনীতিকেও সাতটি এবং পৌরবিজ্ঞানের বিষয়কে আটটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশ আবার কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত। পাঠ-পরিকল্পনার সময় সুবিধামত এই ইউনিট বা এককগুলিকে অনেকগুলি উপ-এককে বা সাব ইউনিটে বিভক্ত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, 'জন সংখ্যা' (population) একটি মূল বা প্রধান পাঠ্যবিষয়। এই প্রধান বিষয়কে তিনটি এককে বিভক্ত করা যায়; যথা, (১) জনসংখ্যাতত্ত্ব, (২) ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা এবং (৩) বেকারত্ব। প্রতিটি একককে আবার কয়েকটি উপ-এককে ভাগ করা যায়। যেমন—তৃতীয় একক বেকারত্বকে (ক) বেকার সমস্যা, (খ) বিভিন্ন ধরণের বেকারত্ব, (গ) ভারতে শ্রমের যোগান,, (ঘ) ভারতীয় শ্রমিক, (ঙ) ভারতের বেকার সমস্যা, (চ) এই সমস্যা সমাধানের উপায় প্রভৃতি উপ-এককে ভাগ করা যায়।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে এককের দৃষ্টান্ত

অনুরূপভাবে পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'নাগরিক' (The Citizen) শীর্ষক অধ্যায়কে আমরা তিনটি এককে ভাগ করে নিতে পারি, যেমন, (১) নাগরিকতা (Citizenship), (২) সুনাগরিকতা (Good citizen ship) এবং (৩) নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য (Rights & Duties of Citizens)। প্রতিটি এককে পুনরায় উপ-এককে ভাগ করা যায়। যেমন, প্রথম একক 'নাগরিকতা'কে (ক) নাগরিক, (খ) স্বজাতীয় ও প্রজা, (গ) নাগরিক ও বিদেশী, (ঘ) নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, (ঙ) নাগরিকতার বিলোপ প্রভৃতি উপ-অংশে বিভক্ত ক'রে একক নির্ধারক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠ পরিচালনা করা যায়। পরিকল্পনা প্রনয়ণের সময় এককের বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করা ও তদানুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ একক পদ্ধতির সার্থকতার জন্য শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও কৌশলাদি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্যথায় এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ও আধুনিকত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্বাচীন বলে প্রমাণিত হবে।

একক পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of the unit Method): প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, দক্ষতা, গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মতবাদের বিকাশ সাধনে একক পদ্ধতির উপযোগীতা সর্ববাদী সম্মত। পক্ষান্তরে, একক পরিকল্পনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সমালোচনার শক্তি। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরমত সহিষ্ণুতা, কর্মে দায়িত্বশীলতা, আলোচনা, শ্রবণ, যথাযথ মতাবাদ প্রকাশ এবং পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনিবার্যভাবে সহায়তা করে। জারলিমেক[1] (*Jarolimek*)-এর কথায় বলা যায়, জ্ঞানের প্রসার এবং কৌশল, সামর্থ্য তথা অভিরুচির সুষ্ঠু বিকাশ—এসবই সার্থক একক নির্ধারক পদ্ধতির সুফল মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, একক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সংগঠন করার সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে তার দ্বারা তারা বহু বিষয় বহুকাল স্মরণ রাখতে পারে। কারণ বিষয় সংগঠনের সময় বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে সুস্পষ্ট রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

---

1. "The extension of knowledge and the development of skills, abilities and attitudes are all possible outcomes of good units."

তৃতীয়তঃ, একক পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষ। শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনুসারে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে পারে। এর ফলে স্বল্প মেধা শিক্ষার্থীও শিক্ষলাভে বঞ্চিত হয় না।

চতুর্থতঃ, একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চাহিদা প্রাধান্য লাভ করে। ব্যক্তি ভিত্তিক ভিন্নতা অনুসারে একক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা, কর্মাবলী ও সুযোগ প্রদান করে; যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত।

পঞ্চমতঃ, একক পদ্ধতিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় বিষয়ের সামগ্রিকতার উপর ভিত্তি করে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা মূল বা প্রধান বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককের বা তার অংশের সহজ থেকে কঠিন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করতে পারে। ফলে শিক্ষাকর্ম হয়ে ওঠে গতিশীল ও হৃদয় গ্রাহী।

[৮] সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি (Socialised Recitation Method)ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণীকক্ষের ন্যায় পাঠক্রমের মধ্যে সমাজ চেতনার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। ফলে এই পদ্ধতির মধ্যেও সমষ্টিগত বা সামাজিক প্রেরণা ক্রমশঃ প্রধান অংশ গ্রহণ করছে। কার্যতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অন্যতম নীতি হিসেবে গৃহীত হতে চলেছে।

সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব

ভারতে একসময় সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আমাদের পরস্পরকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখত। তখন দেখা যেত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র পৈতৃক পেশা গ্রহণ করত। পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই সমাজ জীবনে সে প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করত। সামাজিক জীবন যাত্রায় তার এই পেশাগত কাজ কখনও অবহেলিত হত না। শিক্ষা তখন সামাজিক ও পারিবারিক পেশার অনুগত ছিল। বর্তমান শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক পেশা থেকে সকলকেই বিচ্যুত করে বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করছে; ফলে সমষ্টিগত ভাবধারায় শিক্ষার্থীর মন উদ্বুদ্ধ হয় না। অবশ্য ইংরেজ শাসনের পূর্ব-পর্যন্ত এরূপ শিক্ষাই সমাজের দৃঢ় বন্ধনকে রক্ষা করেছিল কিন্তু ইংরেজ

ভারতীয় সমাজ ও পদ্ধতির অতীত ধারা

আমলে প্রবর্তিত নয়া শিক্ষা সমাজীকরণের কোন মূল্য দেয়নি বরং স্ব-স্ব প্রাধান্য ও পার্থক্য বিস্তারই ছিল সেই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে শিল্পভিত্তিক সমাজে বিদ্যালয়ই সামাজিক শিক্ষার অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং শিক্ষাধারার মধ্যে যদি সামাজিক চেতনা আনা যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা পরিণত বয়সে স্বীয় সমাজকে আপন করে নিতে পারবে। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার্থীকে যদি সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে বাস্তব সমস্যা বিজড়িত সমাজে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবে এবং সুনাগরিক হয়ে অপরাপর নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বিরত হবে না। সমাজচেতনা জাগাবার জন্য সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি প্রয়োগের দিকে আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সকলেই আজ স্বীকার করেন যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা যত সমাজমুখী হবে শিক্ষা ততই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রগতিশীল হবে।

এই পদ্ধতির আধুনিক চাহিদা

সমাজীকৃত পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of Socialised Recitation Method): সমাজীকৃত পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন রীতির প্রচলন আছে। পুরাতন রীতি অনুসারে মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। এই রীতিকে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি বলা যায়। কোন সমস্যা-মূলক প্রশ্ন থাকলে সরাসরি পুস্তক থেকে উত্তর সংগ্রহ করা যায় না। তখন শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যান্য উপকরণাদি থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। এই প্রথার প্রধান অসুবিধা হল, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় মুখস্থ করা বিষয়বস্তু বলার চেষ্টা করে। ফলে বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম না করেও অনেকে মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারে। এর ফলে মৌলিক চিন্তা বিকাশের কোন সুযোগ থাকে না। অথচ প্রকৃত সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতিতে সমষ্টিগত চিন্তার বিকাশ হয়; শ্রেণীকক্ষ পরিণত হয় গতিশীল সমষ্টিগত জীবনধারার কেন্দ্ররূপে। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, কেউ পশ্চাৎপদ বা হতাশ হয় না।

প্রকৃত সমষ্টিগত শিক্ষা পদ্ধতির বিবিধ রূপ বা প্রকার ভেদ থাকে। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতি কোন সভা অনুষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। সভার কতকগুলি কার্যসূচী থাকে; সেই সূচী সম্পর্কে সভ্যরা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করতে পারে এবং

পারস্পরিক মতামতকে যাচাই ও বাছাই করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। সভা মাধ্যমে এরূপ আলোচনায় শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যই অংশ গ্রহণ করবে এবং শিক্ষক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, বিশুদ্ধ সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতিকে নির্বাচন করে লোকসভার রীতিতে (a Parliamentary procedure) সভা পরিচালনা করতে পারে। সভাকক্ষে না থেকে শিক্ষককে অন্তরালে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এতে শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দল সৃষ্টি ও পরে সভার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। সুতরাং সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান ক'রে সভা পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও ভাষা প্রকাশে অসুবিধা দেখা দিলেও, পরে শিক্ষার্থীদের মন সরল, সহজ মুক্ত অথচ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়।

প্রথম রীতির স্বরূপ

দ্বিতীয় রীতির স্বরূপ

কোন কোন শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির অন্যতমরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (Institutionalised) প্রথার উল্লেখ করেছেন।[1] এরূপক্ষেত্রে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি বয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ পৌরবিজ্ঞানের কোন শ্রেণীকে একটি পৌরপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পৌরপিতার কাজ করে। শ্রেণীকক্ষে আয়োজিত পৌরসভায় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সভায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা, কর ও শুল্কনীতি এবং পরিশাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনা করতে পারে। পৌরসভার জন্য তৈরী কর্মসূচী শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে সভা পরিচালনার সময় নেতাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলির বিবরন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ থাকাও অত্যাবশ্যক। কারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরী পৃথক পৃথক বিবরন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রয়োজন

1. Teaching the Social Studies in Secondary Schools.—
Bining & Bining, Page : 131

হবে। তবে বলা বাহুল্য, সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতা ও কৌশল সার্থক শিক্ষাদানের একমাত্র উপায়।

সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Socialised Recitation Method): সমাজীকৃত শিক্ষাপদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে নিম্নলিখিত ফলশ্রুতি লাভ করা যায়:

(ক) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা। সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীমাত্রই সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে।

(খ) এই পদ্ধতি নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে।

(গ) শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পড়াশুনা করে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ফলে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ সে পায়।

(ঘ) অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর আলোচনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা এবং দক্ষতা বিকশিত হয়।

(ঙ) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, কর্ম-সম্পাদন, সংগঠন ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

(চ) স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পড়াশুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সংযম লাভ করে। ফলে, উন্নত স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবরাশির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সহায়তায় স্বল্পমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্ততঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুমধুর হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সহানুভূতিশীল বন্ধু, যোগ্য পরিচালক ও বিজ্ঞ দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

সমজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতির ত্রুটি (Demerits of the Socialised Recitation Method): প্রথমতঃ, অনেক পদ্ধতিবিদ শিক্ষক সমাজীকৃত পদ্ধতিকে শ্রেণীশিক্ষার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সীমিত সময়ের অপব্যবহার হয়। বিষয়ভারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জর্জরিত। তাদের কর্মসূচীতে সময়ের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যে, তারা প্রতিটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মেধাবী কয়েকটি ছাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রভাব বিস্তার করে,

সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ফলে পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কালক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সময় সময় যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে শিক্ষকের আদেশ পালনে বাধ্য থাকে। এরূপ শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ ঘটতে পারে না। সুতরাং এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অতি নিপুণতার সহিত শিক্ষকের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট থাকা সত্বেও, এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

(ক) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয় থাকে যে-গুলির গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। তাছাড়া, বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মতামতের মুল্য দেওয়াও যুক্তিযুক্ত।

(খ) আলোচনা কক্ষে বসবার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন সকল স্তরের শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

(গ) শিক্ষর্থীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা যাতে শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত করতে না পারে সে দিকে নজর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, যেন শিক্ষার্থীরা সংযত হয়ে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। ছাত্রের বয়স, কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের উপর শিক্ষকের শাসন নির্ভর করে। অল্প বয়স্ক ছাত্র বিশেষ করে যাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ তেমন জাগ্রত হয়নি তাদের প্রতি শিক্ষককে অধিক সাবধান হতে হবে।

(ঘ) পাঠ-পরিচালনা এমন হবে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করা, প্রতি দলের দলপতি নির্বাচন ক'রে একদিকে যেমন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি সকল দলকেই এক একটা বিষয় আলোচনায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(চ) আলোচনা পরিচালন ব্যাপারে শিক্ষককে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

(১) বিষয়বস্তুর আলোচনা যেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

(২) আলোচনা যেন ব্যক্তিকে আঘাত না করে, বিষয়গত উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত হয়।

(৩) আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করার জন্য শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সাহায্য লাভ করতে পারে।

(৪) সিদ্ধান্তে পৌছানর প্রাক্কালে সমস্ত শিক্ষার্থীরা যেন বিষয়গত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

(৫) শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা দ্বারা লাভবান হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কোন পদ্ধতি একক ভাবে যথেষ্ট উপযোগী নয়। পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট—সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করা দুরূহ। পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পরিচালন ক্ষমতা এবং বিষয় বস্তু সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের উপর। সুদক্ষ শিক্ষক কখনও একটা পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন না। প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষাকে জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও মুখর করে তুলতে পারেন।

কোন একটি পদ্ধতিই পূর্ণাঙ্গ নয়। উপযুক্ত পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি, যে পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রেরণা সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর মনে আত্মসক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতা সৃষ্টি করে, নিজস্ব চিন্তাধারা গঠন করে এবং শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা ও সমাজীকরণের পথে পরিচালিত করে আর শিক্ষাকে গতিশীল ও বাস্তবধর্মী করে তোলে।

শিক্ষক হলেন প্রভু আর পদ্ধতি তাঁর সেবক (servant) মাত্র। শিক্ষকের প্রয়োজনে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ হবে তখনই যখন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ ও কর্মপ্রেরণা জাগবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এক কথায়, শিক্ষার্থীর জীবনে অভিপ্রেত শারীরিক ও মানসিক গুণ ও কৌশলাদির বিকাশ সাধন হল সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ।

[৯] সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Interview and Questionaire Method) : বাস্তব জীবনে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে শিক্ষার্থীকে তৈরী করিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। বাস্তব পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষকে ভীতি-বিহ্বল করে তোলে। অজানা সঙ্কটের কল্পনাতে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। শিশুকাল থেকে যদি শিক্ষার্থীকে নানা সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য করা যায়, তবে সে অজ্ঞাত ভাবী সঙ্কটের সম্মুখীন

হবার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে পারে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক রীতিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সাক্ষাৎকারের জন্যে তৈরী হতে হয়। ফলে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে শিক্ষকের তৈরী পরিবেশে শিক্ষার্থীকে উপস্থিত হতে হয়। তাকে শিক্ষকের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।[1] এর জন্যে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন বিষয়বস্তু (subject matter) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, অন্যদিকে তেমনি সঙ্কোচ কাটিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানুষ হিসেবে এই মানসিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা যুক্তিযুক্ত ঃ

প্রথমতঃ, পাঠ্যবিষয়ে কোন 'একক' সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ ও তার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্নাবলী রচনা করবেন যেন ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর পরিচয় থাকে।

তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময় শিক্ষার্থীরা পরপর সাক্ষাৎ ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দিষ্ট কক্ষে তাঁর সম্মুখে হাজির হবে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেককে সব-কটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সময় সীমার পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কিছুই জানতে পারবে না। ফলে নির্দিষ্ট একক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য সকলেই চেষ্টা করবে।

পঞ্চমতঃ, সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়নের নিমিত্ত তালিকা (Record) রাখা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বার্ষিক কৃতকার্যতা বিচারে এই তালিকা হবে অপরিহার্য সোপান।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অনস্বীকার্য উপায়। শ্রেণীকক্ষে আলোচনা, গ্রন্থানুসরণ প্রভৃতি পদ্ধতিতে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তার ফল একটু অন্যরূপ। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনে অন্য শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে অথবা একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর চাইতে উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত

1. মূল্যায়ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য

হয়। অন্যদিকে, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে—ভয়, সঙ্কোচ, সংকট কাটিয়ে ওঠার অদম্য চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে স্ব-স্ব ভাব প্রকাশের বিশেষ গুন লাভ করতে পারে।

[১০] **প্রয়োগশালা পদ্ধতি (Laboratory Method) : প্রয়োগশালা পদ্ধতি কি ? (What is Laboratory Methods ?)** ব্যক্তিগত পাঠনা বা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে গৃহীত। এই শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন, সামর্থ্য, আচার-আচরণ ও অভিরুচি অনুসারে শিক্ষাদানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপায় স্বরূপ প্রয়োগশালা পদ্ধতি বিশেষভাবে সমাদৃত।

প্রয়োগশালা পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান। তবে সর্বপ্রকার রূপের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুসারে শিক্ষালাভে সুযোগ সৃষ্টি করা। ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan) প্রয়োগশালা পদ্ধতির অন্যতম রূপ। মিস হেলেন পার্কহার্স্ট (*Miss Helen Park hurst*) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ডাল্টন সহরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করেন।

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় হল শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীগণকে এক বা একাধিক মাসের কাজ (assigument) নির্দিষ্ট করে দেন এবং শিক্ষার্থীগণকে স্বধীনভাবে স্বচেষ্টায় তা শিক্ষা করতে বলা হয়। এর জন্য সমগ্র বিদ্যালয়টিকে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রয়োগশালার প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষে বিষয় শিক্ষার উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা, শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। পাঠ পরিচালনার জন্য কোন সময়-তালিকা (Time-table) থাকে না। শিক্ষার্থী নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা এই শ্রেণীকক্ষে (প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত) পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম ও পাঠোন্নতি (Progress) অনুসারে শিক্ষক রেখাচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পৃথকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে না। শিক্ষক থাকেন কক্ষান্তরে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন। তবে তাঁকে শিক্ষার্থীর সাহায্যার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

ডাল্টন পরিকল্পনার দোষ-গুণ (Merits & demerits of Dalton Plan) : **গুণ** (Merits)—(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বকীয় গতিতে স্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

(খ) প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত শ্রেণী কক্ষগুলি বিষয় শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে।

(গ) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থী দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ পায়।

(ঙ) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (Graph) লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহী হয়।

দোষ (Demerits) : সুবিধা অনেকগুলি থাকলেও ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার সর্বাপেক্ষ প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার একটা মৌল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলা। এইপদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও অনগ্রসর ও সাধারণ শিক্ষার্থীর নিকট ততটুকু উপযোগী নয়।

তৃতীয়তঃ, সময় তালিকার অভাব থাকায় বিদ্যালয়ে সহজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়তে, বুঝতে ও লিখতে শেখে কিন্তু শুনে অনুধাবন করা এবং মুখে ব্যক্ত করার অভ্যাস থেকে এরা বঞ্চিত হয়।

পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতি বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত এক ঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, ডাল্টন পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও সময় স্বাপেক্ষ। তাই আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্যে এরূপ পদ্ধতি প্রচলন করার চিন্তা স্বপ্নমাত্র।

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা (Modified Dalton Plan) : মূল ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি সংশোধন করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে এই পরিকল্পনা স্থানীয় প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করা চলতে পারে। শ্রেণী পাঠনার পরিপূরক হিসাবে এই পরিকল্পনার প্রয়োগ যথেষ্ট উপযোগী। শিক্ষাবর্ষের কিছুকাল শ্রেণী পাঠনা ও বাকি অংশটুকু ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনাকে ব্যবহার করা চলে। সংশোধিত পরিকল্পনার সময় তালিকা থাকবে এবং সেই অনুসারে বিদ্যালয়ে ঘণ্টাও বাজবে। নীরব দর্শক না হয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগী, বন্ধু ও দার্শনিক হতে হবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রগতির পরিমাপের জন্য রেখাচিত্র ছাড়াও পৃথক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে মূল ডাল্টন পরিকল্পনাকে সংশোধন করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করলে শিক্ষাদান সার্থক হবে বলে মনে হয়।

প্রয়োগশালার জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী (Essential Components of the Laboratory): (i) চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর বসবার উপযোগী কক্ষ ;

(ii) বড় বড় দুখানা ব্লাক বোর্ড—একখানা দেওয়াল সংলগ্ন ও অন্যখানা কাষ্ঠ নির্মিত বিরাটাকার বোর্ড এবং একখানা গ্রাফ বোর্ড ;

(iii) আলমারী বা দেওয়াল সংলগ্ন তাকে থাকবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সহপাঠ্যপুস্তক (reference books), অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, অভিধান এবং সমাজবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ (Encyclopaedia of Social Sciencees);

(iv) বুলেটিন বোর্ড ;

(v) স্লাইড, ফিল্ম, পর্দা ও প্রজেক্টর, রেডিও ;

(vi) চার্টস, মানচিত্রাদি, নিদর্শন, বিভিন্ন চিত্র, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি হল প্রয়োগশালার নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

[১১] অবেক্ষণ পাঠচর্চা (Supervised Study): অবেক্ষণ পাঠচর্চা কি ? (What is Supervised Study ?): অবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রয়োগশালা পদ্ধতি অন্য একটি রূপ। প্রয়োগশালায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে ; এরূপ পাঠপরিচালনাকে অবেক্ষণ বা তদারকী বিদ্যাভ্যাস বলা হয়। ব্যক্তিগত পাঠনার প্রকৃষ্ট উপায় হল এই তদারকী পাঠচর্চা। আর্থার বাইনিং (*Arther C. Bining*) এবং ডেভিড বাইনিং (*David H. Bining*) বলেন, তদারকী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা আমরা বুঝি যে, শিক্ষার্থীরা তাদের টেবিল বা ডেস্কে শিক্ষাকর্মে রত থাকলে শিক্ষক উক্ত কাজের তদারক করবেন। এরূপ পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক পূর্বেই

শিক্ষার্থীদের কর্মসূচী তৈরী করে দেন। সেই অনুসারে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাভ্যাস করতে থাকে। কোন জটিল বা কঠিন সমস্যায় শিক্ষক তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। ফলে, কর্মরত শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে শিক্ষককে ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান করতে হয়; তাদের পাঠচর্চা বা নির্দিষ্ট কর্ম ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না লক্ষ্য রাখতে হয়। সঠিক উপায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষককে সদা সজাগ থাকতে হয়। ম্যাক্সওয়েল (*Maxwell*) এবং কিলজার (*Kilzer*) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে অবেক্ষণ পাঠ-পরিচালনা হল শিক্ষার্থীর নীরব পাঠ আর বীক্ষণাগারে অনুশীলনাদির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও ফলপ্রসূ নির্দেশ।[1]

এই অবেক্ষণ পাঠচর্চা বা তদারকী পদ্ধতি অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের প্রয়োগশালা (Laboratory) ভিন্ন অন্য কোথাও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এরূপ কক্ষে থাকবে শিক্ষার্থীদের বসবার চেয়ার ও কাজ করার টেবিল। কক্ষের একাংশে থাকবে পাঠাগার, এই পাঠাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাচর্চার সুযোগ পাবে। শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পাঠক্রম হিসাবে নির্দিষ্ট করতে অথবা একটি মূল বিষয়কে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে এক একটি দলের উপর এক একটি অংশের সমাধানের ভার অর্পণ করতে পারেন। কেননা, পরে সকল দলের কার্যাবলীকে একত্রে পর্যালোচনা করবার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ অথবা প্রয়োগশালা থাকলেই এরূপ পাঠ পরিচালনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

অবেক্ষণ পাঠচর্চার উপযোগিতা (Utility of Supervised Study) : তদারকী পাঠ-পরিচালনা শিক্ষাদানের এক অপূর্ব কৌশল বা রীতি (device)। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠনায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ নিম্নরূপ সুফল আশা করা যায়ঃ

(ক) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা অতি পরিচিত, সর্বজনবিদিত গ্রন্থানুযায়ী পদ্ধতি, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি পদ্ধতির একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে।

1, "Supervised Study is the effective direction and oversight of the silent study and laboratory activities of pupils."

(খ) শিক্ষক এই রীতিতে বহুলাংশে প্রকল্প, সমস্যা, ইউনিট প্রভৃতি পদ্ধতির সামগ্রিক প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও কর্ম প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষকের তদারকী যুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ পাঠচর্চার পথ সুগম হয়ে ওঠে।

(গ) এই পদ্ধতি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অতি সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। ফলে তিনি শিক্ষার্থীর অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, মন-মেজাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং সেইভাবে শিক্ষার্থীর বিদ্যাভ্যাসে নির্দেশ দিতে সক্ষম হন।

(ঘ) এই প্রণালীতে শিক্ষক ব্যক্তি বৈষম্য নীতি অনুসারে পাঠ-পরিচালনা করতে পারেন। ফলে স্বল্পমেধা, পিছিয়ে পড়া (backward) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের সহায়তায় উন্নত মেধা (talented) শিক্ষার্থীদের মত পাঠগ্রহণে ও ব্যক্তিগত গুনবিকাশে সমর্থ হয়। শিক্ষকও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে তার মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন। নিরাশা, হতাশা ইত্যাদি অনেক ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে পাঠ পরিত্যাগ করতে বা কু-কর্মে লিপ্ত করতে প্ররোচিত করে। অথচ তদারকী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক এই সব শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হন।

(ঙ) প্রয়োগশালায় পাঠরত শিক্ষার্থীরা বাধা বিঘ্ন বা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন হয়। শিক্ষক সে সাহায্য নিজেই করতে পারেন বা অগ্রসর ছাত্রকে (advanced student) তার বন্ধুর সাহায্যার্থে নির্দেশ দিতে পারেন। এভাবেই শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ক'রে পারস্পরিক সুবিধা অসুবিধার কথা অনুভব করতে পারে। সহানুভূতিমূলক গুণবিকাশে এই তদারকী প্রথা যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

(চ) তদারকী পাঠচর্চায় শিক্ষার্থী পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত হয়। এর দ্বারা তারা এমন দক্ষতা অর্জন করে যে, বিষয়বস্তুর কোন্ অংশ কোথায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কোন্ পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা নির্বাচন করা তাদের কাছে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

(ছ) তদারকী পাঠাভ্যাস শিক্ষার্থীকে অধিক চিন্তাশীল, সমালোচক ও সুষ্ঠু নির্বাচনক্ষম করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় অভ্যাস, ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রভৃতি গুণার্জন ক'রে নিজেদেরকে

বাস্তব জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তোলে। শিক্ষার্থীরা যে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন, নির্বাচন ও প্রয়োগে দক্ষ হয়ে যথার্থ যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে শেখে।

(জ) তদারকী পাঠ-পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। তারা পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে। ফলে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার সুস্পষ্টতায় সম্পর্ক যেমন মধুর হয়, তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রভাবে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আর শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও সুন্দর। শিক্ষক তাঁর সাফল্যের প্রতিদানে পেয়ে থাকেন অনাবিল আনন্দ, সেবা ও ত্যাগের প্রেরণা। এগুলিই সুশিক্ষকের প্রকৃত প্রাপ্য।

অবেক্ষণ পাঠচর্চার ত্রুটি ও তার সংশোধন (Demerits of Supervised study and how to eliminate them) ঃ তদারকী পাঠচর্চার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি ত্রুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, অনেকে বলেন, এই প্রণালী স্বল্পমেধা ও অনগ্রসর ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হলেও তাদের উন্নতি লাভের পক্ষে এ পদ্ধতি খুব সহায়ক নয়। কিন্তু অগ্রসর ছাত্রদের জন্য পৃথক কর্মসূচী নির্ধারণ করলে এই ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন, এই কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ। আমাদের দেশের অর্থ সঙ্কট শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। জনসাধারণ ও সরকারের যুগ্ম চেষ্টা ব্যতীত এ বাধা দূর হতে পারে না। এ বাধা প্রথা বা কৌশলের নিজস্ব ত্রুট নয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য পৃথক প্রয়োগশালার ব্যবস্থা থাকলে ধীরে ধীরে তাকে সুসজ্জিত করা সম্ভব হবে। সরকার ও জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এই ব্যয় বাহুল্য আর ত্রুট হিসেবে গণ্য হবে না। এই প্রণালী প্রয়োগে সময় যথেষ্ট লাগলেও উপযোগিতা যখন আছে তখন শ্রেণী পাঠনার পরিপূরক রূপে পাঠ্যসূচীর কিছু অংশ তদারকী পাঠচর্চার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত।

ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব খানিকটা সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর থাকলেও শিক্ষকের যোগ্যতা এই ত্রুটি অনেকখানি দূর করতে পারে। এজন্য শিক্ষককে হতে হবে কৌশলী ও দক্ষ পরিচালক। সময় ও সুযোগ অনুসারে কৌশল প্রয়োগ করলে তিনি নিজে, ছাত্র-সমাজ এবং দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত

হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা পুনর্গঠনের সব কিছু নির্ভর করছে সুশিক্ষণের উপর। সরকার ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় শিক্ষকই আনতে পারেন শিক্ষায় সজীবতা, শৃঙ্খলা ও সার্থকতা।

[১২] আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method): আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের তাৎপর্য হল শিক্ষক শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করাবেন। শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থী পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। তাই শিক্ষাদানের এই প্রণালীকে আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method) বলা হয়।

আবিষ্কার পদ্ধতি কাকে বলে?

ব্যক্তিভিত্তিক পাঠনার বা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে বিকাশ বা বহিঃপ্রকাশ করা। বস্তুতঃ এটাই বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্য, অভিরুচি ও প্রবণতা আপন গতিতে বিকাশিত ও বর্ধিত হয়। আবিষ্কার পদ্ধতি তাই ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত উপায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় অজানাকে জানবে, অচেনাকে চিনবে এবং অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ্ রাইবার্ণের কথা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় তাদের পথের সন্ধান করে এবং সব ব্যাপারে অগ্রণী হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই হল জ্ঞানার্জনের মৌল ভিত্তি। আপন প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থী অগ্রগামী হয়ে নতুন জ্ঞানের সন্ধান করে। তাই জ্ঞানলাভে উৎসুক অনগ্রসর শিক্ষার্থীরাও কর্মচঞ্চল, স্বাধীন শ্রমশীল হয়ে ওঠে। অধ্যাপক জন ডিউই বলেন, "চিন্তার বিপরীত দিক হল জড়তা। এই জড়তা শুধু অকৃতকার্যতার লক্ষণ নয়, এটি বিচার শক্তি ও অনুধাবণের ক্ষমতাকে পঙ্গু করে, উৎসুক্যকে খর্ব করে, মনকে নির্বিকার এবং জ্ঞানলাভের কর্মকে নিরানন্দময় করে।" তাই শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মমুখর হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য।

এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

অবিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ (Applications of Heuristic Method): বহুদিন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত ছিল। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং সর্বপ্রথম বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা

সহজসাধ্য। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান গণিতশাস্ত্র, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে আবিষ্কার প্রক্রিয়া বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন প্রকার বাজার দর নির্ণয়, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, যোগান ও চাহিদার নিয়ম, সরকারের করনীতি, পরিকল্পনার কার্যাবলী, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রভৃতি পঠন-পাঠনের সময় এই আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

আবিষ্কার পদ্ধতি সকল প্রকার পদ্ধতির সারমর্ম (Essence of all Methods) হিসাবে অভিহিত হয়। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি শিক্ষাদানে উপযোগী নয়। বহু পদ্ধতির সংহতিবিধান করে প্রয়োজন মত প্রয়োগ করাই সার্থক শিক্ষণের অন্যতম উপায়। এদিক থেকে বিচার করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের সময় আবিষ্কার পদ্ধতির বিবিধ রূপ প্রয়োগ করা চলে। প্রথমতঃ, তত্ত্বাবধান মূলক পাঠচর্চার সময় আমরা আবিষ্কার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারি।

পদ্ধতির স্বরূপ

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োগশালা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় এই আবিষ্কার প্রক্রিয়া বিশেষ ফলদায়ক। প্রয়োগশালায় শিক্ষার্থীরা নতুন বিষয় পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতিতে অগ্রসর হলেও আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কতকগুলি পরিসংখ্যান ও তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌছান অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে তার সত্যতা বিচার করার সময় এই আবিষ্কার প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যায়।

আবিষ্কার পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Heuristic Method) :

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও কর্মচঞ্চলতার যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এর ফলে তাদের চিন্তা, মনন ও উদ্ভাবনী শক্তি জাগরিত হয়।

(খ) এই পদ্ধতি ব্যক্তিভিত্তিক; তাই বিজ্ঞানসম্মতও বটে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ধারণা, অভিরুচি ও প্রবণতা—আপন গতিতে বিকশিত হয় এবং শিক্ষাকে সজীব ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

(গ) এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ ও পরামর্শ দান করতে পারেন। সান্নিধ্যের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে।

(ঘ) বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই শিক্ষার্থীরাই সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি পর্যায়ের বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই এই বয়সে আবিষ্কার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বহু গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

অবিষ্কার পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Heuristic Method) : (ক) আবিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ সময় সাপেক্ষ। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্ধারিত কোর্স শেষ করা সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(খ) এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যথোপোযুক্ত লাইব্রেরী, পাঠাগার, প্রয়োগশালা এবং যথেষ্ট শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদির প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি এসব পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী কক্ষ, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারে না।

(গ) আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত কৌশলী উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পদ্ধতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে সাধারণ শিক্ষকরা ভুলে যান যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারক গবেষক (Research Scholar) নয়; অথচ তাদেরকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় নামিয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। এই পদ্ধতির সাফল্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়ের সমাজীকরণ

(Socialisation of the Subject)

১। সমাজ ও বিষয়ের সম্পর্ক (Relationship between Society and the Su' ject) :

এই পৃথিবীতে কবে মানুষের জন্ম হয়েছে তার সঠিক সংবাদ ইতিহাস বলতে পারে না। মানুষের সমাজই বা কবে সৃষ্টি হয়েছে সাল-তারিখের দ্বারা তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে মানব-সভ্যতার যে আদিমতম ইতিহাসের সংবাদ আমরা জানি তাতে দেখা যায়, আসঙ্গ লিপ্সা এবং বেঁচে থাকার তাগিদ মানুষের এই সমাজ সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। মানুষকে তার আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে একত্র হতে হয়েছে, কেননা সভ্যতার প্রথম স্তরে দেখা যায় প্রকৃতি আর মানুষের দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির নিয়ম তখন মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাই প্রকৃতি ছিল সেদিন রহস্যময়ী ও ভয়ংকর। কিন্তু পরবর্তী স্তরে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে—প্রকৃতি আজ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু। সে যা'হোক, মানুষের আদিমতম সঙ্গ চেতনা বা আসঙ্গ লিপ্সার (Grageriousness) পরিণতিই হল সমাজ। প্রাচীন আরণ্যক সমাজ থেকে সুরু করে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ সেই একই সঙ্গ চেতনার বহুমুখী প্রকাশ। প্রথম পরিবার, তারপর গোষ্ঠী—গোষ্ঠী থেকে সমাজ এক বিবর্তনের ধারায় মানব ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রাথমিক স্তরে সমাজ সংগঠন

সামাজিক বন্ধনের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা প্রথমে দেখতে পাই, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন মেটানর তাগিদ। আদিম স্তরে এই প্রয়োজন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। খাদ্য-সংগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া ছিল সেদিনের বড় কথা। গতিশীল সমাজে এই সামান্যতম প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়তে থাকলো। মানুষের অভাব হল অনন্ত, আর প্রয়োজন হল সীমাহীন।

সমাজ সংগঠনের মৌলিকত্ব

(গ) এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ ও পরামর্শ দান করতে পারেন। সান্নিধ্যের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে।

(ঘ) বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই শিক্ষার্থীরাই সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি পর্যায়ের বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই এই বয়সে আবিষ্কার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বহু গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

অবিষ্কার পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Heuristic Method) : (ক) আবিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ সময় সাপেক্ষ। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্ধারিত কোর্স শেষ করা সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(খ) এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যথোপোযুক্ত লাইব্রেরী, পাঠাগার, প্রয়োগশালা এবং যথেষ্ট শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদির প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি এসব পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী কক্ষ, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারে না।

(গ) আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত কৌশলী উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পদ্ধতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে সাধারণ শিক্ষকরা ভুলে যান যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারক গবেষক (Research Scholar) নয়; অথচ তাদেরকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় নামিয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। এই পদ্ধতির সাফল্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়ের সমাজীকরণ

(Socialisation of the Subject)

১। সমাজ ও বিষয়ের সম্পর্ক (Relationship between Society and the Su' ject) :

এই পৃথিবীতে কবে মানুষের জন্ম হয়েছে তার সঠিক সংবাদ ইতিহাস বলতে পারে না। মানুষের সমাজই বা কবে সৃষ্টি হয়েছে সাল-তারিখের দ্বারা তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে মানব-সভ্যতার যে আদিমতম ইতিহাসের সংবাদ আমরা জানি তাতে দেখা যায়, আসঙ্গ লিপ্সা এবং বেঁচে থাকার তাগিদ মানুষের এই সমাজ সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। মানুষকে তার আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে একত্র হতে হয়েছে, কেননা সভ্যতার প্রথম স্তরে দেখা যায় প্রকৃতি আর মানুষের দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির নিয়ম তখন মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাই প্রকৃতি ছিল সেদিন রহস্যময়ী ও ভয়ংকর। কিন্তু পরবর্তী স্তরে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে—প্রকৃতি আজ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু। সে যা'হোক, মানুষের আদিমতম সঙ্গ চেতনা বা আসঙ্গ লিপ্সার (Grageriousness) পরিণতিই হল সমাজ। প্রাচীন আরণ্যক সমাজ থেকে সুরু করে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ সেই একই সঙ্গ চেতনার বহুমুখী প্রকাশ। প্রথম পরিবার, তারপর গোষ্ঠী—গোষ্ঠী থেকে সমাজ এক বিবর্তনের ধারায় মানব ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রাথমিক স্তরে সমাজ সংগঠন

সামাজিক বন্ধনের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা প্রথমে দেখতে পাই, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন মেটানর তাগিদ। আদিম স্তরে এই প্রয়োজন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। খাদ্য-সংগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া ছিল সেদিনের বড় কথা। গতিশীল সমাজে এই সামান্যতম প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়তে থাকলো। মানুষের অভাব হল অনন্ত, আর প্রয়োজন হল সীমাহীন।

সমাজ সংগঠনের মৌলিকত্ব

এই অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য দরকার হল ঐক্য ও সংহতির। আর এই ঐক্য ও সংহতির ফলশ্রুতি হল জীবন্ত ও সুদৃঢ় সমাজ। সমাজগঠনের মূলে আঞ্চলিক প্রভাব, সংস্কৃতি ও আদর্শগত ভাবধারাও বিদ্যমান। যখন একই ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের মনে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার ভাব গড়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় প্রকৃত সমাজ। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, সে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।"[1] যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানতে পারে বা তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা অথবা বৈরীতার ভার জেগে ওঠে, তখনই সুরু হয় সামাজিকতা বা সামাজিক সম্পর্ক। তাই গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক ব্যাপার।'[2] যেখানে জনসমষ্টির মধ্যে কোন সমাজবোধ জাগরিত হয়নি, যেখানে পারস্পরিক আদান-প্রদান সচেতনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেখানে কোন সামাজিক বিধি গড়ে উঠতে পারে না এবং সমাজও সৃষ্টি হতে পারে না। এরূপ জনসমষ্টি সমাজ পদবাচ্য নয়। সামাজিক জন সমষ্টির থাকবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও স্বীকৃতি। তারা হবে সমতা ও ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ।[3] এই সমতা ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে আত্মীয়তা বোধের (We-feeling) মাধ্যমে। এটাই সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রাণ কেন্দ্রের চারদিকে সমাজ জীবনে থাকে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যই এনে দেয় সজীবতা ও ঐশ্বর্যপূর্ণ সম্ভাবনা। যার ফলে সমাজ পরিবর্তনশীল ও বিবর্তনমুখী হয়। দেশ ও কালের তালে তালে এইরূপ সমাজ এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে।

---

1 "Society, in general, consist in the complicated net-work of Social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen."
—P. Gisbert

2. "Sociality or Society is essentially a mental phenomenon."
—P. Gisbert : "Fundamentals of Sociology."

3. If there were no sense of community, if there were no co-operative undertakings by man, there would be no social system, no society or societies— there would be practically nothing for sociologists to study. Hence the relationsbip which are central to sociology are those which involve both mutual recognition and the sense of something held or shared n common.
—MacIver & Page. "Society".

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র যে মানুষ তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং মানুষ ছাড়া সমাজকে কল্পনা করা অসম্ভব। রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে পরিবার। পরিবার গড়ে তুলেছে গোষ্ঠী, আর এই গোষ্ঠী জীবনের পরবর্তী সংগঠন সমাজ। সামাজিক আদর্শ, কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাবধারা, লোকাচার—এক কথায় সামগ্রিক সংস্কৃতি মূলতঃ মানুষের মত জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে গোষ্ঠীবদ্ধ পারিবারিক ব্যক্তি সমষ্টির শারীরিক, মানসিক কর্ম-প্রয়াস ও কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিক থেকে ব্যক্তির বিকাশে সমাজের অবদান অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের গড়া সমাজকে মানুষই সংরক্ষণ করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্ত্বা একটি ব্যক্তিসত্ত্বা, অন্যটি সামাজিক সত্ত্বা। এই দুটি সত্ত্বাই প্রাকৃতিক পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিকশিত হয়। শিশু যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে যখন তার বাপ-মা, ভাইবোন, পরিবার, গোষ্ঠী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের এরূপ প্রভাব ও পরিবেশের মধ্যে শিশু বর্ধিত ও বিকশিত হয়। সামাজিক আদর্শ, কৃষ্টি, লোকাচার, ভাবধারা যেন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতই সে হয়ে ওঠে আপন সমাজের সভ্য। ব্যক্তিসত্ত্বা আর সামাজিক সত্ত্বা যেন একই অঙ্গের বিপরীত দিক। ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের সময় শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্ত্বাকে অবহেলা করা যায় না। উভয় সত্ত্বার বিকাশ সাধনের অর্থ হল, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বার বিকাশসাধন আমাদের অন্যতম অভিপ্রেত প্রচেষ্টা।

সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল বৃদ্ধি বা উন্নয়ন (development)। পেষ্টালৎসী (*Pestalozzi*) বলেন, মানুষের সর্বপ্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাভাবিক, উন্নয়নমুখী এবং সুসামঞ্জস বৃদ্ধির নাম শিক্ষা। এ শিক্ষার বাইরের প্রভাব নিতান্ত কম নয়। তাই জন ডিউক-এর মতে ব্যক্তির সমাজ নির্দেশিত (Socially directed) বৃদ্ধির নামই হল শিক্ষা। সুতরাং ব্যক্তিবিকাশের জন্য সমাজ-নির্দেশিত শিক্ষাই আসল শিক্ষা। এই শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের জন্য অর্থনীতি ও

ব্যক্তি বিকাশের জন্য প্রয়োজন সমাজমুখী শিক্ষা

পৌরবিজ্ঞান অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়। উভয় শাস্ত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পৌরবিষয়াদি আলোচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিবিকাশের জন্য মানুষ এই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠে সমাজ নির্দেশিত উপায় বা পথের সন্ধান পেতে পারে। তাই উভয় শাস্ত্রই শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ।

সমাজ ও অর্থনীতির সম্পর্ক

সমাজের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক অতি নিবিড়। সংঘবদ্ধ মানুষের আর্থিক সমস্যা জড়িত আচার-আচরণ এই অর্থনীতির অনুশীলনের বিষয়। সুদূর অতীতে অভাবের তাড়না থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সমাজ আর অপ্রচুর উপাদানের দ্বারা অনন্ত অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য সামাজিক মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছে অর্থনীতি (Economics)। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলির অনুশীলন করে। অর্থনীতির বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম। সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যেমন, হিমালয়ের গুহাবাসী সন্ন্যাসীর কাজকর্ম অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ তার ব্যক্তিগত অর্থনীতি বিদ্যমান। সন্ন্যাসী ফলমূল সংগ্রহ করেন, গাছের বল্কল সংগ্রহ করেন। এসব কাজকর্ম সন্ন্যাসীর নিজস্ব—এর জন্য তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না বা অন্যের মতামত ও প্রভাব তাঁর উপর ক্রিয়াশীল নয়। পক্ষান্তরে সমাজে বসবাসকারী মানুষ সর্বদা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে দেখা যায়। বাস্তবে আমরা এক সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোর অঙ্গীভূত। ব্যক্তির আয়, ব্যয়, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির মতামত, ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সমাজবদ্ধ মানুষ কখনও অন্যের প্রভাবহীন বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে পারে না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। সমাজবদ্ধ মানুষ তার সীমিত আয় দ্বারা সীমাহীন অভাব পূরণের চেষ্টা করে। পার্থিব জীবনের চাহিদা পূরণ এবং জীবিকানির্বাহের জন্য মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। স্বল্প আয় থেকে সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য মানুষ তার সীমাহীন অভাব ও প্রয়োজনের ভিতর থেকে সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক অভাবটিকে নির্বাচন করে এবং সেই অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ব্যক্তিগত আর্থিক স্বচ্ছলতা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্র হল

বৃহত্তম সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজসংস্থা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক সামাজিক সংস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রভাব সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যপ্ত। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি, খাজনা, কর, সুদ, উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত। পক্ষান্তরে অর্থনীতি সমাজব্যবস্থা দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক বিভিন্ন প্রভাব রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, পিতৃদায়, মাতৃদায়, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানা সামাজিক প্রথা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। সমাজ ব্যবস্থার ভিন্নতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অর্থনীতি আর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অর্থনীতি এক নয়। সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি, অভাব-অভিযোগ দ্বারা অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তার মূলসূত্র প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই সমাজের সঙ্গে অর্থনীতি শাস্ত্রের সম্পর্ক নিবিড়তর।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিই হল সমাজ। পুরবাসী বা দেশবাসী হিসেবে, মানুষ হিসেবে, কোন ব্যক্তি কিভাবে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে পৌরবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির বা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি পৌরশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সামাজিক মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে বিচিত্র সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক বজায় রেখে সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য অর্পিত হয় সমাজের বৃহত্তম সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা দান করে তেমনি আবার তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হল এই রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মও পৌরবিজ্ঞানে অনুশীলন করা হয়। পৌরশাস্ত্রও একটি সামাজিক বিজ্ঞান; তাই পৌরশাস্ত্র বা পৌরবিজ্ঞানে বিবিধ সামাজিক বিষয় আলোচিত হয়। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, সমাজের অভ্যন্তরে তার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিকাশ হয়। ব্যক্তি যেমন সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, তেমনি সে রাষ্ট্রীয় সংস্থারও

সমাজ ও পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সদস্য। এই রাষ্ট্র এবং সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান—ব্যক্তি বিকাশে সাহায্য করে। তাই ব্যক্তি মানুষ এবং সামাজিক মানুষের আচার আরচণ, ধ্যান-ধারণা অধিকার-কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব প্রভৃতির অনুশীলনই পৌরবিজ্ঞানের মৌলিক লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সর্বদা কল্যাণমুখী। তাই অর্থনীতির ন্যায় পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজে সম্পর্ক অতি নিবিড়।

২। সমাজীকরণ কি? (What Is Socialisation ?):

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাকর্ম পরিচালিত ও সমাপ্ত হত বিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশে। এখানে শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও সহ পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। এ শিক্ষায় তাদের সামাজিক সত্তার বিকাশ লাভ মোটেই সম্ভব হত না। তারা জানত না বিদ্যালয়ের সীমার বাইরে শিখবার বহু কিছু রয়েছে। এ শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ ছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজও এরূপ পুঁথি সর্বস্ব সমাজ-সম্পর্কহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু শিক্ষার নতুন ভাবধারায় বিষয় বস্তুর সমাজীকরণ (Socialisation of the subject) প্রথা সর্বত্র সমাদৃত। সমাজীকরণের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে সমাজের বাস্তব পরিবেশে উপস্থিত হয়ে সামাজিক বিবিধ কর্মে অংশগ্রহণ করতে হয়। সমাজের বাস্তব পরিবেশে সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষালাভ করে। ব্যক্তিগত আগ্রহ, অভিরুচি ও প্রবণতার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীলতা সামাজিক শক্তির সংস্পর্শে তৈরী হয় শিক্ষা-শক্তি (Educative force)। এ শিক্ষা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। ইহা সর্বজন বিদিত যে, শিক্ষা কখনও অন্যের দ্বারা নির্ধারিত বা চাপান (imposition) হতে পারে না। শিক্ষা হল জ্ঞান (Knowledge) ও অভিজ্ঞতার (experience) সংযোগের ফলে প্রাপ্ত নতুন এক শক্তি। পুস্তকাদি থেকে লব্ধ জ্ঞান কখন শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সমাজের বাস্তব পরিবেশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ; তবেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। তাই তত্ত্বগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন সামাজিক ক্রিয়াদির সংস্পর্শে শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের জন্যে প্রয়োজন হল স্বাভাবিক পরিবেশ। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর হাব-ভাব, আচার-আচরণ কখনও অরণ্যে বিচরণকারী পাখীর

বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতে পারে না। জীবন্ত মানুষের হৃদপিণ্ডের পাশে রেখে তবে ফুসফুসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চর্চা করা যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় ফুসফুস স্বাভাবিকতা হারিয়ে যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তেমনি স্বাভাবিক পরিবেশে সামাজিক সংস্থা অথবা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ, বাস্তব ও নির্ভুল উপায়ে জানা যায়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজই হল মানুষের স্বাভাবিক পরিবেশ। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যে কোন কর্ম সম্পর্কে জানতে হলে সমাজ পরিবেশ থেকে জানাই যুক্তিযুক্ত। এভাবে জানা বা শিক্ষালাভ করাই হবে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক শিক্ষা কর্ম; আর এই স্বাভাবিক শিক্ষালাভ বা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে সমাজীকরণ পদ্ধতি রূপে অভিহিত করা যায়।

৩। সমাজীকরণের গুরুত্ব (Importance of Socialisation):

শিক্ষা এবং জাতীয় উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) চারটি জাতীয় প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন; সেগুলি হল: খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা (Self-sufficiency in Food), অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ (Economic Growth and Full Employment), সামাজিক ও জাতীয় সংহতি (Social and National Integration) এবং রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়ন (Political Development)। কমিশন এই জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় হিসেবে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান মানবিক বিভাগের অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। আমাদের জাতীয় প্রয়োজনীয়তার প্রতিটিই এই অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র ও পরিধির অন্তর্ভুক্ত। আবার অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সামাজিক পটভূমিতেই বিদ্যমান। সুতরাং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্য সামাজিক পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তার জন্যে প্রয়োজন হল বিষয়ের সমাজীকরণ।

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। এর ফলে সমাজের বাস্তব পরিবেশে তারা স্বীয় কর্তব্য অনায়াসে সমাধা করতে সক্ষম হবে। তারা জাতীয় প্রয়োজন মেটাবার অনুকূলে সক্ষম সুনাগরিক

রূপে গড়ে উঠবে। এমন নাগরিকেরই প্রয়োজন যারা দেশের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সুবিদিত এবং দেশের সমস্যা সমাধানে নিজেকে ব্যাপৃত করবার প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ। শিক্ষায় সমাজীকরণের গুরুত্ব তাই আজ সর্বাধিক। সমাজ আজ আর অঞ্চল বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমিত নয়। বিশ্বব্যাপী মনুষের সমাজ এখন সম্প্রসারিত। যে-কোন দেশ আজ বহির্বিশ্বের অর্থ, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সঙ্গে অন্বিত। বিশ্ব মানব সমাজে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে যে-কোন দেশকে সেই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। একক ও সম্পর্কহীন জীবন বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামাজিক পটভূমিকায় অর্থবিদ্যা ও পৌর-বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র বিদ্যমান। প্রতিযোগিতার পারস্পরিক শক্তির উপর মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (free economic system) প্রয়োজনীয় নীতি নির্ভরশীল; আবার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর মিশ্র অর্থনৈতিক (mixed economy) ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সুতরাং দ্রব্য মূল্য, উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চয়, শুল্ক ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্যে সামাজিক পরিবেশই উপযুক্ত স্থান। কারণ, এখানেই মানুষ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা মূলক অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে। তেমনি সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে পরিচালিত বিভিন্ন পৌর ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির সংগঠন ও কাজকর্ম পরিদর্শন না করলে এদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় না। শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান বা চিন্তাধারার পরীক্ষা বাস্তব পরিবেশে সম্ভব হয়। বাস্তব পরিবেশে বিষয়বস্তুর বাস্তব রূপ পরিদর্শন করলে শিক্ষা কার্যকরী ও আনন্দদায়ক হয়। এ শিক্ষা হবে যুক্তিভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকন্তু সমাজ পরিবেশে পরিচালিত এরূপ শিক্ষাকর্ম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যথেষ্ট অনুকূল। এ ছাড়া সমাজী-করণের গুরুত্ব প্রসংঙ্গে এর নিম্নরূপ শিক্ষা-উপযোগিতাগুলিও প্রণিধানযোগ্য :

প্রথমতঃ, অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকায় লিখিত বিষয়বস্তুর বাস্তব রূপ পরিদর্শন না করা পর্যন্ত এগুলি শিক্ষার্থীর নিকট বিমূর্ত বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই বিমূর্ত তত্ত্ব শিক্ষার্থীর নিকট মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। বাস্তব পরিবেশে লব্ধ এই শিক্ষা জীবন্ত ও গতিশীল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজিকীকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যুক্তি, বিচার, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিস্ফুটন হয়। ফলে শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণ, কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, সমাজীকরণের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচার, আচরণ, আগ্রহ, উদ্দীপনা ও প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে পরিচালিত করতে পারেন। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে এটাও স্বীকৃত যে, অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল হয় তেমন ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিষয়গত কতকগুলি বার্তা (information) সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ না ক'রে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুষ্ঠু চিন্তন, যুক্তি বিকাশ ও সঠিক শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ও ক্ষমতা লাভের উপর গুরুত্ব অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়াদিকে মনের মধ্যে জমা রাখা শিক্ষাদানের লক্ষ্য নয় ; এ বিষয়াদির উপর পাণ্ডিত্য অর্জন হল উন্নততর শিক্ষালাভ, বাঞ্ছনীয় গুণ বিকাশ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপায় মাত্র।

অবশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার সভ্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। ভাবীকালের সুযোগ্য সভ্য এবং সুনাগরিক রূপে তাদেরকে গড়ে তোলার জন্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হল তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পৌরশিক্ষা লাভে সাহায্য করা। পুস্তকের বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ক'রে এশিক্ষা লাভ করা যায় না। সমাজ পরিবেশের বাস্তব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ শিক্ষা সম্ভব। তাই শিক্ষার সমাজীকরণ বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত।

৪। সামাজীকরণের বাস্তব প্রয়োগ (Practical application of Socialisation):

সামাজিক পটভূমিতে সুযোগ্য শিক্ষকের সুনির্দেশ পাঠ পরিচালিত হলে অর্থবিদ্যাও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদান সার্থক হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজীকরণের প্রয়োগ প্রসঙ্গে দুটি কথা স্মরণ রাখা বিশেষ কর্তব্য। প্রথমটি হল বিষয়বস্তুর সমাজীকরণ ; আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ। প্রথমটি প্রসঙ্গে মূল বক্তব্য হল বিদ্যালয় পাঠ্য তালিকায় অর্থবিদ্যা ও

পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা মানবিক বিভাগের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অনুমোদিত। বিষয়গত পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক বিষয় এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও পৌর সংস্থাদি পরিদর্শনের কোন স্থান নেই। অথচ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের কর্মসূচীকে অনায়াসে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা যায়। তাহলে বিষয়ের সমাজীকরণের জন্য এরূপ কর্মসূচীকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, শিক্ষা নিজেই একটি সামাজিক শক্তি। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হল বিষয় (Subject) এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই সমাজীকরণ করা। সুতরাং সমাজের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থীকে নিয়ে নির্ধারিত বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা অপরিহার্য কর্তব্য।

অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ের সমাজীকরণের প্রণালীগুলির (Modes) মধ্যে অর্থনৈতিক ও পৌরবিষয়ক কার্যাদির কেন্দ্র পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরূপ ক্ষেত্র পরিদর্শনের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগরিত হলেও বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। পরিদর্শনের আনন্দে বিভোর শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য সহজে ভুলে যেতে পারে। তাই সমস্যার বিবৃতি দ্বারা শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত পথে সঠিকভাবে পরিচালিত করাই যুক্তিযুক্ত। পরিচালনের সময় শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ধারাকে সতর্ক দৃষ্টি পথে রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষার্থীর মনে যাতে সুবিজ্ঞ চিন্তাধারা, যুক্তিপূর্ণ ভাব ও কল্পনার উদয় হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীকে এমন নির্দেশ দেওয়া এবং যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যেন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কর্ম পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক ভাবে পরিচালিত হয়। এইভাবে বিমূর্ত বিষয়ের সঙ্গে মূর্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও গতিশীল। শিক্ষার্থীর ভ্রমণ এবং পরিদর্শনের আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভের উৎসাহ ও আগ্রহ যুক্ত হলে নবলব্ধ জ্ঞান হবে শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্থায়ী সম্পদ।

বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষেত্রপরিদর্শন, নানা প্রকার দৃশ্য অবলোকন ও আনন্দ উপভোগ করা অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা। সমাজীকরণের সময় এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ পথে পরিচালনা করাই যুক্তিযুক্ত। এর জন্য প্রয়োজন হল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে উপায় (Means) হিসেবে প্রয়োগ

করা। পুস্তকে বিবৃত বিষয়বস্তুর সংগঠনকে সামনে রেখে ক্ষেত্র পরিদর্শন কর্মকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীকে সর্বক্ষণ কর্মে ব্যস্ত রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন প্রকার বাজার দর পাঠের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মনোভাব, কাজকর্ম এবং তাদের পারস্পরিক দরকষাকষি, দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ক্রমশঃ প্রয়োজন মত শিক্ষার্থীর গোচরীভূত করা প্রয়োজন। উক্ত আর্থিক কাজকর্ম নিঃসন্দেহে সামাজিক প্রথা (process)। সুতরাং বিষয়ের সমাজীকরণের সময় সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে নিয়ে সমাজের এই আর্থিক ক্রিয়াদি তাদের গোচরীভূত করতে না পারলে শিক্ষা কর্ম নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিভিন্ন প্রকার বাজার, চাহিদা, যোগান ও মূল্য বিষয়ক পাঠের সময় শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে কোন না কোন বাণিজ্যিক কেন্দ্রে। সেখানে বাজারের পরিস্থিতি, ক্রেতা-বিক্রেতার অভিরুচি, উৎপাদন, সরবরাহ এবং অতিরিক্ত লাভের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা যোগান-চাহিদা এবং এর পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করতে পারেন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন উৎপাদন সংগঠনে (Organisation of production) শিক্ষার্থীকে নিয়ে ক্ষুদ্রায়তন, বৃহদায়তন ও কুটীর শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া, কোন ব্যবসা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীকে নিয়ে বাস্তব পরিবেশে ব্যবসা সংগঠনের বিভিন্নরূপ (forms of Business organisation) সম্পর্কে যেমন শিক্ষা দিতে পারেন তেমনি আবার আয়ের বণ্টন, মুদ্রার সঞ্চালন, মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে বাজার দরকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা লাভে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে পারেন। এভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে গ্রামপল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজসেবা পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন, প্রকল্প, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাস্তব জ্ঞানার্জনে সাহায্য করতে পারেন।

এরূপ উদ্দেশ্য পূর্ণ পরিদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারে। মিউনিসিপালিটী, কর্পোরেশন, ব্লক ডিভেলপ্‌মেণ্ট আফিস, পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শন ক'রে এদের কাজ-কর্ম, সংগঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনে ভোটের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিধানসভা ভবনে

উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সেখানকার কার্যাদি দেখে আইন পাশ, সভার কার্য পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষালাভ করতে পারে।

আবার শুধু বাস্তব পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারাই সমাজীকরণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। এর জন্য শ্রেণী কক্ষে আলোচনা, বিতর্ক সভার অধিবেশন, সেমিনার, সিমপোজিয়াম, কৃত্রিম সংসদের অধিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠ্য বা পরিদর্শিত বিষয়াদির আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার ব্যবস্থা এবং পরিশেষে সমস্ত কর্মের মূল্যায়ন করলে তবে সমাজীকরণ প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ হতে পারে। বিষয় বা শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগের জন্যে শিক্ষককে যে সুযোগ্য, সুপরিচালক ও কৌশলী হতে হবে এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫। সমাজীকরণের কর্মসূচী (**Programme for Socialisation**):

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কর্ম তালিকাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক দুটি উপায়ে এই কর্মসূচী নির্ধারণ করতে পারেন। যথা, (১) বিদ্যালয়কে সামাজিক কর্ম ক্ষেত্রের বাস্তব সান্নিধ্যে নিয়ে আসা ; (২) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তিনি শ্রেণীকক্ষে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে শিক্ষা কর্মে অগ্রসর হতে পারেন।

(১) সামাজিক বাস্তব পরিবেশে বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি (Taking the School to the Community): শিক্ষার্থীর মন লিখিত বিষয় অপেক্ষা বাস্তব দৃশ্য এবং ব্যবহারিক বিষয়ে বেশী আকর্ষিত হয়। বাস্তব পরিবেশে যখন শিক্ষার্থী কোন দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন সেই বিবরণ তার কাছে স্থায়ী ও অবিস্মরণীয় হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নিম্নরূপ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে :

(i) বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (Visit and excursion to business places): অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার কর্মসূচী হিসেবে বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন অত্যাবশ্যক। বাণিজ্য কেন্দ্র সর্বত্রই বিদ্যমান। গ্রাম-পল্লী থেকে বড় বড় সহর নগর সর্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। গ্রাম বা সহরে মেলা, উৎসব, পূজা-পার্বণ উপলক্ষেও সামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। তবে

বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অন্যথায় বিষয় পাঠনার উপযোগিতা লাভের পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উৎসবের স্বাভাবিক আকর্ষণের শিকার হয়ে পড়বে। তাই পরিদর্শনের জন্যে পূর্ব থেকে মানসিক প্রস্তুতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন প্রয়োজন। পূর্বোক্ত প্রথায় শিক্ষার্থীগণকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে এক একটা শ্রেণী বা দলের উপর নির্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করা ও বিবরণ লেখার ভার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা দেখবে সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানি, ক্রয় বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, দেখবে বাজারের গতি-প্রকৃতি, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, বিক্রেতা দ্বারা মুনাফা লাভের কৌশল ও ক্রেতার দ্বারা অল্প মূল্যে সামগ্রী ক্রয়ের প্রবণতা। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীরা দেখবে বিবিধ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যেমন, ক্রেতা-বিক্রেতার বোঝাপড়া ও দর কষাকষির মাধ্যমে বাজার দরের ভারসাম্য ও মূল্যস্তরের সাম্যবিধান, যোগান-চাহিদার নিয়ম, ক্রমহ্রাস মান চাহিদার নিয়ম, উদ্বৃত্ত-ভোগ ও তৃপ্তি প্রভৃতি। চতুর্থতঃ, বাণিজ্য কেন্দ্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশী ও অন্যান্য সরকারী বা পৌর দায়িত্ব পালনও শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষে দেখবে। এর দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর নিকট বাস্তবায়িত হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে। শিক্ষক নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জনকে সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারেন। তিনি ধারাবাহিক ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যবিষয়ের অনুরূপ পথে পারিচালিত করতে পারেন। এইভাবে বাজারের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শিক্ষার্থীর পরিদর্শন কর্মকে সার্থক করে তুলতে পারেন। তবে পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকর্তৃক বিবরণ লেখার নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ii) শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (Visit and excursion to Industrial fields) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিষবস্তুর সমাজীকরণকে সার্থক ক'রে তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক এই প্রসঙ্গে কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পাঞ্চল পরিদর্শনের পৃথক পৃথক কর্মসূচী প্রণয়ন ক'রে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষাঞ্চল পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কুটিরশিল্প প্রসঙ্গে সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন, সরবরাহ, শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা, বেকারত্ব ও কর্ম-নিয়োগ এবং

কুটীরশিল্প সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করবে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রমবিভাগ ও তার সুবিধা-অসুবিধা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, শিল্পের স্থানিকতা বা একদেশতা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মালিকানা, উৎপাদন ও বণ্টন, কাঁচামালের সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে।

শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিক-মালিক সমস্যা, ট্রেডইউনিয়ন সমস্যা, শ্রমিকের মজুরী ও জীবনযাত্রার সমস্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ক'রে শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত জ্ঞানকে ব্যবহারিক ও বাস্তব ক'রে তুলতে পারবে। বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ দেখবার জন্য শিক্ষার্থীদের কোন সামুদ্রিক বন্দর, রেলওয়ে জংশন ইত্যাদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাও যুক্তিযুক্ত। এসব পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষকের সুশৃঙ্খল পরিচালনা যে সমাজীকরণকে সার্থক করে তুলতে পারে এ সম্পর্কে বলাই বাহুল্য।

(iii) ব্যাংক ও জীবনবীমা পরিচালন ক্ষেত্র পরিদর্শন (Visit to Bank & Life Insurance office) : অর্থনীতির একটি বিশেষ দায়িত্ব মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা। আবার জাতীর জীবনে টাকা কড়ির লেনদেন, আমানত প্রভৃতিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব। এসব বিষয় নিঃসন্দেহে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে ব্যাঙ্কের সংগঠন, কার্যাবলী, মুদ্রামূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করা নিতান্ত অপরিহার্য। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্যে সুষ্ঠু কর্মসূচী অনুসারে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তার অধীনে অন্যান্য ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ন্যায় আমরা সামাজিক জীবনে জীবনবীমার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। জীবনবীমার অফিস পরিদর্শন করে বীমাসংস্থার কার্যাবলী ; অর্থসঞ্চয় ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করতে পারে। সুতরাং বিষয়বস্তুর সমাজীকরণের জন্যে এরূপ ক্ষেত্র পরিদর্শনকে বিদ্যালয় কর্মতালিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

(iv) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (Visit to Local Self.-Govt. office) : পৌরবিজ্ঞানের সমাজীকরণের জন্য বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা, তাদের সংগঠন কার্যাবলী, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি

পরিদর্শন ক'রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি। গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, কোথাও বা পুরাতন প্রথায় পরিচালিত ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড-এর অফিস এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন অফিস প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করা সহজসাধ্য। স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী অনুমোদিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইন-প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, আয়-ব্যয়, কর সংগ্রহ প্রভৃতি পরিচালনা করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

(v) সরকারী অন্যান্য অফিস পরিদর্শন (Visit to other Govt. offices): স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভাগীয়, উপবিভাগীয়, জিলা-সহর, এমন কি, অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে বা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় অনেক সরকারী অফিস থাকে। যেমন, মৎস্যচাষ, কৃষি, কুটির শিল্প পরিচালনা অফিস, গ্রামোন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি। এসব সরকারী সংস্থা পরিদর্শন ক'রে তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা জেলখানা, থানা, বিচারালয় পরিদর্শন ক'রে শাসন ও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শাসন ও বিচার বিভাগ—এ দুটি রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য সংস্থা। পৌরবিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে এসব অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে—একথা বলাই বাহুল্য।

(vi) বিধানমণ্ডলী ও পার্লামেন্ট সভা পরিদর্শন (Visit to Asesmbly and Parliament) : ভারত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দেশ। ভারতের গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে গেলে ভাবী নাগরিককে গণতন্ত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর ভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন দেশের সরকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা। গনতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় আইন সভার সংগঠন ও কার্যাবলীর মাধ্যমে। এই সভায় আইন পাস হয় কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে শাসন বিভাগের উপর, আর আইন ভঙ্গের জন্যে বিচার ও শাস্তিদানের দায়িত্ব থাকে বিচার বিভাগের উপর। রাজ্য

সরকারের বিধানসভা ও বিধান পরিষদ ভবন দর্শন ক'রে সভার কার্যপ্রণালী শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করতে পারে। তেমনি পার্লামেণ্টের কার্যপ্রণালীও শিক্ষার্থীরা পরিদর্শনের মাধ্যমে জানতে পারে। জনগনের প্রতিনিধিরা বিধান সভা ও পার্লামেণ্টের লোকসভায় মিলিত হ'য়ে দেশের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করেন। প্রতিনিধিরা এখানে কি ভাবে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, বসবাস, খাদ্য, বেকারত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তা জানবার ও অনুধাবন করবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। পার্লামেট ও বিধান সভার মাধ্যমে জনমত অভিব্যক্ত হয়। শুধু পৌরবিজ্ঞান নয়, অর্থনীতির বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্যেও আইন সভার আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন ও অনুধাবন করা আবশ্যক। অধিকার,কর্তব্য, নাগরিকের দায়িত্ব, দেশের আইন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জন করতে হলে আইনসভার বাস্তব ক্ষেত্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও রীতিনীতি যেন গণতন্ত্রের এই মূলকেন্দ্র লোকসভা ও বিধানসভার অবস্থিতি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে অবিচ্ছেদ্য ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত হচ্ছে। শিক্ষক যদি তার নৈপুণ্য, ব্যক্তিত্ব ও পরিচালন ক্ষমতা দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন তবে বিধানসভা ও পার্লামেণ্ট পরিদর্শনের মাধ্যমে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ সার্থকতার পথে অগ্রসর হবে, সন্দেহ নেই।

ভ্রমণ ও পরিদর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher) ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণে ও পরিদর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। সাধারণতঃ ভ্রমণ ও পরিদর্শন শিশু বা বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়। তারা এই সময় স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাকর্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় উপভোগে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের কথা শিক্ষার্থীদের জানানর পূর্বেই শিক্ষককে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এই পূর্ব-পরিকল্পনায় শিক্ষক নিজেই সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে শিক্ষার্থীদের কিভাবে পরিচালনা করবেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। দ্বিতীয় স্তরে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এমন পরিবেশ গড়ে তুলবেন ও ভ্রমণের প্রস্তাব রাখবেন যেন

শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভ্রমণ ও পরিদর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। তৃতীয় স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিতভাবে একটি পরিকল্পনা রচনা করবেন। এই পরিকল্পনায় শ্রেণী শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত ক'রে প্রতিটি দলের দলপতি নির্বাচন ক'রে বিভিন্ন কর্ম সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন। ভ্রমণের জন্য মাথা প্রতি ব্যয়, যাত্রারম্ভের স্থান, যানবাহনের কন্‌সেশন পাওয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামগ্রী সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। যাত্রারম্ভের পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত সঠিক ধারণা ও শিক্ষামূলক নির্দেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থস্তরে ভ্রমণ ও পরিদর্শনের পালা। এই সময় শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালনা করা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখা দরকার শিক্ষার্থীরা পূর্ব নির্দিষ্ট নির্দেশ মত শিক্ষাসূচী অনুসারে কর্ম সম্পাদন করছে কিনা। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় মাঝে মাঝে শিক্ষক বিচিত্র ও কার্যকরা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মোদ্যোগকে সঞ্জীবিত রাখবেন।

পঞ্চম স্তরে শিক্ষক ভ্রমণ শেষে শিক্ষার্থীদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সুসংহত করার চেষ্টা করবেন। শ্রেণীকক্ষে পুনর্মিলনের পর পরিভ্রমণ সম্পর্কে বিবরণ লিখবার নির্দেশ দেবেন এবং প্রতিটি দলের অভিজ্ঞতাকে সুসংহত ও সমন্বিত ক'রে একটি বিবরণ তৈরির কাজে সাহায্য করবেন। এই বিবরণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব দিনলিপি মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হবে। এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রমণ ও পরিদর্শনের গুরুত্ব (Importance of visit and excursion) ঃ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষণ প্রসঙ্গে ভ্রমণ ও পরিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, ভ্রমণ ও পরিদর্শন শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষের একঘেয়ে পঠন-পাঠন থেকে মুক্ত ক'রে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিক্রমা ও পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের অনুধাবন শক্তিকে সক্রিয় ক'রে চিন্তা ও শিক্ষাকে তরান্বিত করে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে কারখানা, শিল্প, কৃষি,

বানিজ্য পরিচালিত হয় ; কিভাবে সরকারের সংস্থা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি কার্যকরী হয়, কিভাবে গণতন্ত্র, আইন, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও জন কল্যাণের জন্য সরকার ও তার কার্যাবলী পরিচালিত হয়—তার সব কিছু শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ভ্রমণ ও পরিদর্শনের জন্য পরিকল্পনা রচনা, দলবদ্ধভাবে পর্যটন ও বিবরণ সংগ্রহ, পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতা, মতবিনিময় প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব, গুণ, কৌশল, বুদ্ধি বিকাশকে তরান্বিত করে। দেশে অর্থ ও পৌরনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শিক্ষার্থীদের ভাবীদৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত ও সংগঠিত হয়। রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্য হওয়ার জন্য এসব গুণ, কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গী অত্যাবশ্যক।

চতুর্থতঃ, পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে না এমন বহু বিষয় আছে যে গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এই শিক্ষার্থীরাই সমাজের বাস্তব পরিবেশে জীবন যুদ্ধের সৈনিক হবে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন দ্বারা শিক্ষার্থীরা অপরিচিত অঞ্চলে অথবা পরিচিত অঞ্চলের অজানা পরিস্থিতিতে বহুজনের সঙ্গে মেলামেশা করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ফলে তারা সামাজিক সভ্যতা শিক্ষা ক'রে মার্জিত রুচি সম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। আবার সমাজের বিবিধ রীতিনীতি, জীবন-যাত্রার পদ্ধতি প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখলে শিক্ষার্থীর মানসিক সঙ্কীর্ণতা বহুলাংশে দূরীভূত হয়।

বলাবাহুল্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শনকে সার্থক করে তুলতে গেলে শিক্ষকের সতর্ক পরিচালনা, তাঁর দক্ষতা, কৌশল একান্ত অপরিহার্য্য।

(2) শ্রেণীকক্ষে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি (Bringing the Community to the School) : শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন পরিকল্পনা অনেক সময় বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে সম্ভব নয় না। অধিকন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় কর্মসূচী এমনভাবে তৈরি করা হয় যে ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের কর্মদিবস (working days) থেকে সময় করে নেওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন এবং বিষয়ের সমাজীকরণের উপযোগিতা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনার আপাততঃ সুরাহার জন্যে আমরা বিদ্যালয়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়ের সমাজীকরণকে আংশিকভাবে সফল করে তুলতে পারি।

(i) বিত্তালয়ে গুণীজন আমন্ত্রণ ও সাক্ষাৎকার (Invitation to and interview with expert and resource personnel) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের সমাজীকরণ প্রসঙ্গে বিত্তালয় কতৃপক্ষ শিক্ষকের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের নেতা যেমন, সমাজসেবী, আইনসভার সদস্য, পৌরসংস্থার সদস্য, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের কক্ষে সভার আয়োজন করতে পারেন। এসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনে শিক্ষার্থীরা অংশত বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কোন উৎপাদন কেন্দ্রের মালিক বা উচ্চপদস্থ, কর্মচারীর বক্তব্য থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা, সংগঠন, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি বিষয় শুনে শিক্ষার্থীরা অনেক অজানা বিষয় বুঝতে পারে। তেমনি পার্লামেণ্ট বা আইনসভার সভ্যের মুখ থেকে পার্লামেণ্ট ভবনের কর্ম পরিচালনা, মতামত আদান প্রদানের কাহিনী শুনলে শিক্ষার্থীরা অনেকখানি প্রত্যক্ষ বিষয় অনুমান করতে পারবে। অধিকন্তু গুণীজনের প্রভাব এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের নিতান্ত কম নয়।

অবশ্য এসব গুণীজনের বক্তব্যের প্রভাবকে সঠিক কার্যকরী করার জন্যে শিক্ষকের সতর্কতা ও পূর্ব কল্পিত পরিচালনা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। শিক্ষার্থীরা শুধু বক্তৃতা শুনবে তা নয়, বক্তৃতা-শুনে স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে বিষয়টি নোট করে নেবে। পরে শিক্ষক সেই নোটের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় শ্রেণীকক্ষে আলোচনা ক'রে বিভিন্ন বিষয়-অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবেন। সুযোগ মত এগুলির মূল্যায়ণ ও নিতান্ত অপরিহার্য।

(ii) বিত্তালয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা (Self Government at School) : জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ববিকাশ ও নাগরিকতা বোধের চেতনার প্রকাশ নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের এসবগুণের অনুশীলনের জন্য অনুকূল বিষয় পরিবেশন করতে পারে। পৌরবিজ্ঞান পাঠের সমাজীকরণ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমাজের আদর্শ সভ্য ও অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশে অনুভূত হয়েছে। আমেরিকা মনে করে যে বিত্তালয়গুলি হল নাগরিকতা শিক্ষার প্রয়োগ শালা। এখানে শিক্ষার্থীরা নাগরিকদের ব্যবহারিক কর্মসম্পাদনের

কৌশল শিক্ষা করে। তাই আমেরিকানরা শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সেখানে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য 'ষ্টুডেণ্ট কাউন্সিল' বিশেষ সুফলপ্রদায়ী ছাত্র সংস্থা। এছাড়া খেলাধুলা সমিতি, মধ্যাহ্ন টিফিন পরিচালন সমিতি, সমবায় ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমেরিকায় এরূপ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল "Junior Republic"; এই রিপাবলিক প্রতিষ্ঠানে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পবিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমেরিকার খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ জর্জ (W.R. George)। ইংল্যাণ্ডের Homer Lane-এ 'কমনওয়েলথ' নামক প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে এরূপ শিক্ষার্থীদের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের বহু দৃষ্টান্ত মিলে।

আমরা ভারতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার জন্য বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারি। সমবায় বিপণি, মধ্যাহ্ন টিফিন পরিচালন সমিতি, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য সমিতি প্রভৃতি ছাত্র-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। এছাড়া শ্রেণী পাঠনার কৃত্রিম পার্লামেণ্ট (Mock Parliament), বিধান সভা প্রভৃতি সংগঠন ক'রে পাঠ পরিচালনা করা যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুরূপ প্রকল্প দ্বারা বিদ্যালয় ভবনের উন্নতির জন্য ছাত্র সংগঠন তৈরি করা যায়। এইভাবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ ও সমাজীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও পৌর সমস্যা সমাধাণের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা যায়। বলা বাহুল্য বিদ্যালয়ে এসব কাজ পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় কতৃপক্ষ। শিক্ষক এবং অভিভাবকের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষোপকরণ

(Teaching aids and appliances)

১। ভূমিকা (Introduction) :

বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল শিক্ষালাভ ও শিক্ষদানের একমাত্র উপায়। তখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তক পড়ে ব্যাখ্যা করতেন অথবা বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে বক্তৃতা দিতেন। শিক্ষার্থীরাও নির্ধারিত বই পড়ত আর বক্তৃতা শুনে শিক্ষালাভ করত। আধুনিককালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষাদানের বহু বিচিত্র কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শুধু শুষ্ক কথার দ্বারা আর শিক্ষাদান সম্ভব হয়ে উঠছে না। আজকাল শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষদানকে ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত করার জন্যে দিকে দিকে চলেছে বহুবিধ প্রচেষ্টা ও গবেষণা। এখন শুনে শেখা আর দেখে শেখার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলেছে। এ প্রচেষ্টা শুভ ফলশ্রুতির সূচনা করে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে বই-এর কিছু আমরা শিখতে পারি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে। এই শিক্ষা পাঁচ ধরনের উদ্দীপক (Stimulus) যেমন, দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ সৃষ্টি করে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ উদ্দীপনা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হলে সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা। এরূপ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি মূলক (Sense Perception) শিক্ষাই স্থায়ী ও জীবন্ত শিক্ষা। শিক্ষাদানের ভাবধারা আজ এই পথে অনেকখানি অগ্রসর। তাই শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াস (Comenius) বলেন, "সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণ উন্মেষ যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।"[1]

শিক্ষাদানের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সহায়ক উপকরণ হিসাবে যেসব কৌশল এবং বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে শিক্ষোপকরণ বা প্রদীপন রূপে অভিহিত

1. "The foundation of all learning, consists in representing clearly to the senses, sensible object so that they can be appreciated easily."

করা যায়। শিক্ষক এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও ধারণা লাভে সাহায্য করেন।

২। শিক্ষোপকরণের অপরিহার্যতার কারণ (Why are aids and appliances indispensable ?)

প্রথমতঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়ই হল আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক ও প্রথম সোপান। বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উদ্দীপক (Stimulus) বিভিন্ন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে। পরিবেশ বা বাহ্যজগতের সংগে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের মনে প্রত্যক্ষণ হয়, প্রত্যক্ষণ থেকেই ধারণা (Idea) সঞ্জাত হয়। জ্ঞান (Knowledge) ধারণারই বিবর্তিত রূপ। অতএব দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ আর তারই সংব্যাখ্যান হল জ্ঞান। সুতরাং শিক্ষা প্রদানকালে যদি বিমূর্তজ্ঞান বা কোন ভাবরাশিকে আমরা মূর্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারি, তবে শিক্ষার্থী তা সহজে গ্রহণ করে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ধারণা বা জ্ঞান সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যার তত্ত্বগত অংশ ভিন্ন অবশিষ্টাংশ বস্তুভিত্তিক। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের দ্বারা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করলে, সে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেকগুলি বিষয়ও শিখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণ-নিরীক্ষণ সহায়কের (Audio-visual aids) সুস্পষ্ট, জীবন্ত ও নাটকীয় আবেদন শিক্ষার্থীর আনন্দানুভূতিতে সাড়া জাগায়। ফলে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা প্রসারিত হয়। ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ, স্থূলবুদ্ধি, পাঠে ধীরগতি শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা দুরূহ। শিক্ষোপকরণের সহায়তা তাদের জন্য অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, দেখে শুনে শিখতে পারলে সেই শিক্ষাই দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিক্ষার ভিত্তি হয় পাকা; জ্ঞানের বুনিয়াদ হয় সুদৃর।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষোপকরণ শুধু চিন্তন ও মনন শক্তির বিকাশে সাহায্য করে তা নয়, তা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন করে। উচ্চতর শিক্ষলাভের ক্ষেত্রে এক্ষমতা নিতান্ত অপরিহার্য।

৩। শিক্ষোপকরণের প্রকারভেদ ও ব্যবহার (Kinds of teaching aids and appliances and their appleications) :

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Auditory aids) :
- (ক) বেতার (Radio),
- (খ) টেপ-রেকর্ডার (Tape-recorder),

(২) দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (Visual aids) :
- (ক) ব্লাকবোর্ড (Black board),
- (খ) মানচিত্র (Maps),
- (গ) ছবি (Picture),
- (ঘ) রেখাচিত্র (Graphs),
- (ঙ) টেবলস্ (Tables),
- (চ) নক্সা (Skatches & Diagrams),
- (ছ) চার্ট (Chart),
- (জ) প্রতিফলনের যন্ত্রাদি (Instruments for reflection).
  - (i) এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope),
  - (ii) ম্যাজিক লণ্টর্ণ (Magic lantern),
  - (iii) চলচ্চিত্র (Motion Picture).

(৩) শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audiovisual aids).
- (ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-Motion Picture).
- (খ) টেলিভিশন (Television).

(৪) পাঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ (Reading materials).
- (ক) পাঠ্য-পুস্তক (Text book).
- (খ) সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা (Reference books).
- (গ) পত্র পত্রিকা ও চলতি প্রসঙ্গ (Papers, journals and current affairs).

(১) শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Auditory aids) : আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শুনে শেখার প্রবণতা একসময় খুব বেশি ছিল।

শুনে মনে রাখার জন্যে বেদের এক নাম শ্রুতি। আজও শিক্ষকের বক্তৃতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু মনে রাখতে হয়। বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই প্রয়োগ করা হয়। তাই শুনে শেখার উপকরণগুলি প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) **বেতার (Radio) :** শ্রবণভিত্তিক উপকরণগুলির মধ্যে বেতারের উপযোগিতা অপরিসীম। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বহু বিষয় রেডিওতে আলোচিত হয়। দেশবিদেশের সংবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, বাজার দর, অর্থনীতি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বেতার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির অনুকরণে আমাদের সরকার বিদ্যালয়ে বেতারযন্ত্র রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী প্রণয়নের সময় বেতার কর্মসূচী শোনার নির্দিষ্ট সময় ধার্য ক'রে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের উপকার করতে পারেন।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে বেতারের উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের (UNESCO) অভিমত প্রণিধান যোগ্য : "School broadcasting service provides training in selective and critical listening ; and it serves to interpret the school." বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা শুনতে পায়। বেতার যন্ত্রে পরিবেশিত কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব চিন্তাধারায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বহুবিষয় বেতার যোগে পরিবেশন করে। দেশের নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সে-সব দেশে বেতারে প্রচারিত হয়। আমাদের দেশেও বেতার কর্মসূচীতে এসব বিষয় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং সচেতন বেতারকে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী রূপে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট হবে—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বেতার মারফত শিক্ষার সর্বাপেক্ষা **অসুবিধা** হল :

(i) এখানে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না ;

(ii) কথোপকথন বা বক্তৃতা অস্পষ্ট হলে পুনরায় তা উচ্চারিত হয় না;

(iii) সঙ্গীত ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অল্পবয়স্ক অথবা বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা অধিক অনুরক্ত হয়;

(iv) বেতার সূচী শোনার পর পরবর্তী শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থীর মন বসতে চায় না।

এসকল **অসুবিধা দূর করার** জন্যে সর্বপ্রথমে স্মরণ রাখা দরকার, বেতারে যতই শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশিত হোক্, এই যন্ত্র কখনও শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তমাধ্যম (Substitute) রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। শিক্ষকের পাঠদানের সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিদ্যালয়ে বেতারের উপযোগিতার কথা চিন্তা করাই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষক স্বীয় কর্মের সুবিধার্থে বেতারসূচীর বিষয়াদিকে পূর্বেই নির্বাচিত ক'রে এবং রুটিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সাহায্য করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা থাকাই বাঞ্ছনীয়। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উত্তর বেতার দেয় না। সুতরাং বেতার শুনবার পূর্বেই জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককেই অল্পবিস্তর আলোচনা করতে হবে। কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে সব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারা যায়, সে সম্পর্কেও শিক্ষক ছাত্রদের জানিয়ে দিতে পারেন। বেতারের বক্তৃতা অনেক সময় বেতার সূচী প্রচারিত পত্রিকা 'বেতার জগৎ'এ ছাপা হয়। বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার বা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের প্রয়োগশালায় এসব পত্রিকা রাখা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা থাকলে বেতার মাধ্যমে শিক্ষার এই সুযোগ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে না।

(খ) টেপ রেকর্ডার (Tape-recorder): শ্রুতিনির্ভর উপকরণ হিসাবে টেপ-রেকর্ডার বর্তমানে শিক্ষাকর্মে যথেষ্ট সহায়তা করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কোন বক্তৃতা বা আলোচনা এই যন্ত্রে ধরে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী বা বক্তৃতার এক-ঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়ে শিক্ষার্থী একটু নতুনত্বের আস্বাদ পাবে।

(২) দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (Visual Aids): (ক) ব্লাক বোর্ড (Black Board): দৃষ্টি নির্ভর উপকরণের মধ্যে ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার শুধু অপরিহার্য নয়, অদ্বিতীয়ও বলা চলে। একে ঐতিহ্যগ্রাহী শিক্ষা-সামগ্রী

হিসাবেও গণ্য করা যায়। সুদূর অতীত থেকে ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার চলে আসছে আলোচ্য বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে। ব্লাকবোর্ডের ন্যায় সুলভ ও সর্বাপেক্ষা সহায়ক সামগ্রী আর দ্বিতীয়টি নেই। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বস্তুগত বিষয়ের শিক্ষাদানে প্রয়োজন হয় ছবি, নক্সা, মডেল, চার্ট, মানচিত্র প্রভৃতি। অঙ্কনে পারদর্শী শিক্ষক অনেক সময় উক্ত দ্রব্যাদি পৃথকভাবে তৈরী করার প্রয়োজন বোধ করেন না। পাঠদান কালে প্রয়োজন মত এগুলি তিনি ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে অধিকতর জীবন্ত করে তুলতে পারেন।[1] ব্লাকবোর্ডের পাশাপাশি গ্রাফবোর্ড রাখা সমীচীন। তাহলে মানচিত্র, চিত্ররেখা ও অন্যান্য পরিমাপ-নির্ভর বিষয়াদি অঙ্কনে সুবিধা হয়। অনেক শিক্ষাবিদ বর্তমানে ব্লাকবোর্ডে কালো রঙের পরিবর্তে সবুজ (green) রঙ পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে চকচকে দৃষ্টিঘাতী রঙ কখনই বোর্ডে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে অঙ্কনে পারদর্শী হতে হবে। তাঁর হস্তলিপিও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে সাদা ও রঙিন চক্‌ এবং সুন্দর একখানি ডাষ্টার ও অঙ্কিত বিষয় দেখাবার জন্য একখানি পয়েন্টিং ষ্টিক (pointing stick) হবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য উপাদান।

(খ) **মানচিত্র (Maps)**: দৃষ্টি সহায়ক প্রদীপন হিসেবে ব্লাকবোর্ডের পরই মানচিত্রের কথা উল্লেখ্য। কারণ মানচিত্র ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর পর্যায়ভুক্ত। মানচিত্র বিহীন বিদ্যালয়ের কল্পনা করা যায় না। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে মানচিত্রের উপকারিতা অপরিসীম। বস্তুগত বিষয় প্রাকৃতিক পরিবেশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামগ্রীর উৎপাদন, নগর ও বন্দরের পশ্চাৎভূমি, শিল্পে স্থানিকতা, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান, দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও সামগ্রীর পরিবহন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, সীমা, লোক সংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্যে মানচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। পুস্তকে লিখিত বা মৌখিক বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী জ্ঞান লাভ করতে হ'লে মানসিক ক্ষেত্রে বিষয়ের সংযোগ (association) গড়ে ওঠা নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় ভুলে যাওয়া বা ভুল করার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা

1. "Black-board drawings, sketches and maps are superior to finished productions, at least in the early lessons." —Raymont.

থেকে যায়। মানচিত্র ও অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীগুলিই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ও স্মরণীয় করে তুলতে পারে।

পাঠদান কালে ব্লাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করা যুক্তিযুক্ত হলেও সকল শিক্ষকের দ্বারা সেটা সম্ভব হয় না। তাই সীমিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত মানচিত্রের প্রয়োজন হয়। আজকাল বাজারে রেখ মানচিত্র (Outline map) কিনতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ অঙ্কিত এবং লিখিত মানচিত্র অপেক্ষা রেখ-মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কারণ, রেখ মানচিত্রে প্রয়োজন মত নদ-নদী। পাহাড়-পর্বত, বন্দর, শহর, নগর প্রভৃতির অবস্থান লিখলে বা নির্দেশ করলে (Point out) খানিকটা ব্লাকবোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রের উপযোগিতা লাভ করা যায়।

(গ) **ছবি (Picture):** অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানের সময় ছবির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যধিক। ছবির সাহায্যে পাঠ্যবিষয় সুস্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করে অনুষঙ্গ (Association) স্থাপিত হয়। এই অনুষঙ্গই শিক্ষাকে সুস্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী করে।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর বিভিন্ন অংশকে ছবির সাহায্যে সুস্পষ্ট করে তোলা যায়। যেমন, বিভিন্ন কারবার বা কারখানার চিত্র, শ্রমবিভাগের উদাহরণ বণ্টন ও সরবরাহ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা সহজসাধ্য।

চিত্র দু-প্রকারে ব্যবহার করা যায়; যেমন, পূর্ব থেকে অঙ্কিত চিত্রের ব্যবহার এবং প্রয়োজন মত শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডে অঙ্কিত চিত্রের ব্যবহার। আজকাল শ্রেণী কক্ষে ব্যবহারের উপযোগী বহুচিত্র বাজার থেকে ক্রয় করা যায়। উন্নয়নমূলক চিত্রাদি সরকারী প্রচার বিভাগ থেকেও সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্যে চিত্রের অভাব থাকা উচিত নয়।

চিত্র সম্পর্কে কতকগুলি সতর্ককা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(১) চিত্র হবে সহজ-সরল এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের সহায়ক।

(২) শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থী স্পষ্ট ভাবে দেখতে পায় এমন বৃহদাকার ও সুস্পষ্ট চিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) চিত্র যেন বাস্তব বিষয় পরিবেশনের অনুকূল অর্থাৎ বাস্তব মুখী হয়।

(৪) চিত্রের রং এমন হবে যেন উহা দেখতে সুখকর ও আকর্ষণীয় হয়।

(৫) উহা শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিরুচি অনুযায়ী হওয়া যুক্তিযুক্ত।

(৬) সহজ কোন বিষয় পরিবেশনের সময় যেন চিত্রসংখ্যা অত্যধিক ও জটিল না হয়।

(৭) পাঠ্যপুস্তকে অঙ্কিত প্রয়োজনীয় চিত্রাদিকে ব্যাখ্যাও করা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) **রেখাচিত্র (Graphs) :** অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষন প্রসঙ্গে রেখাচিত্র বা গ্রাফ অপরিহার্য শিক্ষোপকরণ। অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিসংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের সময় সাধারণতঃ গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। গ্রাফ বা রেখাচিত্রের সাহায্যে কোন ভাবগত বা বিমূর্ত বিষয়কে দৃষ্টি নির্ভর করে তোলা যায়। গ্রাফের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতে পারে। গ্রাফের প্রকার ভেদ আছে। যথা,

(i) রেখা-গ্রাফ (Line graph)

(ii) স্তম্ভ-গ্রাফ (Bar graph)

(iii) বৃত্তাকার গ্রাফ (Circle graph)

(iv) চিত্র স্থচক গ্রাফ (Pictorial graph)

অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদন, চাহিদা-রেখা, উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি, নানা প্রকার অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে গ্রাফ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারাকে গ্রাফের মাধ্যমে এমন ভাবে প্রকাশ করা যায় যে, শিক্ষার্থীর মনে তা গভীর ভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায় না।

গ্রাফ ব্যবহারের সময় নিম্নরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

(i) গ্রাফ হবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

(ii) গ্রাফের পরিমাপ হবে নির্ভুল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য।

(iii) গ্রাফ-কাগজ অথবা গ্রাফবোর্ড হবে সুন্দর ও সুস্পষ্ট, যেন দূর থেকে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি দেখতে ও বুঝতে পারে।

(iv) অঙ্কিত গ্রাফের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যাখ্যার সুবিধার্থে গ্রাফের পাশাপাশি বিষয়টি অল্প কথায় লিখে দেওয়াও বাঞ্ছনীয়।

(v) সুন্দর ভাবে গ্রাফ অঙ্কনের কৌশল শিক্ষক যেমন জানবেন তেমনি শিক্ষার্থীকেও গ্রাফ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) **টেবলস্ (Tables) :** গ্রাফের ন্যায় টেবলস্‌ও দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষা সহায়ক বিষয়। অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে টেবলস্-এর উপযোগিতা অপরিসীম। অর্থনীতি হল একটি ব্যবহারিক বিষয়। অর্থনীতি শিক্ষা এমন হবে যেন শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে শিক্ষালাভ করে। টেবলস্ এ থাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য (data) ও পরিসংখ্যান। এই টেবলস্-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত ক'রে হৃদয়গ্রাহী ও বোধগম্য করার জন্যে টেবলস্-এর মূল্য অপরিসীম।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ, বিনিময়, শিল্পে স্থানিকতা, উৎপাদন, যোগান ও চাহিদা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লগ্নী, সরকারী আয়-ব্যয়, খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে বোধগম্য করার জন্যে টেবলস্ ব্যবহার করা হয়।

টেবলস্ তৈরী ও ব্যবহারের সময় নিম্নরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয় :

(i) টেবলস্ হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারিক ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য।

(ii) টেবলস্-এর মধ্যে তথ্য (data) ও পরিসংখ্যানগুলি সুস্পষ্ট ও দৃষ্টি নির্ভর হওয়া যুক্তিযুক্ত।

(iii) টেবলস্ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে সার্থক প্রয়োগ। সুতরাং টেবলস্ যাতে সুন্দর, পরিপাটী ও সুস্পষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(চ) **নক্সা (Sketches & Diagrams) :** কতকগুলি রেখা (line) এবং নিদর্শন (Symbols) দ্বারা নক্সা অঙ্কন করা হয়। নক্সা হল সরল, সহজ ও অমূর্ত বিষয়ের অল্পবিস্তর মূর্ত প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক। সংক্ষিপ্তসার (summary) এবং সামগ্রিক বিষয়ের পুনরীক্ষণের (review) নিমিত্ত নক্সা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীর সম্মুখে নক্সা প্রদর্শনের পূর্বেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা লাভে শিক্ষককেই সাহায্য করতে হবে। নক্সার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয় লেখা বা অধিক পরিমাণে চিহ্ন বসান মোটেই উচিত নয়। নক্সাটি হওয়া উচিত স্বয়ং সম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট, আকর্ষণীয় ও ব্যাখ্যামূলক।

মনে রাখা উচিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেওয়াই নক্সা বা এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

(ছ) **চার্ট (Chart) :** বিষয়ের ভাবগত ব্যঞ্জনাকে দৃষ্টি গ্রাহ্য করবার জন্য চার্ট-এর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। চার্টকে গ্রাফিক এবং চিত্র-সূচক বিষয়ের যুগ্ম প্রতিরূপ বলা চলে। চার্ট-এর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, প্রগতি, শ্রেণীবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার চার্ট দেখান যায়। যেমন, (i) বংশ তালিকা, (ii) সম্পর্ক প্রকাশ, (iii) সময় তালিকা, (iv) শ্রেণী বিভাগ, (v) সরবরাহ, (vi) তুলনামূলক চার্ট, ইত্যাদি।

উল্লিখিত চার্টগুলির কোনটি ভৌগোলিক, কোনটি ঐতিহাসিক, কোনটি বা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় দৃষ্টি গ্রাহ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নক্সার ন্যায় চার্টও সরল সহজ, সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৌরবিজ্ঞানে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কর্মধারার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যও সুন্দর চার্ট বা তালিকা রচনা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সরকারের শাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য চার্টের সাহায্য লওয়া যায়। তেমনি, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনে চার্ট ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত কোন বিষয়ের চার্ট যদি শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করে তাহলে বিষয়টি তাদের মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। এ শুধু চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—শিক্ষাসহায়ক যে কোন সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই উপযোগিতা লাভ করে। নক্সা তৈরীর ন্যায় চার্ট বা তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে একই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

(জ) **প্রতিফলনের যন্ত্রাদি (Instrument for reflection) :** ছবিকে পর্দায় প্রতিফলনের জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রাদির ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

(i) **এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope) :** পুস্তকের ছবি, নক্সা, ম্যাপ বা ছোট আকারের চিত্রাদিকে পর্দায় সরাসরি প্রতিফলিত করবার জন্য এপিডায়াস্কোপ একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক পাঠ পরিবেশনের সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। ফলে শিক্ষক অল্প সময়ের মধ্যে জটিল

পাঠ্যবিষয় সহজতর উপায়ে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। শিক্ষকের মৌখিক বিষয় যখন শিক্ষার্থীরা প্রতিফলিত চিত্রে দেখতে পায়, তখন শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী।

(ii) ম্যাজিক লণ্টর্ন (Magic lantern)ঃ এ যন্ত্রটিও পর্দায় ছবি প্রতিফলিত করে পঠন-পাঠনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই যন্ত্রের অসুবিধা হল, পুস্তকের ছাপা চিত্রাদিকে প্রতিফলিত করা যায় না। এর জন্য পৃথকভাবে স্লাইড (Slide) তৈরী করে রাখতে হয়। তৈরী ছবি অপেক্ষা প্রতিফলিত ছবি আকারে অনেক বড় দেখায়। তাই বহু শিক্ষার্থী একত্রে এগুলি দেখবার সুযোগ পায়।

(iii) চলচ্চিত্র (Motion Picture): ম্যাজিক লণ্টন ও এপিডায়াস্কোপ, স্লাইড এবং পুস্তকাদির ছবিগুলিকে পর্দায় প্রতিফলিত করে শ্রেণীকক্ষে সরাসরি দেখান যায়। কিন্তু এরূপ খণ্ড খণ্ড সম্পর্কহীন চিত্র শিক্ষার্থীর মনে খুব বেশী উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে না। স্থির চিত্রাদির পরিবর্তে যদি চলমান চিত্রের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে শিক্ষা আরও জীবন্ত ও স্থায়ী হতে পারে।

এপ্রসঙ্গে ফিলম্ ছবি (Film strips)-এর কথা প্রথমে উল্লেখ করা যায়। কোন একটা ঘটনা বা দৃশ্যকে পরপর কতকগুলি ফিলম্ ছবির মাধ্যমে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়। এই ছবিগুলির সুবিধা এই যে, যতক্ষণ ইচ্ছা খুশীমত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলিকে দৃশ্যমান রাখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা ঘটনা পরম্পরার ছবিগুলি অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখতে পায় ও বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চোখে দেখে অনুধাবন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাক চলচ্চিত্র শিক্ষা জগতে অপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এগুলিকে 'মোশান পিকচার' বলা হয়। সরকারী প্রচার কার্যের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি (Documentary Films) দেখান হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা, শিল্পোৎপাদন, কৃষি, সঞ্চয়, বণ্টন, ব্যাঙ্কব্যবসা, ভোট গ্রহণ, সংসদ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয় এই প্রামাণিক চিত্রাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে পর্দায় পরিবেশন করা চলে। এভাবে পৃথক কক্ষে 'মোশান পিক্চারে'র মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে বিষয়টি যে শিক্ষার্থীর নিকট স্বতঃস্ফূর্ত হবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(৩) শ্রবণ-দর্শন-ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audio Visual Aids) :

(ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound motion Picture) : যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সম্ভাব্য উপকরণ হিসেবে সবাক চলচ্চিত্রের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে প্রধানতঃ আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যোগায় সবাক চলচ্চিত্র। ছাত্রদের শিক্ষার সহায়ক হিসেবে এর বিশেষ উন্নতি হয়নি, তবে প্রচলিত ছবির মধ্যে কোনটিই যে শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হয়নি, তা বলা চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, পথের পাঁচালী, লবকুশ, নেতাজী প্রভৃতি ছবি শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়, সমাজের যে কোন স্তরের নাগরিকের শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী চিত্র। তবুও একথা সত্য যে, বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের সরাসরি সহায়তার জন্যে সিনেমার ব্যবহার আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় পাঠক্রম অনুসারে বহু চিত্র তৈরী ও প্রদর্শিত হয়। চিত্র ও বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সেখানে বিদ্যমান। শিক্ষা পুনর্গঠনে এরূপ শিক্ষা বিষয়ক চিত্রের বহুল প্রচার সর্বজন কাম্য। আজকাল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির অনেকেই শিক্ষা বিষয়ক চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট ও অনেকখানি অগ্রসর। বর্তমানে যে কোন চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে কিছুক্ষণ জাতীয় সংবাদ পরিবেশিত হয়। তার মধ্যে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ও বিদ্যমান থাকে। তবে এই অংশটুকুকে সবাক চলচ্চিত্রের অংশ হিসেবে ধরা চলে না। এটা চলচ্চিত্র হলেও নির্বাক কিন্তু বিষয়বস্তুটি ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা থাকে। তবে কোন ছবিতে কোন জাতীয় সংবাদ পরিবেশিত হবে তা পূর্বে থেকে জানা যায় না, তাই শিক্ষক একে বিষয় শিক্ষার পরিপূরক অথবা শিক্ষা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

(খ) **টেলিভিশন (Television) :** সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রের অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্র। দুঃখের বিষয়, এটি এত ব্যয়বহুল যে বিদ্যালয়ে টেলিভিশন স্থাপন আমাদের কাছে আজও স্বপ্নাতীত বিষয়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলনে শিক্ষাদান কর্ম যথেষ্ট ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য। আমাদের দেশে শিক্ষাকর্মের জন্য এই যন্ত্রের প্রচলন সর্বজন কাম্য।

রেডিওতে আমরা শুধু বক্তার কথা শুনি কিন্তু টেলিভিশনে কথার সঙ্গে বক্তার চেহারা ও কথা বলার সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শ্রবণের সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ অপূর্ব শিক্ষাসহায়ক—এতে সন্দেহ নেই।

(৪) পাঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ (Reading materials): **(ক) পাঠ্য পুস্তক (Text book):** পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন রুশো থেকে শুরু করে পেষ্টালৎসী, ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, মহাত্মা গান্ধী ও আরও অনেকে। এসব যুক্তির প্রভাবে অনেকেই পাঠ্য পুস্তককে সম্পূর্ণ বর্জন করলে চলে কি না, তা পরীক্ষা করেছেন কিন্তু তার ফল আশাপ্রদ হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন উদ্যোগী, চিন্তাশীল 'শিক্ষা' বিভাগীয় ছাত্র (students of Education) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পর্যায়ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তক হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হাতিয়ার। বস্তুতঃ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সার্থক পাঠদান ও শিক্ষালাভের জন্যে বহু পদ্ধতি, রীতি-নীতি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এতে পাঠপুস্তকে লিখিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সহজ সাধ্য হয় মাত্র কিন্তু এরা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত বিষয়রূপে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক বর্জনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষাগ্রসর দেশের ন্যায় ভারতের শিক্ষাবিদরা তাই পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাকর্মের অপরিহার্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য:

(i) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ (C.A.B.E.)-এর পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত পরামর্শদান সভার বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া হ্যামলেটকে যেমন চিন্তা করা যায় না, তেমনি পাঠ্যপুস্তক বিহীন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও চিন্তা করা দুরূহ।"[1]

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের মতে কতকগুলি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের উপর আমাদের শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। এ নিয়মের কড়াকড়ি যত শীঘ্র সম্ভব পরিবর্তনের দাবী রাখে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য মাত্র একখানি পাঠ্য-পুস্তক নির্দিষ্ট (Prescribe) করা উচিত নয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কমিটি যেন একাধিক উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক

1. "A modern educational sytem without text book is as difficult to imagine as Hamlet without the Prince of Denmark".—C.A-B.E.

অনুমোদন করেন। বিদ্যালয় খুশীমত তাদের ভিতর থেকে প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক বাছাই করে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করবে।[1]

(iii) পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ ঠিক একই মতামত পোষণ করে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের উপর অধিক নির্ভরশীল তবে প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক অধিকতর মর্যাদায় সমাদৃত।

(iv) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪—৬৬) উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে পাঠ্য পুস্তকের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। কমিশনের মতে সার্থক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষালাভের ও শিক্ষাদানের অপরিহার্য সহায়ক।[2]

ভারতীয় শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তকের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবৎকাল অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান কলেজীয় পাঠ্যরূপে গণ্য ছিল। বর্তমানে ইন্টার-মিডিয়েট স্তরের একটি শ্রেণী মাধ্যমিক স্তরে যুক্ত হওয়ায় বিষয়টি বিদ্যালয় পাঠ্য হিসেবে গণ্য। এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের অভাব না থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব আজও পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞানের পুস্তকাদি শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স, সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য কেন? (Why Text Book is indispensable) : আধুনিক শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না—এটা সর্ববাদী সম্মত অভিমত। সুতরাং পাঠ্যতালিকাভুক্ত অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক অত্যাবশ্যক। পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবশ্য বিবেচ্য :

(i) শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিকল্পনায় স্বয়ং সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত। এই বিষয়টির আলোচনা-পরিধি ক্রমশঃ ব্যাপক ও সমাজ কল্যাণমুখী হতে চলেছে। ফলে

1. Report of the Secondary Education Commission, 1952-53 (New Delhi-1965) Chapter-VI.

2. Report of the Education Commission (1964-66) Page 229.

বিষয়টির উপর সুদক্ষ শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই অভাব পূরণের জন্যে অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষককে কল্যাণকর ও উদ্দেশ্যমুখী তৈরী পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করতে হয়।

(ii) আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি অধিক সমাদৃত। কিন্তু এই পদ্ধতির বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল। কারণ, বক্তৃতা শোনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অভাবে স্বগৃহে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায় না। সুতরাং বক্তৃতার বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

(iii) আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পাঠাগারে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদির অভাব সর্বজনবিদিত। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে পড়াশুনা করবার উপযোগী মূলগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি পায় না। এই অভাব আংশিকভাবে পূরণ করতে পারে একমাত্র পাঠ্যপুস্তক।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সূচী-অনুসারে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সংযোজিত হয়। পুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকে জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদি লিখিত থাকে। ফলে, পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি ক'রে পাঠচর্চায় অগ্রসর হলে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ উভয়দিকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অধিকন্তু প্রতি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের সর্বশেষাংশে থাকে অনুশীলনী, নানা প্রকল্পের নমুনা ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্র, নক্সা, তালিকা, টেবল ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ফলে পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।

(v) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী। বার্ষিক শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অনুমোদিত পাঠসূচী শেষ করার অনুকূলে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক শ্রেণী-শিক্ষার মান বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব বহন করে।

(vi) এছাড়া বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীশিক্ষার নিম্নরূপ ত্রুটির ফলে শিক্ষাকর্মে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ

প্রথমতঃ, এক একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে সকলকে প্রবন্ধ সমস্যা, প্রশ্নোত্তর, তদারকী পাঠচর্চা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা বা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষাবর্ষের জন্য অনুমোদিত নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীটুকু শেষ করে শিক্ষার্থীদের সারা বৎসরের কর্মের মূল্যায়ন ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিতে উদ্বিগ্ন থাকেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, আচার-ব্যবহার, অভিরুচি ইত্যাদিতে এত বেশী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত পাঠ পরিচালনা নিতান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রাচুর্য ত দূরের কথা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মত শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে শ্রেণী-শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

শ্রেণীশিক্ষার পূর্বোক্ত ত্রুটিগুলি নিরসনের জন্য ঐতিহ্যবাহী সহায়ক (Traditional aids) হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিতান্ত অপরিহার্য।

সার্থক পাঠ্যপুস্তকের লক্ষণ (Marks of a good Text book) : সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন অথবা নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বদা বিবেচ্য :

(i) সার্থক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখককে উদ্যোগী গবেষক, পর্যবেক্ষক ও অনুরাগী পাঠক হতে হবে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান যেন শুধু বিষয় কেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও অভিরুচি কেন্দ্রিক হয়। শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুসারে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সমন্বয় করাই হবে লেখকের প্রাথমিক কর্তব্য।

(ii) বাস্তবতার আবেদন পাঠ্যপুস্তকের সবিশেষ লক্ষণ। মনে রাখা উচিত বিমূর্ত আলোচনা অপেক্ষা মূর্ত সামগ্রী বা বিষয়ের প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হয়। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নক্সা, ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, ফটোচিত্র, মানচিত্র, টেবল প্রভৃতি সংযোজনার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টি-সহায়ক সামগ্রী ভাষায় আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুধাবনে সাহায্য করে।

(iii) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় না, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান লাভই এই পুস্তকের বিশেষ উদ্দেশ্য। সুতরাং বিষয় উপস্থাপনার ভাষা হবে সরল, সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটি জটিল ও বিশেষ বিষয়ের পরিভাষাগত (Technical) ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট সঙ্গতি (clear reference) থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রতিটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা শীর্ষে (Heading), উপশীর্ষে (sub-heading) বিভক্ত করে এমনভাবে বিষয় সন্নিবেশ করা দরকার যেন অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ—সকল স্তরের শিক্ষার্থীই সহজে বিষয়টি অনুধাবণ করতে পারে।

(iv) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের কল্যাণকর কর্মের সঙ্গে জড়িত। তাই এর আলোচনার পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। সুতরাং পুস্তকের বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয় না হয়ে নমনীয় (flexible) ও নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার অনুকূল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(v) বিষয়বস্তুর পূর্ণতা সার্থক পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম লক্ষণ। এক সময় ধারণা ছিল 'ছোট্ট শিশুর জন্য হবে ছোট্ট একখানি বই'। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধারণার বশবর্তী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু বিষয়ের কাঠামো অথবা সারমর্ম দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে পারে না। বিষয়ের পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ রাখা যুক্তিযুক্ত।

(vi) পাঠ্যপুস্তক নিজে শেষ লক্ষ্য নয় (not an end in itself), ইহা লক্ষ্যে পৌছাবার উপায় মাত্র। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাথীর পাঠচর্চায় সাহায্য করে ও আরও জানবার জন্য ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেমাত্র। কিন্তু তাই বলে একে শিক্ষক অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্ত সামগ্রীরূপে গ্রহণ করার অর্থ নিতান্ত ভুল পথে পরিচালিত হওয়া। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যেন ইহা শিক্ষকের শিক্ষাদান কাজের ও শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের প্রকৃত সহায়ক হতে পারে।

(vii) উপযুক্ত, শিক্ষিত, যোগ্য ও নিপুণ লেখক কর্তৃক লিখিত পাঠ্যপুস্তক যদি যোগ্য প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয় তবে শিক্ষাকর্মে সে পুস্তকের অবদান অমূল্য। তাই পুস্তক নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য:

(a) বিষয়বস্তুর সংগঠন ও সংস্থাপনা।

(b) বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টতা।

(c) দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাসহায়ক প্রদীপণগুলির উপযোগিতা ও উপযুক্ততা।

(d) পাঠ্যপুস্তকের গেটআপ, সাইজ, কাগজ, মুদ্রণ, লেখক, সংস্করণ ইত্যাদি।

পাঠ্যপুস্তক হল নীরব শিক্ষক। তাই ভাল পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, মুদ্রণে ও প্রকাশনে লেখক, ছাপাখানা ও প্রকাশকের সমান দায়িত্ব আছে। এ বিষয়ে কাউকে অবহেলা করা যায় না। রাজ্য শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তক অনুমোদন প্রসঙ্গে সার্থক পাঠ্যপুস্তকের লক্ষণগুলি স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়। আবার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ে পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে উক্ত লক্ষণগুলির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তা হলে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হবেন।[1]

(খ) সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা (Reference Books) : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের জন্যে সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি মূল পাঠ্য-পুস্তকের পরিপূরক বিষয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি সমাজশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ বিষয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান যেমন ইতিহাস, অর্থনৈতিক ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, যুক্তিবিজ্ঞান, গণিত ও অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মূল্য পাঠ্য বিষয়ের অনেক ব্যাখ্যা এসব সমাজবিজ্ঞান থেকেও সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া অতীতের বাণিজ্যের ইতিহাসকে সম্বল করে অনেক গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। এসব পুস্তকাদি পাঠে শিক্ষার্থীর অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান যে বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং পাঠোপযোগী শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী হিসেবে সহায়ক ও সমপর্যায়ভুক্ত পুস্তক পুস্তিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সহায়ক পুস্তকাদিকে কাজে লাগানর উপায় (How to utilise reference books) : সহায়ক পুস্তকাদিকে কাজে লাগানর জন্য শিক্ষকমহাশয় নিম্নরূপ উপায় অবলম্বন করতে পারেন :

প্রথমতঃ, বর্তমানে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে। সুতরাং বিদ্যালয় একাধিক লেখকের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষিত

1. গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি পূর্বেই অলোচিত হয়েছে।

করতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের একই বিষয় (Subject) পৃথক পৃথক উদাহরণ ও চিত্রাদি সহ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হয়। শিক্ষার্থীরা এরূপ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হলে একখানি অনুমোদিত পুস্তকের বিষয়বস্তু মুখস্ত করার চেষ্টা করবে না। এক সময় ছিল যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতেন। তখন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমাকে শিক্ষক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আয়ত্বাধীনে রাখার চেষ্টা করতেন। কোন প্রশ্নের উত্তর পুস্তকে লিখিত বিষয়ের সঙ্গে ভাষায় ও ভাবে মিলে গেল কি না সেটা লক্ষ্য করাই ছিল শিক্ষকের কাজ। এরূপ শিক্ষা যথেষ্ট সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই বহুবিধ অনুমোদিত পুস্তক ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান সুস্পষ্ট হয় ও বহুবিধ পুস্তক পাঠের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন পুস্তক অপেক্ষা আধুনিক পুস্তক পুস্তিকাতে আলোচিত সংজ্ঞা, বিবরণ, বিষয়বস্তুর সংস্থাপন, পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন অনেক বেশী উন্নততর। এগুলি হল আধুনিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও গবেষণার ফ শ্রুতি মাত্র। সুতরাং একাধিক আধুনিক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন, মনন ও গ্রহণযোগ্যতা বিশেষভাবে বিকশিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন বিষয়ের সংস্পর্শে আসবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে বর্তমানে বহু পুস্তক-পুস্তিকা মাতৃভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ের ছোট ছোট পুস্তিকা আজকাল মোটেই দুর্লভ নয়। আমাদের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে এসব পুস্তিকা গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করতে পারেন। সংগৃহীত পুস্তক-পুস্তিকার বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেমন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তেমনি এসব পুস্তক পাঠের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠের ও আরোপিত কর্ম (assignments) সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারেন। একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার্থীর সহায়ক পাঠনা (collateral reading) এবং পরিপূরক পাঠনাকে (supplementary reading) উৎসাহিত করা যায়।

(গ) **পত্র-পত্রিকা ও চলতি প্রসঙ্গ (Papers, journals and current affairs) :** সমসাময়িক প্রসঙ্গ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর নিকট অতি আকর্ষণীয় বিষয়।

সকলেই জানতে চায় বর্তমানে কি ঘটনা ঘটছে। শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা চতুস্পার্শ্বস্থ ঘটনা জানতে, শুনতে ও দেখতে চায়। বয়স্করা কি কথা বলেন, কি ঘটনা প্রতিবেশীর গৃহে ঘটলো ইত্যাদি শুনতে ও জানতে তারা আগ্রহী। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিশুই আঞ্চলিক পরিবেশ ছেড়ে দূরবর্তীস্থানে সংঘটিত ঘটনাবলী জানবার জন্যে আগ্রহী হয়। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে বা বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট থেকে সংবাদ শুনতে তারা ভালবাসে। চলতি প্রসঙ্গের প্রতি শিক্ষার্থীর এই আকর্ষণকে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কর্মে সহজে প্রয়োগ করতে পারি।

সমসাময়িক খবরাখবর সরবরাহের মাধ্যম হল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দৈনিক সংবাদবাহী পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পৌর ইত্যাদি নানা প্রকারের সংবাদ পরিবেশন করে। এসব সংবাদ বর্তমান সময়েরই ঘটনা এবং বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকে বলেই চলতি প্রসঙ্গ পাঠকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সবচেয়ে বেশী সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতীত অপেক্ষা বর্তমান ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করাও অতি সহজ। সাধারণ নির্বাচন,, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমস্যা, আমাদের খাদ্য, কৃষি, শিল্প, দেশের বেকার সমস্যা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ, পরিকল্পনার অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, আন্তরাষ্ট্রীয় অর্থ পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এক কথায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা চলতি ইতিহাস। এর মধ্যে গুজব ও চমকপ্রদ সংবাদগুলিকে বাতিল করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে নির্বাচন করে শিক্ষা সহায়ক বিষয় হিসেবে শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন।

কি ভাবে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়? (How to utilise the current affairs in teaching Economics and Civics) : প্রথমতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের সময় সমসাময়িক বা চলতি প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ প্রদানের সময় চলতি ঘটনার উল্লেখ করা হয় মাত্র কিন্তু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পরিপূরক বিষয় হিসেবে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়। অর্থনীতি বা পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয়টুকু আলোচনার সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকেও সবিস্তারে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে। যেমন, বেকার সমস্যা আলোচনার সময় এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের দেওয়া সংবাদটিকে বিশ্লেষণ করা উচিত।

তৃতীয়তঃ, পাঠ পরিকল্পনায় 'আয়োজন' পর্বে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সাময়িক খবর সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের অভিপ্রেত আলোচ্য পাঠ্যবিষয়ে পৌছান যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে সেদিনকার পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত সংবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বস্ত্র সমস্যা, বৈদেশিক ঋণ বা বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাটা কোম্পানীর বিভাগীয় ধর্মঘট আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রমবিভাগ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে অবতারণা বা আলোচনা করতে পারেন।

চতুর্থতঃ, পদ্ধতি হিসেবে চলতি প্রসঙ্গকে শ্রেণী ও ব্যক্তি পাঠনায় ব্যবহার করা যায়। সমস্যা, প্রকল্প, আরোপিত কর্ম, অবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের সময় চলতি প্রসঙ্গকে সামনে রেখে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলার খাদ্য আন্দোলনের সংবাদ উল্লেখ করে শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীকক্ষে খাদ্য সমস্যা ও তার প্রতিকারের প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তখন আগ্রহী হয়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সমস্যার খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক রচনা লিখন ইত্যাদি কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে চলতি প্রসঙ্গকে শিক্ষাদানের সার্থক সহায়করূপে প্রয়োগ করা শিক্ষকের কৌশল, সামর্থ্য, পরিচালন ক্ষমতা এবং সংবাদ নির্বাচনের উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে।

চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচনের নীতি (Principles of Selection of current affairs) : বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশনের জন্যে সমসাময়িক বার্তা নির্বাচন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় :

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের শ্রেণী, বয়স, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিচার ক'রে সেই অনুসারে চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রয়োজনীয় ও প্রচারমূলক গুজবগুলিকে ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা মিটাতে পারে এমন অর্থনৈতিক ও পৌরবিষয়ক সংবাদ নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ, বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষক কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে সেগুলিকে শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করবেন সেদিকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে নির্বাচিত চলতি প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়।

চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় এসব নীতি অনুসৃত হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চলতি প্রসঙ্গের উপযোগিতা (Utility of current affairs): প্রথমতঃ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা হল শিক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম। চলতি প্রসঙ্গ আলোচনা দ্বারা শিক্ষার্থীরা এসব পত্র-পত্রিকা পাঠে মনোযোগী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চলতি প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা এগুলিকে বিচার ও যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এবং পরস্পর বিরোধী মতবাদ ও সামঞ্জস্যহীন সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করে। ফলে প্রচার-মূলক মিথ্যা প্রসঙ্গ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয়তঃ, চলতি প্রসঙ্গপাঠে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তারা ক্রমশঃ সহনশীল, সহানুভূতিশীল হতে অভ্যস্ত হয়।

চতুর্থতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে যখন সমসাময়িক বা চলতি প্রসঙ্গ শ্রেণীকক্ষে আলোচিত হয় তখন শিক্ষার্থী সরাসরি বর্তমান সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ভাবী নাগরিকের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে গঠিত দৃষ্টিভঙ্গী জাতির অপরিহার্য সম্পদ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher) : চলতি প্রসঙ্গ থেকে শিক্ষালাভের উপযোগিতা ও সার্থকতা শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষককেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে খুবই সজাগ থাকতে হবে। চলতি সংবাদ আলোচনা উপলক্ষে শিক্ষককেও মতামত ব্যক্ত করতে হয়। কাজেই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, তাঁর বক্তব্য যেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এজন্য অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে। একাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকা পাঠ ক'রে শিক্ষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের সমসাময়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে— শিক্ষককে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হবে। যোগ্য, অভিজ্ঞ ও কৌশলী শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত ও পরিবেশিত হলে চলতি প্রসঙ্গ সত্যই শিক্ষার্থীদেরকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তুলতে পারে।

নবম অধ্যায়

অভীক্ষা ও মূল্যায়ন

(Testing and Evaluation)

১। ভূমিকা (Introduction) :

স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমনই হোক্ পরীক্ষা ব্যবস্থা সুদূর অতীতেও প্রচলিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবের মধ্যে সমগোত্রীয়দের যোগ্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে গৃহীত হত। এক্ষেত্রে তাদের শিকার-সন্ধানী যোগ্যতাই ছিল বড় কথা। আবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে মধ্য যুগীয় যোদ্ধাদের যোগ্যতা বিচার করা হত। এক্ষেত্রে শারীরিক শক্তি ও অস্ত্রবিদ্যার নিপুণতাই ছিল যোদ্ধার যোগ্যতার মাপকাঠি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অস্ত্রপরীক্ষার প্রচলন ছিল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রোণাচার্যের পরিচালনায় কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্র পরীক্ষা, পবিত্রতা বিচারে সীতার-অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি যোগ্যতা নিরূপণের দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন সাহিত্যে আবার মৌখিক (oral) পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা জানতে পারা যায়। এই প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ওল্ড টেষ্টামেণ্টে। Gileadites জর্ডান নদী অতিক্রমে ইচ্ছুক শত্রু Ephraimites-দের নিধনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার শর্তটি ছিল—শত্রুদের বলা হয়েছিল Shibboleth শব্দটি উচ্চারণ করতে। যাদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হয়ে Sibboleth-এর ন্যায় ভুল উচ্চারণ হল তারা শত্রুরূপে গণ্য হল; কারণ, শত্রুপক্ষ উপজাতিরা শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারত না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার Ephraimites-কে হত্যা করা হয়।

লিখিত পরীক্ষা (Written test) পদ্ধতি অতি আধুনিক বলে মনে হয়, কিন্তু সূত্র সন্ধানে জানা যায়, প্রাচীনকালেও কোন কোন দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীনে শাসন বিভাগীয় কর্মচারী নির্বাচনে

এই লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হত।[1] আর এটাই ছিল তাদের জাতীয় রীতি। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে প্রথম লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হয়।[2]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[3] ইংরেজ শিক্ষক রেভাঃ জর্জফিসার কৃতকার্যতা পরিমাপক বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective type test) গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ধন্য হলেন উইলিয়াম কাল (*William Mc Call*)।[4]

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রের নিতান্ত অভাব থাকার জন্য কোন সঠিক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হত। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে গৃহীত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাংশে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে এদেশে প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ও পদ্ধতি আজ বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। তবুও এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনে শিক্ষাকর্মে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২। শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন (Not Examination, but Evaluation in Education) :

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবন্ত ধারা। তার সজীব ধারায় প্রভাবিত হয় সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-প্রকৃতি,

1. The chinese, their education. philosophy and Letters : by W. A. P. Martin, New York. Harper and Brothers, 1881 P. 45—49.
2. Then and Now in Education (1845—1923) : World Book Co. Yonkers, New York : 1923. Chapter I Page—27.
3. Modern Method in Written Examination : A. R. Long Houghtod Uiffin Co. Boston, 1930 Page—2.
4. A New Kind of School Examination : William Mc Call. Journal of Educational Research ; 1920. P. 33—46.

হাব-ভাব, আচার-আচরণ, কর্ম প্রচেষ্টা আর তার ফলশ্রুতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই পরিবর্তন এল কি না তা বুঝবার একমাত্র উপায় হল পরীক্ষা। পরীক্ষাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি অনুধাবনের একমাত্র অন্যতম উপায়।

শিক্ষা ও তার উদ্দেশ্য

বর্তমানে পরীক্ষার পাশাপাশি মূল্যায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক হলেও উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও ভূমিকা এক নয়। পরীক্ষা শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়; পক্ষান্তরে মূল্যায়ন অতি ব্যাপক ও বহুমুখী উদ্দেশ্য দ্বারা অভিব্যক্ত। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পুঁথিগত বিদ্যার আংশিক বিচার করা যায় মাত্র; তার সম্পূর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংকীর্ণতা সম্পর্কে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পদ্ধতি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও যাচাই করে না। শিক্ষার্থীর বোধশক্তি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামর্থ্য ও কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় না। পরীক্ষা শব্দটির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির নিতান্ত অভাব। তাই আধুনিক শিক্ষায় পরীক্ষা শব্দের (Examination) পরিবর্তে মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। লিণ্ডকুইষ্ট (*E. F. Lindquist*) বলেন যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সঠিক বিকাশ যাচাই করার জন্য পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষা শব্দের ন্যায় মূল্যায়নও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে মূল্যায়ন দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড নয়—উহা সিদ্ধান্তে পৌছানর উপায় মাত্র। মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না। বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ প্রভৃতি সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষার প্রভাব ও তার ফলশ্রুতি যাচাই করাই হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার মৌলিক পরীক্ষা। সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ ক'রে শিক্ষার কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয়। উদ্দেশ্যগুলি হয় গভীর আগ্রহপ্রণোদিত। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হলে শিক্ষাসূচীর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

মূল্যায়নের মৌলিক ধারণ

শিক্ষার্থীর দেহে মনে পরিবর্তন আনবার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু (অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) নির্ধারণ করা হয়। তাই শিক্ষাকর্ম চলা কালে নানা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত পরিবর্তন এল কি না শিক্ষক তা লক্ষ্য করেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হলে জানা যায় যে নির্ধারিত বিষয়ের শিক্ষা অভিজ্ঞতার (learning experience) ফলাফল সার্থক। কোন নির্দিষ্ট ক্ষণে শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের ফলশ্রুতি বিচার করাকে মূল্যায়ন বলা যায় না। মূল্যায়ন হল একটা সজীব গতিশীল প্রক্রিয়া।[1] কতটুকু স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল, শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষা অভিজ্ঞতার (learning experiences) কার্যকারিতা এবং শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি কতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল—এই তিনটি বিষয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিচার করা হয়।

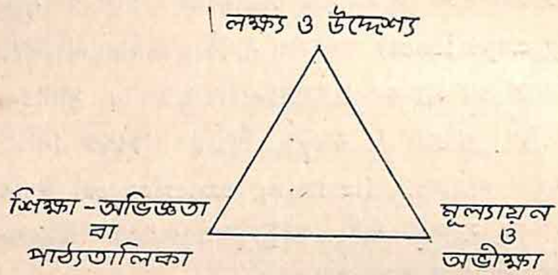
উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা উদ্দেশ্য (end), শিক্ষা-অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু (means) এবং মূল্যায়ন (evidence)—এই তিনটির মধ্যে একটা আন্তঃ-সম্পর্কের (Inter-relationship) সন্ধান পাই। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল কি না তা জানবার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যটি বিষয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম স্তরে আসে উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য পূর্ণ হল কিনা অথবা উদ্দেশ্যের কতটুকু অংশ সিদ্ধি হল তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য, শিক্ষা-অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের আন্তঃ সম্পর্ককে পরবর্তী পৃষ্ঠার (১৯২ পৃঃ) অনুরূপ ত্রিকোণাকারে স্থাপন করা যায়।

উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়নের সম্পর্ক

বর্ষশেষে একবার মাত্র লিখিত বা মৌখিক অথবা উভয়প্রকার অভীক্ষা দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, গুণ ও কৌশলাদির বিচার সঠিক ও বিচারসম্মত হতে পারে না। উদ্দেশ্যমুখী পাঠ্যতালিকার বিষয়াদি নিয়ে বিদ্যালয়ে সারা বৎসর পঠন-পাঠন কর্ম পরিচালিত হয়। শিক্ষাবর্ষের সর্বক্ষণ শিক্ষাকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, আচার-ব্যবহার, সামর্থ্য ও অভিরুচির প্রগতিমূলক পরিবর্তন

1. National Policy on Education, 1968
Govt. of India—P. 7

(progressive change) অবিচ্ছেদ্যভাবে আসতে থাকে। সুতরাং কোন বিশেষ সময়ের অভীক্ষা দ্বারা এই পরিবর্তন বিচার করা সম্ভব নয়। তাই সার্থক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন।



(i) শিক্ষারম্ভের সময় শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ রাখা ;

(ii) শিক্ষাবর্ষের সর্বক্ষণ শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন সূচিত হল, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার পূর্ণ বিবরণ রাখা ;

(iii) শিক্ষার্থীর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনের কতটুকু উন্নতমুখী অথবা সার্থকতার পথে এগিয়ে গেল, তা মূল্যায়ন বা প্রমাণ-ভিত্তিক আলোকে (light of evidence) বিচার বিবেচনা করা।[1]

মূল্যায়ন শিক্ষাকর্মের সর্বাংশের সঙ্গে জড়িত। শুধু মাত্র কৃতিত্ব (achievement) যাচাই বা পরিমাপ করা মূল্যায়নের কর্ম নয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা কতটুকু শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য সাধিত হল। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের কার্যকারিতা কতখানি এবং সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য পথে কতটুকু অগ্রসর হওয়া গেল তা পরিমাপ করা যায়।

---

1. The Concept of Evaluation in Education by N. C. E. R. T. Page—12

৩। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Of what use is Evaluation ?)

শিক্ষা এমনই একটি জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া যে শিশুর জীবনে অবিচ্ছেদ্য ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তনশীল পথে শিশু দিনে দিনে বর্ধিত ও বিকশিত হয়। আমাদের শিক্ষাধারা শিশুর জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্য কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন—এসব শিক্ষককে নিখুঁতভাবে জানতে হয়। তা জানবার একমাত্র উপায় হল মূল্যায়ন। কৃতকর্মের মূল্যায়ন ভাবী কর্মসূচীর ভিত্তি স্বরূপ।

মুল্যায়ন ভাবী কর্মসূচীর ভিত্তি

মেনজেল (*E. W. Menzel*) উপমা দিয়ে সুন্দর ভাবে কথাটি ব্যক্ত করেছেন। ছুতোর অথবা রাজমিস্ত্রী নির্ভুল ও সুন্দর ক'রে কাজ করবার জন্য বার বার পরিমাপক যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন। সেইরূপ শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্মের প্রগতি বিচারের জন্য লক্ষ্য করতে হয় তারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিনা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু বিকাশ লাভ করল, প্রয়োজনীয় জ্ঞান তারা লাভ করেছে কি না এবং লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছে কি না।

শিক্ষক নিজেও মূল্যায়নের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। শিক্ষাকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত শিক্ষা ও পরিবর্তনের মূল্যায়ন হল শিক্ষকের কর্মের মূল্যায়ন।

শিক্ষকের কর্মের মুল্যায়ন

স্বকর্মের মূল্য বিচার সর্বত্র প্রচলিত। উৎপাদনের প্রাচুর্যের দ্বারা কৃষকের শ্রমের বিচার হয়। আইন ব্যবসায়ীর যুক্তির মূল্যায়ন করেন জুরী। রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কর্ম যাচাই করেন গৃহকর্তা। পূর্ব নির্ধারিত ওষুধের প্রয়োগ ফলাফল না জেনে চিকিৎসক তাঁর রোগীর জন্য পুনরায় ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। রোগীকে রোগমুক্ত করাই হল চিকিৎসকের কাজ। তেমনি শিক্ষকের কর্মের যাচাই হয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে।

শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় কতকগুলি শিক্ষামুখী উদ্দেশ্য (Educational objectives) স্থিরীকৃত করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা হয় এই উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধি হল।

মুল্যায়ন উন্নততর শিক্ষণের সহায়ক

মুল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বোঝা যায় শিক্ষার্থী কতখানি অগ্রসর অথবা অনগ্রসর, তার দুর্বলতা ও কৃতিত্ব কোথায়। মূল্যায়ন মারফৎ শিক্ষক জানতে পারেন কোন পদ্ধতি হবে তাঁর শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট উপায় এবং প্রচলিত ও গৃহীত

ধারায় শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হল। শিক্ষাকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা প'ড়ে এই মূল্যায়ন ও ফলশ্রুতি দ্বারা। শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষককে ভালমন্দ বিচারে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক বিষয়বস্তু পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুন্দর পাঠ পরিচালনার উপায় (improvement of instruction) উদ্ভাবন করতে পারেন এবং শিক্ষাকর্মকে আরও উন্নততর, সার্থক ও উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে পারেন।

মূল্যায়ণ শিক্ষার্থীর আত্ম-বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়

মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষার্থীও উপকৃত হয়। একটু বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে নিজের শিক্ষা কতটুকু হল, তার কৃতকার্যতা অথবা অকৃতকার্যতার মূলে কি আছে, ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি ইত্যাদি। মূল্যায়ন এমনি করে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম করে তোলে। মূল্যায়নের প্রভাবে তারা কৃতকার্যতার উপায় উদ্ভাবন ক'রে নতুন পথে, নতুন উদ্যমে স্ব-স্ব কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

মূল্যায়ণ সর্বাত্মক শিক্ষণে আগ্রহ সৃষ্টি করে

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক পরীক্ষার সংকীর্ণতা দ্বারা প্রভাবিত। তারা জানে যে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত লব্ধ জ্ঞান অংশতঃ বর্ষশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে। সুতরাং তারা পাঠ্য বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু মুখস্ত করার জন্য তাদের উদ্যমটুকুকে শেষ করে দেয়। এক কথায় বর্তমান শিক্ষার্থীর পাঠপ্রক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অতি ব্যাপক। তাই শিক্ষার্থীরা যখন জানবে যে শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্য বিচিত্র উপায়ে (different devices) পরীক্ষিত হবে তখন তারা আত্মবিকাশ ও শিক্ষালাভের জন্য বহুমুখী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পন্থা অবলম্বন করবে।

মূল্যায়ন পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সাহায্য করে

পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, সমাজের চাহিদা এবং শিক্ষা মনস্তত্ত্ব দ্বারা উদ্দেশ্যগুলি স্থিরীকৃত হয়। সমাজ পরিবর্তনশীল, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং শিক্ষা মনস্তত্ত্বও প্রভাবিত। পরিবর্তনশীল সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার বিষয়সূচীও (Curriculum) নিয়ন্ত্রিত, পুনর্বিবেচিত ও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। মূল্যায়নের ফলশ্রুতি আমাদের পাঠ্য তালিকা পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করতে সাহায্য করে।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর অধীত বিষয় সম্পর্কিত লব্ধ-জ্ঞানের আংশিক পরীক্ষা করে না, এর ধারা শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণ, দক্ষতা, কৌশল, আচার, আচরণ, রুচিবোধ প্রভৃতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বহুমুখী। তার মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমাজসত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য। এই বিকাশ মানবতা বোধ, সার্বজনীনতা, জাতীয়চেতনা এবং বিশ্বজনীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং এই ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধন কখনও সংকীর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক ভ্রমণে, অঞ্চল পরিদর্শনে, অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যার কক্ষে এবং যাবতীয় শিক্ষা ও সমাজ পরিবেশে যা কিছু করল, জানল, শিখল এবং এর ফলে তার শারীরিক-মানসিক যা কিছু উন্নয়নমুখী পরিবর্তন হল, সব কিছুর বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। তাই পরীক্ষার সংকীর্ণতা ছেড়ে ব্যাপক মূল্যায়নের পথই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সকলেই উপকৃত হবেন। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার যেন কোন সম্পর্ক নেই। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট বিভীষিকা স্বরূপ, পরীক্ষার কথায় শিক্ষার্থীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, উৎকণ্ঠায় ওঠে নাভিশ্বাস। পরীক্ষা-পদ্ধতির সংকীর্ণতা এজন্য দায়ী। মূল্যায়ন শব্দটি ঠিক শিক্ষা শব্দের ন্যায় ব্যাপক। শিক্ষার্থী স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুসারে মূল্যায়নের মাধ্যমে যদি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছতে পারে তা হলে এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি না করে শিক্ষা লাভে জাগাবে উৎসাহ এবং মূল্যায়ন হবে প্রকৃত শিক্ষালাভের সোপান।

অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের গুরুত্ব

৪। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation Methods in case of Economics & Civics):

পাঠ্যবিষয় হিসেবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের দুটি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত। প্রথমটি হল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ও তার তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করা, আর দ্বিতীয়টি হল রাষ্ট্রের ভাবী সুনাগরিক এবং সমাজের আদর্শ সভ্য হিসেবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা। এই দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায় যে, প্রথমটির মাধ্যমে দ্বিতীয়টিতে পৌছে যাওয়াই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের অপরিহার্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিমাণ বিচার করার জন্য এমন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যের স্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ (valid evidence) পাওয়া যায়। শিক্ষালাভের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচার-ব্যবহার ও অভিরুচির পরিবর্তন (behavioural change) সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহের জন্য মূল্যায়নের বিবিধ প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

(i) ***লিখিত পরীক্ষা (Written Examination or Paper and pencil tests) :** এই পরীক্ষা প্রথা বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ প্রচলিত। তিন প্রকারে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়—রচনামূলক পরীক্ষা (Essay type-tests), নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective tests) এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষা (Short Question and Answer type tests)।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান, সমস্যার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বিষয়বস্তুর সংগঠন ও স্মৃতিমন্থন ক্ষমতা, লিখিতভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা—ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ii) **মৌখিক পরীক্ষা (Oral Examination) :** শিক্ষার্থীর পাঠের ক্ষমতা, উচ্চারণ ভঙ্গিমা, ভাষায় কৃতিত্ব, সংবাদ রাখার দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়ার জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষক মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।

(iii) **ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Examination) :** সাধারণতঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ের (Topics) জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। যেমন, বাজেট তৈরী, ভোট পরিচালনা, বিধান মণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় সংসদ পরিচালনা, বাণিজ্য সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ছাত্র সমবায় সমিতির

---

*লিখিত পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ ১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্বারা—ছোট্ট একখানি দোকান পরিচালনা করা যায়। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক ও পৌরজ্ঞানের পরিচয় জানা যায়।

(iv) **পর্যবেক্ষণ (Observation)** : সারাবৎসর শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, অভিরুচি, আচার-আচরণ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ (records) করতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে এইভাবে লিখিত বিবরণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচারের অনুকূলে অতি অমূল্য সম্পদ—সন্দেহ নেই।

(v) **সাক্ষাৎকার (Interview)** : পর্যবেক্ষণের ন্যায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানবার প্রকৃষ্ট উপায়।

(vi) **অনুসন্ধান-তালিকা (Check-list)** : অনুসন্ধান-তালিকার ব্যবহার এক ধরনের প্রশ্নোত্তর সূচক পরীক্ষা। এর মধ্যে কিছু বক্তব্য সহ প্রশ্ন দেওয়া থাকে। বক্তব্যের ভিতর থেকে প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে এই অনুসন্ধান তালিকার ব্যবহার করলে প্রশ্নের উত্তরগুলির তাৎপর্য অনুসারে শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। প্রশ্নগুলি সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(vii) **শিক্ষার্থীর উৎপাদন সামগ্রী (Pupil products)** : অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা মানচিত্র, গ্রাফ, টেবলস্, নক্সা, চার্ট প্রভৃতি নিজেরাই অঙ্কন করবে। এই অঙ্কিত বিষয়গুলি তাদের কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় ও প্রমাণ দাবি করে। সুতরাং এই উৎপাদিত সামগ্রীগুলির মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর সৃষ্টিধর্মী সামর্থ্যের যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়।

(viii) **বিবরণ (Records)** : বিবরণ নানা প্রকারের হতে পারে; যেমন, শিক্ষার্থীর দিনলিপি (Pupils' diary), বিশেষ ঘটনা লিপি (Anecdotal records) এবং সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (cumulative records) ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর দিনলিপি দ্বারা তার আচার-ব্যবহার, অভিরুচি, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয় অবগত হওয়া যায়। বিশেষ ঘটনা লিপি তৈরী করেন শিক্ষক। এই বিবরণে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বা বিশেষ অবস্থায় শিক্ষার্থীর সবিশেষ পরিচয় লিখিত হয়। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর শারীরিক-মানসিক যাবতীয় পরিবর্তনের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং মূল্যায়ন পরিপ্রেক্ষিতে এসব বিবরণের মূল্য নিতান্ত কম নয়।

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা উদ্দেশ্যমুখী (Objective based) যে কোন এক বা একাধিক অভীক্ষা ব্যবহার করতে পারি। তবে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিচারের জন্য অধিক সংখ্যক অভীক্ষা প্রণালী (Device) বা পদ্ধতি (Method) প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত। আবার সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ধারক সূচী (Rating Scale) ব্যবহার করা উচিত। এই সূচী শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

৫। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি (Examination system in vogue) :

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে তিন প্রকার পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে। যথা,

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral tests)

(খ) লিখিত পরীক্ষা (Written tests)

*(গ) আরোপিত কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা (Assignment tests)

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral tests) : মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা অতি প্রাচীন। কোন বিশেষ বিষয়ে লব্ধজ্ঞানের সুস্পষ্টতা বিচারার্থে ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিচার করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সঙ্কোচ ও শৈথিল্য অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সঠিক মূল্যায়ন এই পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

সমাজজীবনে কথার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা একটা অপরিহার্য গুণ। অনেকে ভাল লিখতে পারেন, অথচ বলতে পারেন না। ফলে জীবনে অনেক সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে ভাব প্রকাশে সাহায্য করা শিক্ষাকর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে মাঝে মাঝে 'সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Interview and Questionaire methods) প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সারা বছরে একবার বা দুবার পরীক্ষা গ্রহণ না করে মাঝে মাঝে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা দুটি কাজ এক সঙ্গে

---

* ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হতে পারে—প্রথমতঃ, 'সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর' পদ্ধতির প্রয়োগ ; দ্বিতীয়তঃ, মৌখক পরীক্ষা গ্রহণ। পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন ক'রে তার বিবরণ (record) রাখা উচিত। বাৎসরিক বা ষান্মাষিক পরীক্ষা সূচীতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের অসুবিধা থাকলেও উক্ত বিবরণ শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ (Promotion) ও যোগ্যতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হতে পারে।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা (Written tests) :** সাধারণতঃ নিম্নরূপ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত। যথা,

(১) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective tests) ;

(২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক পরীক্ষা (Short question and Answer type tests) ;

(৩) রচনামূলক পরীক্ষা (Essay type tests);

(৪) আরোপিত কর্মভিত্তিক পরীক্ষা (Assignment tests)

(১) **নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা :** নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপর নাম বিষয়াত্মক (objective) পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে অতি আধুনিক কালে। এখন এই পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রশ্নের সংগঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। তাই একে নতুন ধরনের পরীক্ষাও (New type tests) বলা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সুবিধা : এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হল, এ পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ (objective) বা নৈর্ব্যক্তিক। এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইএর প্রবণতা অধিক। পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ ব্যক্তি সাপেক্ষতা (Subjectivity) থেকে এ পদ্ধতি মুক্ত। সুতরাং এই প্রথার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার মূল্যায়ন যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হয়। সেজন্য এই পদ্ধতিকে আমরা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতে পারি। এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট থাকে। ফলে শিক্ষার্থীর উত্তরের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নির্দিষ্ট উত্তরের সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তর এক হলে নম্বর যথাযথ ভাবে বসান যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থী নোটবই, সাজেস্‌দান (Suggestion) ইত্যাদি প'ড়ে পরীক্ষা পাশ করতে পারে না। কারণ এতে প্রশ্ন থাকে বহু এবং

সমগ্র পাঠ্যপুস্তকটির উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক ভাবে জ্ঞান লাভ না ক'রে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর এক বা দু-কথায় অথবা শুধু চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া যায়। ফলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব এবং এতে পরীক্ষার্থীর পরিশ্রম কম হয়। তেমনি পরীক্ষকও অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক খাতায় (Answer scripts) নম্বর (scoring) দিয়ে শ্রম বাঁচাতে পারেন।

চতুর্থতঃ, প্রশ্নকর্তা ছাড়াও যে কোন পরীক্ষক শিক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা করতে পারেন; কারণ, অনেক উত্তর প্রশ্নের সঙ্গেই দেওয়া থাকে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় অসুবিধা: প্রথমতঃ, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যয় বহুল; কারণ ব্যাপক বিষয়ের উপর বহু সংখ্যক প্রশ্ন তৈরী করতে হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত অন্যের পক্ষে প্রশ্নপত্র রচনা করা দুরূহ।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ভাব, ভাষার নিপুণতা ও রচনা কৌশলের উপর এই পরীক্ষা প্রথায় মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শুধু বিষয়গত জ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ও গুণবিকাশের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এই অভীক্ষায় দোষের পরিপ্রেক্ষিতে স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেন: The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins. এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে প্রশ্নের উত্তর লেখে। পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি যাচাই করার সুযোগ এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নেই বললেও চলে। সুতরাং পরীক্ষার্থীর মৌলিকতার পরিমাপ করা এই অভিক্ষায় সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, এক-কথা দু-কথায় উত্তর লেখা সম্ভব, তাই পরীক্ষার্থীরা পারস্পরিক সাহায্য লাভের সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অসৎ উপায়ে মাত্র কয়েকটি সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে পারলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থতঃ, এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র হয় সুদীর্ঘ। প্রশ্নপত্র ছাপান খরচ এত বেশী যে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয় তা বহন করতে পারে না। সুতরাং এই অর্থনৈতিক অন্তরায় সার্থক নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের পথে বিরাট বাধা।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন ও তার নিদর্শন: নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দোষ-গুণ বিচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে এ অভীক্ষা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ এবং এর

দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ধারণা (concepts), বোধশক্তি (understandnig), আচার-আচরণ (behaviour) ইত্যাদি সম্পর্কে প্রামাণিক বা যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্ভব হয় না। তবে উদ্দেশ্য ভিত্তিক (objective based) প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারলে অনেকখানি সার্থকতার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সুখী বিষয়াত্মক অভীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পরিবেশন করা হল:

সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion tests): এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে এক বা একাধিক শব্দ উহ্য থাকে। শিক্ষার্থীকে শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞানের সমস্যা ঘটিত এবং কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত অংশগুলির উপর এই ধরনের প্রশ্ন রচনা করা সহজসাধ্য।

দৃষ্টান্ত:

*__উদ্দেশ্য:__ জ্ঞান বিচার।

নির্দেশ: নিম্নের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কল্পনা প্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ.........এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান।

(খ) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হল.........কারবার।

(গ) নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি.........স্বীকার করা।

(ঘ).........ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়।

(ঙ) মুদ্রাযন্ত্র, বেতার ও চলচ্চিত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সভা সমিতি, রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং আইন সভা হল.........প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যম।

সত্যমিথ্যা নির্ধারণ (True and False type tests): এ ধরনের প্রশ্নে সাধারণতঃ সত্য ও মিথ্যা বিষয় দিয়ে বক্তব্য (statement) রাখা হয়। সত্য বিষয়টির পার্শ্বে কোন চিহ্ন বসাবার জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অনেক সমালোচকের মতে অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রশ্ন না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, অনেক সময় শিশুর উপর মিথ্যার প্রভাব অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিমতও অনেক

* উদ্দেশ্যটি সর্বক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রশ্নপত্রের অংশ নয়।

সময় প্রাধান্য সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষার্থীর মনে ভুল প্রশ্ন থেকে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তবে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু কিছু সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রশ্ন দেওয়া চলে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত।

দৃষ্টান্ত : (১)

উদ্দেশ্য : জ্ঞান ও অভিরুচি বিচার।

নির্দেশ : নিম্নের ভুল উক্তির পাশে 'না' এবং শুদ্ধ উক্তির পাশে 'হাঁ' বসাও।

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(খ) রাষ্ট্র ব্যক্তি বিকাশের উপযোগী অধিকারগুলিকে স্বীকার করে ও তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

(গ) ভারতে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন, তাই পরিকল্পনার প্রথম অবস্থায় শাসনতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) ভারতের ন্যায় অধোন্নত দেশে শিল্প প্রসারের অপরিহার্য সর্ত হল কারিগরি শিক্ষার প্রসার।

দৃষ্টান্ত (২)

উদ্দেশ্য : প্রমাণভিত্তিতে বিচারের ক্ষমতা।

নির্দেশ : নিম্নের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেটি বা যেগুলি তোমার কাছে ঠিক বলে মনে হয় তার পার্শ্বে '√' চিহ্ন বসাও :

(ক) কিভাবে শর্করা শিল্পের উন্নতি হয় ?

(i) ইক্ষুচাষ বৃদ্ধির দ্বারা।
(ii) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দ্বারা।
(iii) চিনির রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা।
(iv) শ্রমিকের মজুরী হ্রাস ক'রে।
(v) বড় বড় সহরে কারখানা তৈরী ক'রে।

(খ) টাটা নগরে ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হয়েছে ; কারণ,

(i) ঝরিয়া ও সিংভূমে লৌহ খনি আছে।
(ii) এখানে শ্রমিকের যোগান যথেষ্ট।
(iii) এখানকার জলবায়ু শিল্প প্রসারের অনুকূল।
(iv) পশ্চাৎভূমি খুব উর্বর
(v) কয়লা ও লৌহের একত্র সমাবেশ।

স্মৃতিমন্থন অথবা প্রশ্নোত্তর (Recall or question-answer Type tests) : [এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। এর উত্তর সহজ, সরল ও অল্প কথায় হয়। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে কতকগুলি পরিসংখ্যান, তত্ত্ব, আবিষ্কর্তা বা প্রবর্তকের নাম ইত্যাদি মনে রাখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে এই স্মৃতিমন্থন প্রশ্ন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। তবে বলা বাহুল্য, অল্প-বিস্তর সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তরদানের সময় স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন হয়।]

দৃষ্টান্ত :

উদ্দেশ্য : জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বিচার।

নির্দেশ : নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক বা যতদূর সম্ভব কম কথায় দাও।

(ক) ভারতের মোট লোকসংখ্যা কত ?

(খ) ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ?

(গ) ভারতের শাসনতন্ত্র কবে থেকে কার্যকরী করা হয় ?

(ঘ) ভূ-দান আন্দোলনের প্রবর্তক কে ?

(ঙ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ?

মিলনকরণ অভীক্ষা (Matching tests) :

দৃষ্টান্ত :

উদ্দেশ্য : পৌর কর্তব্য, ভৌগোলিক উপাদান, সময়ানুক্রমিক ধারা, সরকারের সংগঠন, কর্মধারা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান বিচার।

নির্দেশ : নিম্নের দু'-সারির সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদিকে যথাযথভাবে সাজাও। মাঝখানে যে বন্ধনী আছে তার মধ্যে বাম সারির সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের নম্বরটি বসাও।

প্রথম সারি		দ্বিতীয় সারি
১। কৌটিল্য	( )	মসলিন্
২। গণতন্ত্র	( )	ব্যাংকের কাজ
৩। একনায়কতন্ত্র	( )	অর্থশাস্ত্র
৪। জামসেদপুর	( )	একজনের শাসন
৫। নতুন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হয়	( )	ইস্পাত কারখানা
৬। ঢাকা	( )	জনগণের শাসন
৭। ঋণ ও বিনিয়োগ	( )	১৯৫০ খ্রীঃ

সঠিক উত্তর নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice tests) :

উদ্দেশ্য : অর্থনৈতিক ও পৌর বিষয়ক জ্ঞান বিচার।

নির্দেশ : নিম্নে কতকগুলি উক্তি ও তাদের সম্ভাব্য উত্তর, মতামত, ব্যাখ্যা বা কারণ দেওয়া আছে। সঠিক উত্তর বা উত্তরগুলির পাশে '✓' চিহ্ন বসাও।

(ক) উৎপাদনের উপাদান—জমি, সুদ, শ্রম, খাজনা, মূলধন, মজুরী, সংগঠন ও মুনাফা।

(খ) টাকাকড়ির কার্যাবলী হল :

(i) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কার্য

(ii) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য

(iii) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কার্য

(iv) দেনা পাওনার মান হিসেবে কার্য

(v) উৎপাদন ও যোগানে ভারসাম্য রক্ষার কার্য

(vi) সরকার পরিচালনার কার্য।

(গ) কর সংগ্রহের নীতি :

(i) সমতার নীতি

(ii) নিশ্চয়তার নীতি

(iii) সুবিধার নীতি

(iv) ব্যয় সংক্ষেপের নীতি

(v) পরিবর্তনশীলতার নীতি

(vi) উৎপাদনশীলতার নীতি

(vii) সরলতার নীতি

(viii) যোগান-চাহিদার নীতি

(ix) সঞ্চয় সংগ্রহের নীতি

(x) শ্রমবিভাগের নীতি

(xi) আর্থিক মূলধন সংগ্রহের নীতি

(ঘ) মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, কারণ :

(i) মেয়েদের রাজনৈতিক সম-সুযোগ দান।

(ii) নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য।

(iii) নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য।

(iv) গণতন্ত্রকে সার্থক করার জন্য।

(v) ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য।

(vi) রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্য।

(ঙ) আইনের উৎস হল :

প্রথা, ধর্ম, সামাজিক উন্নয়ন, বিচারের রায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, ন্যায় বিচার, মুদ্রাস্ফীতি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, আইন-প্রণয়ন, সুনাগরিক সৃষ্টি।

(চ) রাজ্য সরকারের কর্তব্য কর্মাদি :

জেলা শাসক নিয়োগ, রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা, মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা, আন্তঃরাজ্য যানবাহর নিয়ন্ত্রণ।

সংজ্ঞা নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Definition type Tests) : এইশ্রেণীর প্রশ্নে কতকগুলি বিষয়ের সোজাসুজি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বলা হয়। যেমন,

প্রশ্ন : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ভোট, নির্বাচক মণ্ডলী, কুসংস্কার, রাষ্ট্র, সম্পদ, উপযোগ, জমি ও জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর।

তবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত উপায়ে প্রশ্ন করাই যুক্তিযুক্ত। যেমন,

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্য থেকে 'গণতন্ত্রের' প্রকৃত সংজ্ঞাটি বাছাই কর :

(ক) গণতন্ত্রের অর্থ রাষ্ট্রপতির শাসন,

(খ) গণতন্ত্র হল একনায়কতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি,

(গ) জনগণের সার্থে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র,

(ঘ) জনগণের প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র,

(ঙ) গণ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়।

(চ) জনগণের দ্বারা, জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের শাসনই গণতন্ত্র।

(২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক পরীক্ষা (Short question and answer type tests) : এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সরল, সহজ ও ছোট ছোট হয় এবং উত্তরগুলি হয় অল্প কথায় অথচ যথাযথ। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার

প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক অভীক্ষার পর্যায়ে পড়ে; যেমন, সংজ্ঞা নির্ণেয়ক অভীক্ষা, যোগসূত্র নির্ণেয়ক অভীক্ষা, পার্থক্য নির্ণেয়ক অভীক্ষা। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত উত্তর সূচক বহুরকমের প্রশ্নপত্র রচনা করা সম্ভব। এগুলি রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে অংশত জড়িত। রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর সুদীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হয় খুব সংক্ষিপ্ত।

(৩) রচনামূলক পরীক্ষা (Essay Type tests): অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই মূলতঃ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অভিরুচি, বুদ্ধি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিচার এই পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও পৌর সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা, অভিরুচি, ন্যায়-অন্যায় ও যুক্তি-বিচারের ক্ষমতা, শিক্ষার্থীর স্বীয় মতামত, ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের দক্ষতা যাচাই করা এরূপ অভীক্ষায় সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই রচনাধর্মী পরীক্ষা ও তদনুরূপ উদ্দেশ্যমুখী (Objective based) প্রশ্নপত্র রচনার ব্যবস্থা। রচনামূলক পরীক্ষায় (Essay type tests) নির্ভর যোগ্যতা

ত্রুটি

(reliability), প্রয়োগশীলতা (administrability), পরিমিততা (economy), যথার্থতা (validity), বাস্তবতা (practicability) এবং নির্দিষ্ট মানের (norm) অভাব থাকলেও কতকগুলি সুবিধা এ পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান।

প্রথমতঃ, এই পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে স্বীয়

গুণ

দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ভাব প্রকাশের মাধ্যমে রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাখ্যা, যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে এই পরীক্ষায়। চতুর্থতঃ, পরিচালনার দিক থেকে রচনাধর্মী পরীক্ষায় যথেষ্ট সুবিধা আছে। এর প্রশ্নপত্র রচনা সহজ এবং ছাপাবার খরচ এত কম যে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি সহজে ব্যয়ভার বহন করতে পারে। অধিকন্তু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অপেক্ষা রচনাধর্মী পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকে কম।

[রচনাধর্মী প্রশ্নের সঙ্গে আমরা সর্বাধিক পরিচিত। তাই কোন প্রশ্নের নিদর্শন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।]

(৪) আরোপিত কর্মভিত্তিক পরীক্ষা (Assignment Tests):
যে কোন একটি বা দুটি পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়; তাই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার গৃহকর্মের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই নির্দেশগুলিতে এমন প্রশ্নের জবাব চাইতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রেরণা জাগরিত হয় এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়ক পুস্তক, পত্র-পত্রিকাদি পাঠ করতে হয়। এইভাবে বহু চেষ্টার ফলে শিক্ষার্থী নির্ধারিত প্রশ্নের যে জবাব তৈরী করবে, শিক্ষক সেই উত্তরটুকু বিচার ক'রে নম্বর (scoring) বসাবেন। এই নম্বর দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি সম্পর্কে রেখাচিত্র (Graph) সংরক্ষণ করতে পারেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এরূপ নির্ধারিত কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে। প্রশ্নের জবাব ছাড়া মানচিত্র, গ্রাফ, চার্ট, নক্সা প্রভৃতি তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া যায়। স্বহস্তে অঙ্কনের ফলে শিক্ষার্থী বিষয়টিকে যেমন সবিস্তারে জানবার সুযোগ পায়, তেমনি শিক্ষা হয়ে ওঠে কর্মমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী। শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজ কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হ'লে এই নম্বর এবং রেখাচিত্র হবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষার উপযোগী মাপকাঠি।

৬। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে সার্থক মূল্যায়নের উপায় (Means of Perfect Evaluation):

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের সার্থক মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

বিষয়-তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

প্রথমতঃ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত বিষয়। বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে বিষয়টি ঘনিষ্টভাবে অন্বিত। বাস্তব পরিবেশে মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পৌর নানা সমস্যায় আবর্তিত। এসব সমস্যা সামাজিক মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও অপরিহার্য বিষয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মানুষের এই অপরিহার্য সমস্যাবলীর বিষয় আলোচনা করে। প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত এই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট। প্রথম উদ্দেশ্য হল অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন। দ্বিতীয়টি

হল শিক্ষার্থী যেন বিষয়জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তিবিকাশের সুযোগ লাভ করে। পরিপূর্ণ ব্যক্তিবিকাশ সম্ভব হবে সমাজের আদর্শ সদস্য এবং রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে বাঞ্ছনীয় গুণ, কৌশল ও সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে। মূল্যায়নের পূর্বে বিষয়বস্তু ও তার পাঠের এই উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পাঠক ও তার বৈশিষ্ট্য বিচার

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীরাই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ করে। আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়রূপে স্থিরীকৃত করেছেন। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত। এই বয়সে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবিকাশে পরিপূর্ণতা আসতে থাকে। তাই এই সময় শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, আত্মসচেতনতা, আদর্শবাদ ও কর্ম চঞ্চলতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।[1]

এই বয়সে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-অন্যায় ও যুক্তি বিচারের ক্ষমতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা পরিপূর্ণ আকারে অভিব্যক্ত হতে থাকে। সুতরাং এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপযোগী পাঠ্য বিষয় এই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান—এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পরীক্ষা ব্যবস্থার

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ

স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমন মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেন আমরা প্রথমতঃ, বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীর পরিবর্তন ও প্রয়োজন সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হল সে সম্পর্কে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। এমন ব্যাপক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রচলিত একাধিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই সম্ভব।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত লিখিত পরীক্ষাগুলির

বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষার সমন্বয়

মধ্যে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ উভয় প্রকার পরীক্ষার দোষ ও গুণ বিদ্যমান। আবার উভয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নিরসন করা যেমন সহজ তেমনি আবার যুগ্ম উপযোগিতা লাভ করা দুরূহ নয়।

1. তুলনীয়: "They crave for activity, knowdge and excitement. They like competition, co-operation, sociability, play and work."

তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সমন্বয় বিধানও একান্ত অপরিহার্য। এসম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের মতামত প্রণিধান যোগ্য। কমিশন বলেন,[1] রচনাধর্মী পরীক্ষার নিজস্ব মূল্য বিদ্যমান। এই পরীক্ষার মাধ্যমে এমন কতকগুলি বিষয় যাচাই করা যায় যা অন্য অভীক্ষায় সম্ভব নয়। কিন্তু এ পরীক্ষা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের একমাত্র উপায় নয়। এ পরীক্ষার অন্যতম অসুবিধা হল, ইহা ভাব প্রকাশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতি অনুসারে সকল শিক্ষার্থীর এ ক্ষমতা থাকে না। রচনাধর্মী পরীক্ষার এই ব্যক্তিমুখীনতা (subjectivity) নিরসনের জন্য উক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রচলন প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে কোঠারী কমিশন বলেন, শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় গুণ ও কৌশল বিকাশের যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় এই মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে। সুতরাং মূল্যায়ন প্রণালী হবে যুক্তিসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ এবং বাস্তব। ভারতে বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়নের সাধারণ পদ্ধতি (বলা যায় একমাত্র পদ্ধতি) হল লিখিত পরীক্ষা। এই লিখিত পরীক্ষার উন্নয়ন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত কৃতিত্বের পরিমাপ হয় যুক্তিসিদ্ধ ও নির্ভর যোগ্য।[2] তাহলে রচনাধর্মী ও বস্তুধর্মী পরীক্ষার সমন্বয় সাধন নিতান্ত অপরিহার্য।

প্রশ্নপত্র রচনার প্রস্তাব (Suggestion)

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই এই বিষয়ের একটা অংশ বিশেষভাবে আলোচনামুখী ও যুক্তিধর্মী। যেমন, বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যোগান-চাহিদা ও ভোগের সম্পর্ক, জাতীয় আয়-ব্যয় ও তার হিসাব পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা স্বাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং এসব বিষয়বস্তুর উপর রচনাধর্মী প্রশ্ন তৈরী করা যায়। পৌরবিজ্ঞানে এরূপ আলোচনা স্বাপেক্ষ বিষয়ের পরিমাণ

1. The essay type examination has its own value. It tests certain capacities which cannot be otherwise tested. But it cannot be the only test for measuring the attainments of pupils. One of its greatest disadvantages is that it giv s under weight to the power of verbal expression in which so many individual differences exist. In order, therefore to reduce the element of subjectivity of the essay type tests, objective tests of attainment should be widely introduced side by side.

Report of the Secondary Education Commission. P. 147—49.

2. Report of the Education Commission. (1964-66) P. 243.

অধিক। আবার অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে বস্তুমুখী বিষয়ের পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। যেমন, পৌর কর্তব্য, নাম-ধাম, সন-তারিখ, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, মূল্যসূচী, যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি এই বস্তুমুখী বা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। সুতরাং রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক—এই উভয়প্রকার প্রশ্নের* সমন্বয় সাধন দ্বারা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্থিরীকৃত করা যায়।

বিদ্যালয়ে গৃহীত নানা ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা, আভ্যন্তরীন (internal) ও বহির্বিভাগীয় (external)। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক পরীক্ষা (weekly examination), আন্তঃ পরীক্ষা (Terminal examination) এবং বাৎসরিক পরীক্ষা (Annual Examination) গ্রহণের প্রথা প্রচলিত। এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিমুখী পরীক্ষার সমন্বয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারেন। তাহলে পরীক্ষা গ্রহণ অনেকখানি সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে। তবে বিদ্যালয়ের পাঠ-শেষে গৃহীত বহির্বিভাগীয় পরীক্ষায় (External Examination) অর্থাৎ স্কুল ফাইন্যাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কোন ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকে না। অথচ বহির্বিভাগীয় পরীক্ষা পাশের উপায় নির্ধারিত হয় বিদ্যালয়ে। পরীক্ষামুখী (Examination oriented) শিক্ষা ব্যবস্থার বড় ত্রুটি হল বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বহির্বিভাগীয় পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বহির্বিভাগীয় পরীক্ষায় বস্তুধর্মী ও ব্যক্তিমুখী পরীক্ষার সমন্বয় প্রক্রিয়া যতশীঘ্র গৃহীত ও সমাদৃত হয় ততই মঙ্গল এবং ইহাই সর্বজন কাম্য।

প্রশ্নপত্র রচনা ও ব্যবহারের সুযোগ

শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট বিষয় (অর্থাৎ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও পরিবর্তন সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহের উপায় হিসেবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তির পরীক্ষার সমন্বর সাধন যথেষ্ট নয়। এর জন্য শিক্ষার্থীর সারা শিক্ষাবর্ষের কর্মের মূল্যায়ণ প্রয়োজন। দেহে-মনে-বুদ্ধিতে শিক্ষার্থী যদি গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে,

সার্থক মূল্যায়ন

* প্রশ্নপত্র রচনা কৌশল এই অধ্যায়ের শেষাংশে প্রদত্ত হল।

তবেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় পাওয়া যাবে গৃহ পরিবেশে, সমাজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, স্থান পরিদর্শনে, হাট-বাজার-মেলা ও উৎসবে, খেলার মাঠে, ক্লাবে ও অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের কক্ষে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষককে এই পরিচয় পত্র সংরক্ষণ করা যুক্তি সঙ্গত। এরূপ পরিচয় পত্রকে বলা হয় সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (Cumulative Record)।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় :

(ক) পারিবারিক পরিচয়,

(খ) পাঠোন্নতির পরিচয়,

(গ) গঠনমূলক কর্ম-প্রবণতার পরিচয়,

(ঘ) সামাজিকতা-পরিচয়,

(ঙ) স্বাস্থ্য-পরিচয়,

(চ) ব্যক্তিত্ব-পরিচয়

(ছ) বিশেষ প্রবণতা পরিচয়,

(জ) সাধারন মন্তব্য।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক এই বিবরণ রাখবার অধিকারী। কারণ তাঁকেই অধিক সময় শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাটাতে হয়। শ্রেণীকক্ষে, সমাজকক্ষে, কর্মক্ষেত্রে তিনিই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন। সুতরাং শিক্ষক কর্তৃক সংরক্ষিত বিবরণ (Record) শিক্ষার্থীর পূর্ণ পরিচয় প্রদান করতে পারে। বিদ্যালয়ে গৃহীত অভীক্ষার বিবরন (Progress Report) এবং পরিমাপক সূচক (Rating sheet) সহ সর্বাত্মক পরিচয় পত্রকে (Cumulative Record) পাশাপাশি রেখে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার বিচার করলে সেই বিচার হবে যথাসম্ভব নিখুঁত ও যুক্তিসিদ্ধ। উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করার সময় এভাবে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা বিচার বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়ন শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। শুধু রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সমন্বয়ের দ্বারা সার্থক মূল্যায়ন হতে পারে না। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, ও সামাজিক সত্তার উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ যথাসম্ভব যুক্তিসিদ্ধ ও প্রামাণ্য হলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সার্থক হবে এবং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে—সন্দেহ নেই।

প্রশ্নপত্র রচনা পরিকল্পনা ঃ

তিন প্রকার প্রশ্নের সমন্বয়—	(১)	রচনাধর্মী প্রশ্ন—	৫০ নম্বর
	(২)	সংক্ষিপ্ত উত্তর সূচক প্রশ্ন—	৩০ নম্বর
	(৩)	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন—	২০ নম্বর
		মোট	১০০ নম্বর

উদ্দেশ্য ঃ (১) জ্ঞান, (২) অনুধাবন ক্ষমতা (৩) যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা।

বিষয়বস্তু ঃ অর্থনীতি ১ম—৪র্থ অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞান ১ম—২য় অধ্যায়

প্রশ্নের ভাষা হবে উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরীক্ষার অনুকূল ও সুস্পষ্ট।

প্রতিটি প্রশ্ন বাধ্যতামূলক (Compulsory)। ঐচ্ছিক উত্তরের জন্য প্রশ্ন নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই।

এরূপ প্রশ্ন পত্র রচনার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছকের সাহায্য নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

ছকের ব্যাখ্যা ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর থেকে শিক্ষার্থীর অনুধাবন ক্ষমতা, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়। এখানে অর্থনীতির ১ম অধ্যায় থেকে একটি, ৩য় অধ্যায় থেকে একটি, ৪র্থ অধ্যায় থেকে একটি এবং পৌরবিজ্ঞানের ১ম অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নের ভাষা এমন হবে যেন তার উত্তরটি দ্বারা শিক্ষার্থীর যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিচার বা পরীক্ষা করা যায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর সূচক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা বিচার করা যায়। এখানে অর্থনীতির দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুটি প্রশ্ন, তৃতীয় অধ্যায় থেকে দুটি এবং পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুটি প্রশ্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রশ্নের ভাষা হবে উদ্দেশ্যমুখী।

বস্তুবাচক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান বিচার করা সহজসাধ্য। তাই বস্তুবাচক প্রশ্নগুলি জ্ঞান বিচারের জন্য অর্থনীতির ১ম, ২য়, ৩য় এবং পৌরবিজ্ঞানের ১ম অধ্যায় থেকে দেওয়া হল। এ-প্রশ্ন স্মৃতিমন্থন, সত্য মিথ্যা বিচার প্রভৃতি যে কোন প্রকারের হতে পারে। যদি বস্তুধর্মী প্রশ্ন যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয় তবে ছকের তৃতীয় খণ্ডে তার নির্দেশ থাকবে। যেমন, সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়, সংজ্ঞা নির্ণেয়ক প্রশ্নদ্বারা বিচার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়।

প্রশ্নপত্র রচনা পরিকল্পনা

বিষয় ও অধ্যায়	জ্ঞান			অনুধাবন ক্ষমতা			যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা			নম্বর
	রচনাধর্মী প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	বস্তুবাচক প্রশ্ন	রচনাধর্মী প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	বস্তুবাচক প্রশ্ন	রচনাধর্মী প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	বস্তুবাচক প্রশ্ন	
অর্থনীতি ১ম অধ্যায়			৫				১০			১৫
অর্থনীতি ২য় অধ্যায়		৫ × ২ = ১০	৫							১৫
অর্থনীতি ৩য় অধ্যায়			৫		৫ × ২ = ১০		১০			২৫
অর্থনীতি ৪র্থ অধ্যায়				১০						১০
পৌরবিজ্ঞান ১ম অধ্যায়			৫	১০						১৫
পৌরবিজ্ঞান ২য় অধ্যায়		৫ × ২ = ১০					১০			২০
নম্বর		২০	২০	২০	১০		৩০			মোট নম্বর ১০০

দশম অধ্যায়

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক

(The Teacher of Economics and Civics)

১। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানে শিক্ষকের গুরুত্ব (Importance of the teacher in teaching Economics and Civics):

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নবজাগরণের সাড়া পড়েছে। আজ ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষায় সুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পালা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে সর্বপ্রথম পাঠ্যরূপে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। সুতরাং বিদ্যালয় স্তরে বিষয়টি নতুন। এর পঠন-পাঠনের জন্য যেমন নবনব পদ্ধতির প্রয়োজন তেমনি পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন নতুন উপযুক্ত শিক্ষক।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মূলতঃ সমাজবিজ্ঞান। এই শাস্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। এই লক্ষে পৌছিবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই একত্রে বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিমগ্ন হতে হবে। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক আর বন্ধু (Guide, philosopher and friend)। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যায় সীমিত নয়। শিক্ষার্থীর চতুষ্পার্শের বিস্তৃত সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবেশ অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের গবেষনাগার। এখানেই পুঁথিবেষ্টিত তত্ত্বের (theory) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদান কার্য চিরাচরিত প্রথায় চলতে পারে না। এযাবৎকাল শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অর্থাৎ নীরবশিক্ষকের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করত। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলশ্রুতি স্বরূপ সুযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অগ্রাধিকার লাভ করেছে। শিক্ষকই জানতে পারেন শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক অবস্থা। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুসারে তিনিই পাঠ পরিচালনা দ্বারা শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে

পারেন। আজ তার শ্রেণীকক্ষের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাদান কর্ম চলতে পারে না। শিক্ষাকে করতে হবে সমাজমুখী, কর্ম ভিত্তিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। তাই প্রকল্প, সমস্যা পদ্ধতি, সমষ্টিগত ও দলগত প্রণালী, সমাজীকরণ, প্রয়োগশালা পদ্ধতির সঙ্গে অভিযান, ভ্রমণ ও পরিদর্শন এবং শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। এসব পদ্ধতি প্রয়োগ ও পরিচালনার সার্থকতা শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ, তাকে সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রে সুনাগরিক ও বিশ্বপ্রেমিক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। কাজে কাজেই শিক্ষককে হতে হবে সর্বজ্ঞ, সর্বদক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সহযোগী। তাঁকে ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও পৌর সমস্যাবলী সমাধানের উপযোগী নাগরিক সৃষ্টি করতে হবে। তাঁকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে মানবিক সম্পর্কে (Human relationship), বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সামাজিক পরিবেশ, যেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্ত।

২। শিক্ষকতায় প্রবণতা (The motive for teaching profession) ঃ

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞানের শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে, তিনি এই দায়িত্বভার বহন করবেন কি না। যে-কোন পেশা অবলম্বনের সময় মানুষ সাধারণতঃ দুটো দিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়,—একটি অর্থনৈতিক প্রেরণা, অন্যটি ভাবপ্রবণতার দিক। প্রথমটির মাধ্যমে তিনি চান অর্থ ও সম্পদ—যার দ্বারা সাংসারিক জীবনে একদিকে যেমন সুখ ও সমৃদ্ধিলাভ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি উহার সদ্ব্যবহার দ্বারা জীবনে সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা তিনি চান সেবা ও আত্মনিয়োগ। যারা দ্বিতীয়টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী নন, ফলে উৎসর্গ জীবন যাপনে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্থলাভের আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষক জীবন উৎসর্গীকৃত—কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড় কথা। ব্যবহারিক জগতে এই বিমূর্ত ভাবপ্রবণতা পোষণ করেন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি। তাই শিক্ষকতায় যারা আসেন তাদের অধিকাংশই এটাকে ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক লাভজনক

অন্য কোন উন্নততর কর্মসংস্থানের একটা ধাপ বলে মনে করেন। সুযোগ পেলেই পেশান্তরে চলে যান। অবশ্য অনেকের ভাগ্যে সে সুযোগ আসে না। ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করেন। আবার একদল শিক্ষক থাকেন যারা উৎসর্গীকৃত জীবন ও অর্থলাভ—কোনটিই পছন্দ করেন না। তারা শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন স্বল্পশ্রমজনিত সুযোগ, অবকাশ ও আরাম উপভোগের জন্য। শেষ পর্যন্ত তাদের এ আশা পূর্ণ না হলে কর্মত্যাগ করেন অথবা ব্যর্থ জীবনের বাকি দিনগুলি নিরাশায় কাটিয়ে দেন। এশ্রেণীর শিক্ষকের কাছ থেকে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। কেননা অর্থলিপ্সু ও আরামপ্রিয় ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষকতার জন্য চাই আত্মোৎসর্গী প্রেরণা।

ব্যবহারিক জগতে আত্মোৎসর্গী প্রেরণা যতই থাকুক না কেন, শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকতা কর্মের গুরুত্ব অনুভব ক'রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষকের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টায় শিক্ষকের আত্মোৎসর্গী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও এ প্রতিবেদন প্রযোজ্য। অ-শিক্ষক হয়ত জানেন না যে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাজের পর শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াশুনা, শিক্ষার্থীদের লিখিত বিষয়গুলির মান নির্ণয় (evaluation), পরের দিনের কর্মসূচী বিষয়ে প্রস্তুতি, বিদ্যালয় কর্ম তালিকা বহির্ভূত কাজকর্ম, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বার্তা সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়। একাজের জন্য তাঁর একমাত্র পুরস্কার শিক্ষার্থীর সাফল্য ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ। যিনি ফল স্বরূপ এই আনন্দের লোভে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সমাজ এরূপ যোগ্য শিক্ষকের প্রাচুর্য কামনা করে।

৩। শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলী (Essential qualifications of a teacher) :

জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষক, যাকে ভবিষ্যৎ সমাজের স্রষ্টা হিসেবে গৌরবান্বিত করা হয়, তিনি যে সর্বগুণের আধার হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষাকর্মে সাফল্যের জন্য তাঁর মধ্যে বাঞ্ছিত বহুগুণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি

অত্যাবশ্যক বলে মনে করি: (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualifications), (খ) বৃত্তিগত যোগ্যতা (Professional qualification) এবং ব্যক্তিত্ব (Personality)।

(ক)· **শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualification):** শিক্ষাকে অভিজ্ঞতা মুখী ও জীবনকেন্দ্রিক করার দিকে বর্তমান শিক্ষাকর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থী আজ আর শ্রেণীকক্ষের নীরব শ্রোতা নয়। শিক্ষার্থী এখন পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। তাই অনেকে মনে করেন, শিক্ষক যদি শুধু পরিচালন কর্মে দক্ষ হন তাহলেই যথেষ্ট। শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য কতকগুলি পুস্তকের নামের সঙ্গে পরিচয়, আর কর্মসূচী প্রণয়নের দক্ষতা থাকলেই শিক্ষকতা কর্মের উপযুক্ততা অর্জন করা যায়। "We are teaching pupils, not subject matter" —এই মতের বশবর্তী অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। পাণ্ডিত্য থাকলে বরং শিক্ষক তা প্রকাশ করবার জন্য উদগ্রীব হবেন। ফলে শিক্ষার্থী হবে অকর্মন্য নীরব শ্রোতা। পুঁথিগত মুখস্ত বিদ্যার দিকেই তার প্রবণতা সৃষ্টি হবে অধিক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অজ্ঞ অথবা সব জান্তার পক্ষে শিক্ষকতা করা অসম্ভব। জানবার ইচ্ছা বা শেখাবার ইচ্ছা জানাতে ও শেখাতে পারে। জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে শিক্ষক হতে পারেন শিক্ষার্থীর সুপরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে বিষয়বস্তুর উপর গভীর পাণ্ডিত্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অধিকন্তু অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মানব কল্যাণকর সমাজবিজ্ঞান হিসেবে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়টির আলোচনার ক্ষেত্র-পরিধি আজ আর সীমিত নয়। সুতরাং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা শিক্ষকের নিতান্ত কর্তব্য। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মূলতঃ সমাজবিজ্ঞান। তাই এই শাস্ত্রদ্বয়ের সাথে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজশাস্ত্র, বাণিজ্য, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাসনতন্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক অতি নিবিড়। শিক্ষককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে এসব সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপরও পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন। তাই তাঁকে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে

যথেষ্ট পড়াশুনা ক'রে স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাকে অনেক বেশী উন্নয়ন করতে হবে।

(খ) **পেশাগত যোগ্যতা (Professional qualification)**ঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষককে শিক্ষকতায় অকৃতকার্য হতে দেখা যায়। মূলতঃ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অপটুতাই এই বিফলতার অন্যতম কারণ। অনেকে বলেন, কবিদের মত প্রকৃত শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, তাকে তৈরী করা যায় না। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টার দ্বারা নানাবিধ কৌশল ও দক্ষতা লাভ করা যায়। শিক্ষকোচিত গুণ স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যমান আছে এমন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগন্য। অথচ দেশ ব্যাপী শিক্ষাবিস্তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অতএব আজন্ম দক্ষ (born teacher) শিক্ষকের অপেক্ষায় থাকা আর সম্ভব নয়; শিক্ষককে তৈরী করে নিতেই হবে। তাই শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা অর্জন আজকের দিনে নিতান্ত অপরিহার্য।

শিক্ষকতা একটি গতিশীল বৃত্তি। বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে শিক্ষককে সঙ্গতি রেখে স্বীয় কর্ম পরিচালনা করতে হয়। অতীতের শিক্ষক-সাপেক্ষ ও পুঁথি কেন্দ্রিক শিক্ষাধারা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছে। এখন শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, সমাজ ও কর্মমুখী। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিক ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে দিকে দিকে চলেছে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা। উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। শিক্ষককে তাঁর পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এই নতুনত্বের পিয়াসী ও অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। তাঁর বৃত্তির গতিশীলতার জন্য শিক্ষককে হতে হবে আজীবন ছাত্র।

(গ) **ব্যক্তিত্ব (Personalit)**ঃ সার্থক শিক্ষাকর্মের জন্য শিক্ষকের পক্ষে তৃতীয় অপরিহার্য বিষয় হল তার ব্যক্তিত্ব। বহু মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সহযোগে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিত্ব আর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে সহজাত গুণাবলী। এই সহজাত প্রবণতা বা গুণাবলীকে একজন চেষ্টা করে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারে তা বিতর্ক মূলক প্রশ্ন; কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির রূপ

বিবর্তিত হয়। ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। এই ব্যক্তিত্বের উপাদান-গুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই। শুধু ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ বিশেষ অংশ শিক্ষকের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আমাদের এখন বিবেচ্য। এই প্রয়োজনীয় অংশ টুকুকে আমরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) আংগিক চেহারা (Physical aspects), (২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive virtues) এবং (৩) কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (Executive abilities)।

(১) **আংগিক চেহারা ঃ** অনেকে আংগিক চেহারার দিকটাকে অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু শারীরিক গঠন মানুষের মনের উপর প্রথম প্রভাব (impression) সৃষ্টি করে। এজন্য কথায় বলে, আগে দৃশ্যধারী, পরে গুণ বিচারী। দৃশ্যধারী শুধু দেহের গঠন ভঙ্গীমার জন্য হয় না, এর জন্য প্রয়োজন হয় পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আদব-কায়দা, সুন্দর স্বাস্থ্য, ভাবপ্রকাশের আভিজাত্য ও ভঙ্গিমা, ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিমা ও বিশুদ্ধতা—সবকিছু মিলিয়ে এই আংগিক চেহারা (physical aspect) বিষয়টি বোঝায়। দেহগত গঠন ভঙ্গিমার সাথে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন হলে শিক্ষার্থী বা অন্যের মন আকর্ষণ করার উপযোগী চেহারা সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষকের প্রাথমিক সম্পদ হল আংগিক চেহারা বা সৌষ্ঠব।

(২) **নিষ্ক্রিয় গুণাবলী ঃ** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজন হল নিষ্ক্রিয় গুণাবলী। এই গুণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসরাজ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এবং প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন যে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরেও, এমনকি আজীবন শিক্ষার্থী এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, আন্তরিকতা, কৌশল ও দক্ষতা, ধৈর্য ও আত্মসংযম, উৎসাহ ও আশাবাদিতা ইত্যাদি এই নিষ্ক্রিয় গুণের অঙ্গ। শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব সৃষ্টি করার পক্ষে উক্ত গুণগুলিই যথেষ্ট। শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থী যদি প্রভাবিত না হয়, যদি শিক্ষার্থী গুরুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে প্রণোদিত না হয়, তাহলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মন আকর্ষিত হতে পারে না। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থী হিসেবেই মিশে যেতে হবে। সুতরাং এসব গুণের অভাব থাকলে আলোচ্য বিষয়টির শিক্ষক হওয়া অসম্ভব।

(৩) **কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ঃ** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় উপাদান তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলেই শিক্ষকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষক হবেন প্রথম পর্যায়ের নেতা। অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কাজেই তাঁকে অশেষ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে। এই বিশ্বাসের ফলেই আসবে আত্মনির্ভরতা। ফলে অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত নিজেই কর্ম পরিচালনার উপযোগী উদ্যমের অধিকারী হবেন। প্রকৃত যিনি নেতা তাঁর সামঞ্জস্য বিধানের অসীম ক্ষমতা থাকে। তিনি যে-কোন অবস্থায় যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। অনেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণে অক্ষম হন। বাস্তব রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জনের জন্য নেতাকে পরিশ্রমী ও সুষ্ঠু পরিচালক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথম স্তরের নেতা হিসেবে শিক্ষককে এ সকল গুণের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষাকর্ম পরিচালনা তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়বে।

৪। যোগ্যতার উন্নয়ন (Development of efficiency) ঃ

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন একান্ত কাম্য। পূর্বোক্ত আলোচনায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পরিচয় আলোচিত হয়েছে। শিক্ষক স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর উন্নতির জন্য নিজেই সচেতন ও সচেষ্ট হতে পারেন। স্বীয় চেষ্টাই এই উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে প্রচেষ্টার ক্ষেত্র-পরিধি ও সময় অতি সীমিত। সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ও কর্মমুখী করা প্রয়োজন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা ও শিক্ষককে বাস্তব কর্মমুখী করা 'যথেষ্ট সমস্যাবহুল। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এর বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষা না রেখে, শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হয়ে স্বীয় যোগ্যতার উন্নয়নে প্রবৃত্ত হতে হবে। যোগ্যতা পরিমাপক ও নির্ধারকের একখানি সূচী নিম্নে প্রদত্ত হল। এই সূচীটিকে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকরা শিক্ষকদের যোগ্যতার উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেন ; আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে সহকর্মীদের এই সূচী অনুসারে স্বীয় যোগ্যতা বিচারের জন্য অনুরোধ ও নিয়োগ করতে পারেন।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারক সূচী
(Rating sheet for teachers of Economics & Civics):

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(ক) বিদ্যা (Scholarship):				
(১) বিষয়গত বিদ্যার গভীরতা (Sound knowledge of Subject taught)।				
(২) সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (Background of liberal education)।				
(৩) সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচয় (Acquaintance with problems of present daylife)।				
(৪) পত্র-পত্রিকা পাঠক (Reader of News paper & Magazines)।				
(৫) পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of books on Subject taught)।				
(খ) পেশাগত পটভূমি (Professional background):				
(১) পেশাগত প্রবণতা (Professional attitude)।				
(২) পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা (Sound Professional training)।				
(৩) শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা পাঠক (Reader of Educational Magazines)।				
(৪) শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of Professional books)।				
(৫) যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস (Desire for imporvement)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(গ) **ব্যক্তিত্ব (Personality) :**				
(১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical aspects)।				
(২) ব্যক্তির চেহারা (Personal appearance)।				
(৩) জীবনের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতনতা (Recognition of the amenities of life)।				
(৪) কণ্ঠস্বর (Quality of voice)				
(৫) ভাষা (Language)।				
(৬) স্বাস্থ্য (Health)।				
(ঘ) **নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive virtues) :**				
(১) বন্ধুত্ব (Friendlyness)।				
(২) সহানুভূতি ও বোধ (Sympathy and Understanding)।				
(৩) আন্তরিকতা (Sincerity)।				
(৪) কৌশল (Tact)।				
(৫) সততা (Fairness)।				
(৬) আত্ম-সংযম (Self control)।				
(৭) আশাবাদিতা (Optimism)।				
(৮) উদ্যম (Enthusiasm)।				
(৯) ধৈর্য (Patience)।				
(ঙ) **কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (Executive abilities) :**				
(১) আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (Self Confidence and self reliance)।				
(২) উদ্যমশীলতা (Initiative)।				
(৩) গ্রহণ ক্ষমতা ও সম্পদ-সম্ভাবনা (Adaptability and resourcefulness)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Ex-cellent	উত্তম good	গড় Ave-rage	স্বল্পতা Poor
(৪) সাংগঠনিক ক্ষমতা (Organizing ability)।				
(৫) পরিচালন ক্ষমতা (Directive ability)।				
(৬) শ্রম (Industry)।				
(চ) শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালন পদ্ধতি (Classroom Procedure):				
(১) পাঠটীকার সঠিক লক্ষ্য (Clear-cut aims for lesson)।				
(২) পাঠ্যসূচী ও পাঠটীকার লক্ষ্যের সম্পর্ক (Aims of lesson in relation with aims of topic of course)।				
(৩) সুষ্ঠু বিষয়বস্তু পাঠ্যরূপে নির্বাচন (Materials of subject well selected for teaching।				
(৪) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু বিন্যাসের সুষ্ঠুতা (Materials of subject well organised for teaching)।				
(৫) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (Pupils well motivated for study)।				
(৬) সযত্নে পরিকল্পিত কর্মারোপ (Carefully planned assignment)।				
(৭) লক্ষ্যের অনুকূলে গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি (Variety of methods used to accomplish aims)।				
(৮) প্রশ্ন সংক্রান্ত নৈপুণ্য (Skillful questioning)।				
(৯) শ্রেণী পরিচালন যোগ্যতা (Ability to hold the class)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(১০) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির পরিমাণ (Recognition of individual difference)।				
(১১) কর্মসূচী পালনে যোগ্যতা (Efficiency in routine work)।				
(১২) শ্রেণীতে লক্ষ্য সম্পাদনের যোগ্যতা (Ability to accomplish aims in class)।				
(১৩) বিষয় পরিবেশন যোগ্যতা (Ability in clear presentation of subject.)।				

৫। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের কয়েকটি অপরিহার্য কর্তব্য (Some unavoidable duties of the teacher of Economics and Civics) :

মানসিক প্রস্তুতি

প্রথমতঃ, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে, তিনি এই দায়িত্বভার বহন করবেন কি না। শিক্ষকতার দ্বারা অর্থলাভের আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষক জীবন উৎসর্গীকৃত, কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড় কথা। সুতরাং শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের পূর্বে তাঁর একমাত্র ও অপরিহার্য কর্তব্য হল এই উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

বিবিধ যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব লাভের প্রবণতা

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকতা একটি গতিশীল জীবন্ত প্রক্রিয়া। শিক্ষক হচ্ছেন আজীবন ছাত্র। তাঁকে গতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিবিধ সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞানলাভ করে তাঁকে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীকে যেমন করে তৈরী করতে চাইবেন তেমনি করে প্রথমে নিজেকে তৈরী করতে হবে।

শিক্ষকের আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র হবে শিক্ষার্থীর একমাত্র আদর্শ।[1] সুতরাং শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হল শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি বা উন্নয়ন এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও চরিত্রবান হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করা। যোগ্যতার উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচেষ্টা কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে (যেমন, বি. টি. কোর্স) শেষ হয় না। আজীবন শিক্ষককে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ব্যবহারিক সমাজবিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত বিষয়। এর মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তব বিষয় আলোচিত হয়। দেশ আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ সমস্যায় জড়িত। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এবং সুখী ও সচ্ছন্দ জীবযাত্রা নির্বাহের জন্য যেসব প্রচেষ্টা করে চলেছে সে সব বিষয় এই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে এসব ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিকরূপে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীকে এভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই সে-সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। শুধু বাস্তব জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়; তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর বিজ্ঞানভিত্তিক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

জাতীয় ও বিশ্ববোধ

চতুর্থতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান আজ আর জাতীয় সীমায় সীমিত নয়। তাই অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের জাতীয়বোধের সাথে সাথে তাঁকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বিশ্ববাসী আজ 'এক পৃথিবী' (One World) গঠনের স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্নকে সার্থক ও বাস্তব রূপায়ণের জন্য ভবিষ্যৎ নাগরিকের ভাবী দৃষ্টিভঙ্গী, সচেতনতা ও সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সচেতনতা শিক্ষার্থীর অপরিহার্য পাথেয়—সন্দেহ নাই।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থীর মঙ্গলচিন্তাই শিক্ষকের স্বাভাবিক ধর্ম। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্কের মাধ্যমে এই মঙ্গল চিন্তা সার্থক হয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের

1. The Teacher should be an example in person and conduct of what he requires of his pupil."

শিক্ষা শ্রেণী কক্ষে শেষ হয় না। বিদ্যালয়ের ছুটির পর অথবা ছুটির ঠিক পূর্বেই বিষয়শিক্ষার কর্মসূচী থাকতে পারে। অবকাশের দিনে ক্ষেত্র পরিদর্শন ও ভ্রমণের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে না তুলতে পারলে শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালনা করা যায় না এবং শিক্ষাও স্বাভাবিক হয় না। শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই সম্পর্কের যতটুকু প্রয়োজন, কক্ষের বাইরে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এ সম্পর্ক আরও বেশী প্রয়োজন। যুগধর্ম হিসেবে এই সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষণ, আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন মধুর সম্পর্ক যার প্রভাবে উদ্ধত, দুষ্ট শিক্ষার্থীরাও বিনয়ী ও একান্ত অনুবর্তী না হয়ে পারবে না।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

ষষ্ঠতঃ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে ঠিক একই প্রকারে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। শুধু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে ওঠে না ; এখানে অন্যান্য শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় শিক্ষালাভের সময় বিষয় শিক্ষক একাকী কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবেন—এমন ভরসা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিদ্যালয় পরিবেশে কোন সহকর্মী বন্ধু বা তাঁর কাজকর্মকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই শিক্ষকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককেই অগ্রণী হওয়া কর্তব্য।

সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক

সপ্তমতঃ, অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতির শিক্ষকের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। বিদ্যালয় হল সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের অধিবাসীদের প্রয়োজনে তারাই গড়ে তুলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের শিশুদের শিক্ষালাভই এর প্রধান উদ্দেশ্য। অভিভাবকদের নিকট শিক্ষকরা বাধিত, ফলে তাঁরা সমগ্র সমাজের নিকট দায়ী বলা চলে। যে-কোন বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক জনগণ শিক্ষকদের কার্যাবলীর বিবরণ নিতে পারেন। তারা খবর নিতে পারেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব কর্মে কতটুকু অগ্রসর হল। বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস প্রতিপালিত হয়। এখানে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তানদের সুবিধা-অসুবিধা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করে শিক্ষকদের সহিত যুক্ত প্রচেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন।

সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষককে সামাজিক স্তরে বেশী মেলামেশা করতে হয়। অর্থবিদ্যা ও পৌরনীতির ব্যবহারিক কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আঞ্চলিক বিশেষ বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। ধরা যাক্ আঞ্চলিক খাদ্যোৎপাদনের বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তখন শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে শিক্ষক কর্ম পরিচালনা ,করবেন। সামাজিক পরিবেশের পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও শ্রেণীকক্ষের সীমা অতিক্রম করে সামাজিক পরিবেশে নেমে আসবেন। বিদ্যালয়ে যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক পরিবেশ, তেমনি সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠবে বিদ্যালয় পরিবেশ। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষকের সামাজিক পরিবেশ ও জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য নয়, সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষককে অগ্রণী হতে হয়। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানে শিক্ষকের অংশ গ্রহণ বিধেয়। শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে তাদের শিক্ষক সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি সামাজিক কর্মে জড়িত, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করবে। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা লাভের অধিকারী হবেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অঙ্গুলি হেলনে অবাধ্য শিক্ষার্থী বাধ্য ও বিনয়ী হয়ে শুধু বিদ্যালয়ে নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানেও শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী হবে। শিক্ষক—শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক, সে ধরণের সৌহার্দপূর্ণ মধুর সম্পর্ক শিক্ষকও আঞ্চলিক জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত কাম্য।

পরিশেষে বলা যায়, অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য শিক্ষককে স্বীয় মানসিক অবস্থা সংযত করতে হবে। যে সব শিক্ষক নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী এবং অহম্ ভাবে গর্বিত, তিনি শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও জনগণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে কোন ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হতে পারেন না। স্বীয় আত্মম্ভরিতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁকে উৎসর্গীকৃত জীবনের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। এজন্য শিক্ষককে অমায়িক, মিশুক ও পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। সমাজ এরূপ আদর্শ শিক্ষকের প্রাচুর্য কামনা করে।

একাদশ অধ্যায়

পাঠটীকা পরিকল্পনা

(Lesson Planning)

১। পাঠ পরিকল্পনার শর্ত ও গুরুত্ব (Factors and Importance of Planning Lessons) :

শিক্ষানীতি, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষা ও সমস্যার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে সাহায্যদানে অকৃতকার্য হন তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শ্রেণীকক্ষে কৃতকার্যতার জন্য অথবা সার্থক পাঠদানের জন্য সুষ্ঠু পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করাই শিক্ষকের অপরিহার্য কর্ম।[1] এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষক আত্মবিশ্বাস সহকারে পাঠদান করতে পারেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীও আগ্রহ এবং মনোযোগ সহকারে শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় :

(১) সাপেক্ষ শর্তাদি (Conditioning factors)

(২) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি (Formal but Preliminary Factors)

(৩) হারবার্টের সোপান (Herbert's Steps)

(১) সাপেক্ষ শর্তাদি (Conditioning Factors) : সার্থক পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ প্রস্তুতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হল শিক্ষকের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের দখল যথেষ্ট থাকা দরকার।

জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা

শ্রেণীকক্ষে অকৃতকার্যতার বহুবিধ কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হল বিষয়ের উপর শিক্ষকের ব্যাপক পাণ্ডিত্যের অভাব। সাধারণতঃ শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তকখানি

1. The best part of a student's training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in preparing lessons, and in giving them, under the guidance and over right of a skilled tutor—Any wise Person At Any Time.

ছাড়া অন্যান্য সহায়ক পুস্তকাদি পড়েন না অথবা পড়বার সময় পান না। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, সংখ্যাতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, সমাজশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে অনুবন্ধ স্থাপন করা মোটেই সম্ভব নয়। এক কথায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে এরূপ বহু বিষয়ে পাঠানুশীলন করতে হবে।

শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার

শ্রেণীকক্ষের কৃতকার্যতার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল—বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার। এসব সামগ্রীর অভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে, বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর আসে বীতশ্রদ্ধা। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। যেভাবেই হোক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহে যত্ন নেন এবং নিজেরাই যাতে যথেষ্ট সামগ্রী হাতে প্রস্তুত করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মডেল, চার্ট, ডায়াগ্রাম, ছবি, তালিকা, টেবল প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী আছে যেগুলিকে শিক্ষক নিজেই অথবা সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় প্রস্তুত করতে পারেন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক যদি বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উদাহরণ ও বিষয়ের নমুনা দেখাতে না পারেন, যদি শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে না পারেন তবে তিনি শিক্ষকতায় ব্যর্থ—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শুধু শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী শিক্ষাকর্মকে প্রাণবন্ত করতে পারে না। শিক্ষাকর্মকে গতিশীল ও জীবন্ত করার জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষাপরিবেশের। বিদ্যালয়ের গৃহ, শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, প্রয়োগশালা, অফিস ও আসবাবপত্র শিক্ষা-

শিক্ষা-পরিবেশ

পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। উন্নততর শিক্ষাদানের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সুশিক্ষককেও হতাশ হতে হয়। সার্থক শিক্ষাদানের জন্য প্রশস্ত শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শিক্ষকের হতাশা শিক্ষার্থীর মনে নিরাশার প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণী ও সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক ব্যক্তি যে খাদ্য

হজম করতে পারেন শিশু নিশ্চয়ই তা পারে না। শিক্ষাদানক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সুতরাং শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে নির্বাচিত বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় লক্ষ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণকরণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিকরণ—এই উভয়দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেণীকক্ষে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের পাঠদানকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সাপেক্ষ শর্তাদির পরিপূর্ণ রূপদান প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ভিত্তিক উপস্থাপনা

(২) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি (Formal but preliminary Factors) : লেকচারার, সুপারভাইজর, পদ্ধতিশিক্ষক অথবা পরীক্ষকের অবগতির জন্য পাঠটীকা পরিকল্পনার পূর্বেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর পাঠে সাহায্যের জন্য এ সব বিষয়ের প্রয়োজন না থাকলেও লেকচারার এবং পরীক্ষকের সমালোচনা, বিচার ও মূল্যায়ন কর্মে বিশেষ সহায়তা করে। ফলে পাঠটীকা পরিকল্পনার প্রথমাংশেই এই বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তরূপে গৃহীত। নিম্নে এই শর্তের একটি নমুনা দেওয়া হল :

বিদ্যালয়—হ্যামিলটন উঃ মাঃ স্কুল	বিষয় - অর্থনীতি
শ্রেণী—নবম	বিশেষ পাঠ—অর্থনীতির বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা
ছাত্র সংখ্যা—৪০	
বয়সের গড়—১৪	পাঠক্রম (ক) অর্থনীতির বিষয়বস্তু
শিক্ষক—	(খ) অর্থনীতির প্রকৃতিও সংজ্ঞা
রোল নং—	(গ) অর্থনীতির কার্যাবলী
তাং—	অদ্যকার পাঠ—খ ও গ অংশ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :
	পরোক্ষ :
সহায়ক উপকরণ	(১) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
	(২) দৈনন্দিন কাজকর্মের রেখাচিত্র, বিচিত্র কর্মব্যস্ততার ছবি।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য আত্মবিশ্লেষণমূলক। বিদ্যালয়, শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা ও তাদের গড় বয়সের দ্বারা শিক্ষক নিজেই পাঠ পরিকল্পনাকে সুন্দর করে তুলতে পারবেন। কোন্ শ্রেণী এবং কোন্ বয়সের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে কি বিষয়ে কি উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা তা বুঝে নেওয়া তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষকের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি পরিকল্পনাটি শিক্ষকের পাঠপরিচালনায় যথেষ্ট শৃঙ্খলা এনে দেয়।

'অদ্যকার পাঠের' উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হলে শিক্ষকমহাশয় শ্রেণীকক্ষে তদনুসারে অগ্রসর হতে পারেন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় শিক্ষককে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়। এর ফলে পাঠ-পরিচালনার সময় তিনি কিভাবে উদ্দেশ্যে পৌঁছবেন এবং তার জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তাও তাকে ভাবতে হবে। ফলে চিন্তাধারা সুনির্দিষ্ট হ'য়ে পাঠদানে সাফল্য আনয়ন করবে ব'লে আশা করা যায়। পাঠের উদ্দেশ্যকে পাঠ-পরিকল্পনার কেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। উদ্দেশ্যহীন পাঠটীকা লক্ষ্যহীন সমুদ্র যাত্রার মত অনির্দিষ্ট কর্ম পরিচালনা মাত্র। তাই পাঠটীকায় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করা অপরিহার্য।

(৩) **হারবার্টের সোপান (Herbart's Steps) :** মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত হারবার্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত পাঠটীকার মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা শিক্ষাকর্মে অপূর্ব অবদান। হারবার্ট এবং তাঁর শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি পাঠ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ক'রে শিক্ষার্থীর মনের অভিরুচি ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিবেশন করা চলে। এই পাঁচটি সোপান হল নিম্নরূপ :

(ক) আয়োজন—(Preparation)
(খ) উপস্থাপন—(Presentation)
(গ) অভিযোজন—(Application)
(ঘ) সংযোগ—(Association)
(ঙ) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ—(Generalisation)

(ক) **আয়োজন (Preparation) :** আয়োজন স্তরটিকে সূচনা অথবা ভূমিকা স্বরূপ অনেকে গ্রহণ করেন কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে নতুন কিছু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে না। তাদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হয়; আর এ দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক এ দায়িত্ব

দু'ভাবে পালন করতে পারেন। প্রথমতঃ, তিনি পূর্বপাঠের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে ছাত্রদের সেদিনের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এর ফলে পূর্বপাঠের পুনরালোচনা করা হয় এবং ধীরে ধীরে বর্তমান পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নের অবতারণা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতে বর্তমান পাঠ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় অথবা পাঠঘোষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেও প্রশ্ন করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়। শিক্ষার্থীর জানা থেকে অজানা বিষয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে শিক্ষক বর্তমান পাঠ ঘোষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। অনেকে বলেন, নতুন বিষয়ের (Topic) অবতারণার সময় পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখাই ভাল। শিক্ষার্থীরা নতুন কথা শুনতে চায়, নতুন বিষয় জানতে চায় এবং এতেই তাদের মন পাঠের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। পুরাতন বিষয়ের (Topic) মধ্য বা শেষাংশ—আলোচনার সময়ও এমনি করে পূর্ব পাঠ-সঙ্গতি বজায় না রেখে নতুন বিষয় ও প্রশ্নের মাধ্যমে আয়োজন ক্রিয়া পরিচালনা করা যায়।

আয়োজন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল পাঠ-ঘোষণার (Announcing the lesson of the day) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যখন শ্রেণীকক্ষে সেই পরিবেশ গড়ে ওঠে তখনই শিক্ষকের পাঠ-ঘোষণা করা উচিত; "আজ আমরা অর্থনীতির প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও কার্যাবলী আলোচনা করব"। শিক্ষকের এই ঘোষণার দ্বারা শিক্ষার্থীর মন স্পষ্টতঃ শিক্ষক কর্তৃক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে এই আয়োজন পর্বের প্রথম ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য শিক্ষককে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট অধিকার সহ চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের শুরুতে শিক্ষক বিষয় বস্তুকে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ সঞ্চারক করে তুলবেন। শিক্ষার্থীর মনের উপর ছাপ রেখে যাওয়ার ফলে শিক্ষাকর্মের পরবর্তী ধাপগুলি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষক তাঁর কর্ম অতি সহজে পরিচালনা করতে পারেন।

অনেক সময় শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা (Teacher Trainees) প্রশ্ন করেন—কতটুকু সময় এই আয়োজন পর্বে ব্যয় করা যেতে পারে? এটা নির্ভর করে পাঠ্য-বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ আয়ত্বকরণের উপর। আয়োজনের গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রেখে এইটুকু বলা চলে যে, শিক্ষক তাঁর শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মের সময় হাতে রেখে আয়োজনের জন্য সময় ব্যয় করতে পারেন।

(খ) **উপস্থাপন (Presentation)**: হারবার্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দিতে চান। এই অংশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত ক'রে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতি শীর্ষের শেষাংশে ব্যাখ্যা, প্রশ্ন, উদাহরণ ও শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার উল্লেখ করা থাকে। এভাবে পাঠটীকা রচনায় ত্রুটি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, এই উপস্থাপন অংশটিকে দুটি লম্ব শীর্ষে বিভক্ত করা উচিত। উক্ত লম্বের বাম অংশে বিষয় ও দক্ষিণ অংশে থাকবে পদ্ধতি। বিষয় অংশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসারটি এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত যেন শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এক একটা অংশের বর্ণনা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন মত উদাহরণ, শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, বোর্ড ওয়ার্ক প্রভৃতি করা উচিত। পাঠটীকার দক্ষিণ অংশে এগুলির প্রয়োগ ইঙ্গিত লিখিত থাকে। শিক্ষক মহাশয় বিষয় বস্তুর এক একটা অংশ উপস্থাপন করবেন, আর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। প্রশ্নগুলি লেখা থাকবে পদ্ধতি কলম অংশে। এইভাবে বিষয়বস্তুর অংশগুলি পদ্ধতি সহযোগে পর পর শেষ করা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও ধারণা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য কার্যসূচী প্রভৃতির উপর ভিত্তি ক'রে উপস্থাপন পর্বের সময় নির্দেশ করাই বাঞ্ছনীয়।

(গ) **অভিযোজন (Application)**: পাঠটীকার এই অভিযোজন অংশেও শিক্ষকের দক্ষতা ও পরিচালন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কোন একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অথবা কোন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রকাশ ক'রে তার উপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু হিউম্যানিটিস-এর কোন বিষয়ের পাঠ দান কালে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ

জ্ঞান পরীক্ষার জন্য বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। প্রশ্ন ছাড়া প্রয়োজন বোধে মানচিত্র, ডায়গ্রাম প্রভৃতি প্রদর্শন (pointing), অঙ্কন, অথবা রচনা লেখার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও ব্লাক-বোর্ডে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। শুধু সাহিত্যমূলক বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠনে শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে অভিযোজন ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। তবে প্রশ্ন করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত, তার উত্তরটি যেন বিষয়বস্তুর অনেকখানি অংশ নিয়ে গঠিত হয়।

পাঠটীকার এই পর্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রেণীকক্ষে কি আলোচনা হল, কি কি বিষয় উপস্থাপন করা হল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা হল কি না তা জানবার উপায় স্বরূপ অভিযোজন ধাপের অবতারণা। অভিযোজন ক্রিয়ার জন্য অমনোযোগী শিক্ষার্থীও বাধ্য হয়ে শিক্ষকের বা ভালছেলেদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে ও মনে রাখার চেষ্টা করে। এই পর্বে শিক্ষার্থী যদি উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারে তবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের শ্রম সার্থক হয়েছে বলা যায়। পূর্বেই বলেছি, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল পাঠ-পরিচালনাই হল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান প্রচেষ্টা।

(ঘ) **সংযোগ (Association)**: হারবার্ট কর্তৃক প্রদত্ত সংযোগ স্তরে থাকে তুলনামূলক আলোচনা। উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে পূর্বপাঠের সঙ্গতি রক্ষা অথবা শিক্ষার্থীদের পঠিত বা লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোন বিষয়ের তুলনা করাই এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। তুলনা বা সাদৃশ্যকরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে শিক্ষার্থীর ধারণা সংগঠিত হতে পারে না। সেকারণে খুব সাবধানে তুলনা করা উচিত। হারবার্ট যদিও পৃথকভাবে এই স্তরের অবতারণা করেছেন তবু শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার করেন না; কারণ উপস্থাপন সোপানের অন্তর্ভুক্ত করে অনেকেই সংযোগ কার্য সমাধা করেন।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সোপানের ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ, মানুষের সাথে মানুষের, সমাজের সাথে সমাজের, শাসননীতি ও পৌরনীতির সঙ্গে অন্য দেশের শাসন ও পৌরনীতির তুলনা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মনের প্রসারতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ব্যাহত হয়। তুলনার মাধ্যমে জানার পথে অনেক অজানা জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এ বিষয়ে শিক্ষকের অতিরিক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিচালন কুশলতার অপরিহার্যতা সম্পর্কে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঙ) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation) : বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির ন্যায় অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণের প্রয়োজন আছে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতিতে সূত্র সন্ধান বা সূত্রের অনুকূলে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ ইত্যাদির প্রয়োজনে পাঠটীকার এই স্তরের আবশ্যকতা উল্লেখ করা যায়। তবে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ শাখা। তাই বিষয়টির সব ক্ষেত্রে সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ সব সময় সত্য ও নিখুঁত হয় না। যুগের গতির সঙ্গে মানুষের কার্যাবলী ও সমাজজীবনে পরিবর্তন আসে। ফলে মানুষ সম্পর্কিত কোন কার্য কারণ সম্পর্ক স্থায়ী সত্যে পরিণত হতে পারে না। পাঠদানের সময় যদি কখনও কোন সূত্র নির্ধারণ করা হয় তা সাধারণতঃ দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ উপস্থাপনার স্তরেই ফলপ্রসূ হতে পারে।

এই স্তরের কার্যকারিতা বিশেষ না থাকলেও অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠটীকা রচনার সময় 'বোর্ড ওয়ার্ক' (Board work) শীর্ষে একটা স্তর রচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে কোন্ কোন্ সময় ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক কাজ করবেন তা এই সোপানে লেখা উচিত। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে কিভাবে শিক্ষক কাজ করবেন সে সম্পর্কে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে, ফলে তাঁর কাজ হয়ে উঠবে হৃদয়গ্রাহী। উপস্থাপিত বিষয়টির বিশেষ বিশেষ শীর্ষসহ একটি সংক্ষিপ্তসার শিক্ষক এই স্তরে লিখে রাখবেন ও শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে সেটুকু লিখে দিতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপর হয়ে উঠবে এবং অধ্যয়ন, শ্রবণ, লিখন—এই তিনটি কর্মে তারা সমানভাবে সক্রিয় হবে। ফলে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

গৃহ কাজ (Home Task) : পাঠটীকার শেষাংশে গৃহকাজের উল্লেখ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই অংশে সাধারণতঃ উত্তর তৈরীর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি অঙ্কনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। 'গৃহ কাজ' সোপানে এমন বিষয়ের নির্দেশ থাকা উচিত যেন উহা ছাত্রের নিকট বিরক্তিকর না হয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্দীপক হয়। বর্তমান যুগে পাঠটীকায় গৃহকাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

এই স্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বগৃহে শিক্ষালাভ কর্মে ব্যাপৃত রাখা। অনেক শিক্ষক 'গৃহ কাজ' স্তরে প্রশ্নের পরিবর্তে শুধু পড়াশুনার নির্দেশ

দেন ; এ নির্দেশ মোটেই প্রতিপালিত হয় না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায় অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব গৃহে পাঠানুশীলনে অবহেলা করে। কিন্তু গৃহের পাঠচর্চাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মের পরিপূরক। গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মে ব্যাপৃত রাখতে হলে পড়াশুনার নির্দেশ ও উপদেশের পরিবর্তে প্রশ্নের উত্তর-লিখন, মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি কর্মের নির্দেশই পাঠ-পরিকল্পনার 'গৃহ কাজ' স্তরের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, প্রশ্নের উত্তর লিখন, মানচিত্রাদি অঙ্কন ও স্থান নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশটুকু শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। শুধু পড়াশুনার নির্দেশ শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই পালন করে না।

উদাহরণঃ পাঠটীকা বা পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিক্ষার প্রগতি ও প্রয়োজনে পাঠটীকা রচনা পদ্ধতিও গতিশীল। কোন নির্দিষ্ট মানের পাঠটীকা পরিকল্পনা আজও তৈরী হয় নি, আর তা হতেও পারে না। তবুও শিক্ষাকর্মের সকল দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ-পরিকল্পনার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল :

প্রচলিত পাঠটীকা পরিকল্পনার নমুনা

[পাঠটীকা নং—১]

বিদ্যালয়—হ্যামিলটন হাইস্কুল

শ্রেণী—নবম

ছাত্রসংখ্যা—৩০

গড় বয়স—১৪

সময়—৪৫ মিঃ

তারিখ—২০. ২. ৬৮

শিক্ষক—মিঃ জানা

বিষয়—অর্থনীতি

বিশেষ পাঠ—অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পদ্ধতি।

পাঠক্রম : (১) ভূমিকা
*(২) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
(৩) আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি
(৪) অর্থব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী

*অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য

প্রত্যক্ষ : অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভে সহায়তা করা।

পরোক্ষ : অভাব মোচনের উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহার করলে সর্বাধিক ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণ সম্ভব হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

উপকরণ

(১) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

(২) মানুষের বিচিত্র কর্মরত অবস্থার চিত্র।

আয়োজন

শিক্ষার্থীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করা এবং তাদের পরিবেশ ও পাঠ্য বিষয়াদি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

(১) প্রতিদিন সকালে উঠে কি কর ?

(২) বাড়ীর অন্য সকলে কি কি কাজ করেন ?

(৩) পাড়াপ্রতিবেশীদের কি অবস্থায় দেখতে পাও ?

(৪) সকলেই কর্মব্যস্ত থাকেন কেন ?

(৫) আমাদের জীবনের অভাব কি কি ?

(৬) অভাবের তাড়নায় আমরা কি করি ?

পাঠ ঘোষণা

'আজ আমরা অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করবো'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপন

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ কোন না কোন কর্মে ব্যস্ত থাকে। যেন কর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন আবর্তিত হয়।	১। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া। ২। শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে নির্দেশ দেওয়া। ৩। বিষয়বস্তু সম্পর্কে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।
	প্রশ্ন
সহরে দেখা যায় মানুষ অফিস আদালত, কাছারী, ব্যাঙ্ক, কলেজ, বিদ্যালয়, দোকান বা এরূপ কোন না	১। সহরের মানুষকে সাধারণত কি কি কাজ করতে দেখা যায় ?

কোন জায়গায় কর্ম করেন বা চাকরি করেন। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা শস্যক্ষেত্রে, মাঝিরা খেয়াঘাটে, পশুপালকরা চারণ ক্ষেত্রে কাজ করেন।

এভাবে কাজ করার উদ্দেশ্য হল অর্থোপার্জন করা ও স্বচ্ছন্দে সংসার পরিচালনা করা। তাই মানুষ আরাম বিসর্জন দিয়ে পরিশ্রম করে। তবুও অভাব মেটে না। একটা অভাব মিটে গেলে অন্য একটি অভাব দেখা দেয়। অভাবের বৈশিষ্ট্য হল, উহা সীমাহীন। এ অভাব শুধু টাকাকড়ির নয়, সামগ্রীরও। টাকা থাকলে সামগ্রী পাওয়া যায় না। তাই বলা হয় অভাব মেটাবার সামগ্রী অপ্রচুর। আর এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা চিরন্তন।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা ব্যয় সংক্ষেপ করি, আয় বুঝে ব্যয় করি। এসব হল আমাদের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম। ব্যায় সংক্ষেপ করার জন্য আমরা নির্বাচনের ব্যবস্থা অবলম্বন করি, (উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা)।

অভাব, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন এবং উহাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা সমূহ অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

জন মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞা—

"**Economics is a study of**

প্রশ্ন

২। পল্লীর মানুষকে কি কি কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়?

৩। মানুষ এভাবে কর্মব্যস্ত থাকে কেন?

৪। অভাবের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। অর্থ থাকলে সামগ্রী পাওয়া যায় না কেন?

৬। অপ্রাচুর্যের কাকে বলে?

৭। অপ্রাচুর্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করি?

৮। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কল্যাণের জন্য কি ব্যবস্থা করা কর্তব্য?

৯। রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য সরকারকে কি করা কর্তব্য?

১০। অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু বলতে কি বুঝ?

প্রশ্ন

mankind in the ordinary business of life."	১১। জন মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা কি ?
অধ্যাপক রবিনস্- "অর্থশাস্ত্র একদিকে মানুষের অনন্ত অভাব এবং অপরদিকে সঙ্গতির দুষ্পাপ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করে।	১২। অধ্যাপক রবিনস্ অর্থশাস্ত্রের কাজ সম্পর্কে কি বলেছেন ?
(উদাহরণ সহযোগে অর্থনৈতিক কর্ম নয়—এমন কর্মের ব্যাখ্যা)	১৩। মানুষের কার্যাবলীর মধ্যে কোন প্রকারের কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয় ?

অভিযোজন

উপস্থাপিত বিষয় কতখানি শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারল তা পরীক্ষার জন্য এবং বিষয়টি পুনরালোচনার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

প্রশ্ন :

১। কি কি বিষয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ?
২। অর্থনীতির সংজ্ঞা কি ?
৩। অর্থনীতি শুধু ধনের বিজ্ঞান নয় কেন ?
৪। পরিবার বা রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য অর্থ আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত কর্ম কিরূপ হওয়া উচিত ?

বাড়ীর কাজ

গৃহে পাঠচর্চার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হবে :

প্রশ্ন

১। অর্থনীতির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কর ও উহার সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

[পাঠটীকা নং ২]

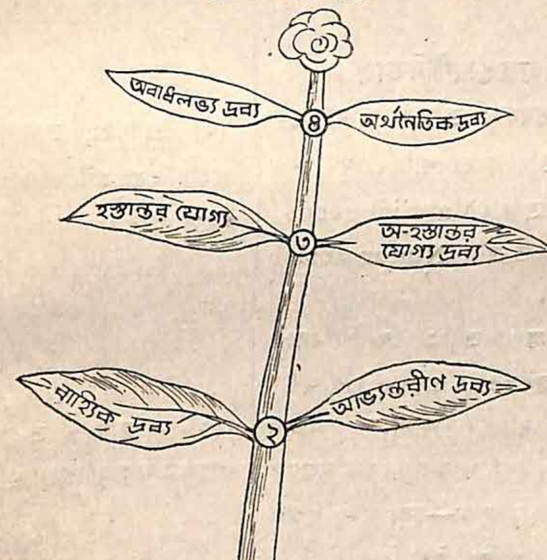
বিদ্যালয়—কেলোমাল বহুমুখী বিদ্যালয়	বিষয়—অর্থ বিদ্যা
শ্রেণী—নবম, (খ)	সাধারণ পাঠ—অর্থনীতি সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ ধারণা।
ছাত্রসংখ্যা—১৭	

বয়সের গড়—১৫ বৎসর	বিশেষ পাঠ—
সময়—৪০ মিনিট	*(ক) দ্রব্য
তারিখ—১১।৪।৬৮	(খ) উপযোগ
শিক্ষক—শ্রীসন্তোষকুমার বাঁকুড়া	(গ) সম্পদ
	*অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : যে কোন বিষয় আলোচনা করতে হলে প্রথমেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা বা সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। অর্থবিদ্যাতেও কতকগুলি মৌলিক ধারণা আছে তাদের মধ্যে দ্রব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা। পরোক্ষ : অর্থবিদ্যার আলোচনাতে বিভিন্ন জিনিষের গুরত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বিকাশে সহায়তা করা।
উপকরণ	শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ, কলম, ঘড়ি ও বিভিন্ন দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগের একটি চিত্র (২৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।
আয়োজন	ছাত্রদের মনকে পাঠ্যাভিমুখী করবার জন্য ও অদ্যকার পাঠে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টির প্রয়োজনে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করব : (১) খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি ? (২) শীত অনুভব করলে আমরা কি ব্যবহার করি ? (৩) বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য আমরা কি একই জিনিষ ব্যবহার করি ?
পাঠ ঘোষণা	সাধারণ ভাষায় যাকে জিনিস বলে অর্থবিদ্যায় তাকে দ্রব্য বলা হয়। আজ আমরা অর্থ বিদ্যায় দ্রব্য কাকে বলে ও দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন	আলোচনার সুবিধার জন্য পাঠ্য বিষয়টিকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ ক'রে ছাত্রদের সহায়তায় শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত করব এবং উপস্থাপিত বিষয়টিকে ছাত্রদের নিকট সুস্পষ্ট করবার জন্য শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির সহায়তা গ্রহণ করব ও ছাত্ররা ঠিকমত বুঝতে পারছে কিনা, তা জানবার জন্য প্রত্যেক শীর্ষ হতে ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হবে।

দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ



(১) বস্তুগত দ্রব্য ও অ-বস্তুগত দ্রব্য
(২) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য
(৩) হস্তান্তর ও অ-হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য
(৪) অবাধ বা অর্থহীন দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

	বিষয়বস্তু শীর্ষ	পদ্ধতি
উ	(ক) **দ্রব্য : দ্রব্যের সংজ্ঞা :** যে সকল জিনিস মানুষের অভাব পূরণ করে সাধারণ ভাষায় তাদের জিনিস বললেও অর্থবিদ্যার ভাষায় দ্রব্য বলা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে যা মানুষের অভাব পূরণ করে তাকে দ্রব্য বলা হয়।	(১) অর্থবিদ্যায় দ্রব্য কাকে বলে ?
প	**দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ** (১) প্রথমতঃ দ্রব্যকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা :— (i) বস্তুগত দ্রব্য, (Material goods) (ii) অবস্তুগত দ্রব্য (Non-material goods.)।	(২) প্রথমতঃ, দ্রব্যকে আমরা কয় শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি ?
স্থা প	(i) বস্তুগত দ্রব্য : যে জিনিসকে আমরা বস্তুগতভাবে প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ যা বস্তুর মাধ্যমে আমাদের অভাব পূরণ করে তাকে বাস্তব বা বস্তুগত দ্রব্য বলে। যেমন—চক্, চাল, পুস্তক ঘড়ি, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।	(৩) বস্তুগত দ্রব্য কাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দাও।
ন	(ii) অবস্তুগত দ্রব্য : যে জিনিসকে আমরা বস্তুর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি না বা যা বস্তুর আকারে আমাদের অভাব পূরণ করে না কিন্তু অবস্তুগত ভাবে আমাদের অভাব পূরণ করে তাকে অবস্তুগত দ্রব্য বলে। যেমন—শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা ইত্যাদি। এইসব দ্রব্যকে অর্থবিদ্যায় সেবা বা Service বলা হয়।	(৪) অবস্তুগত দ্রব্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	(২) দ্বিতীয়তঃ—দ্রব্যকে আমরা পুনরায় ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা, (i) বাহ্যিক দ্রব্য—External goods. (ii) আভ্যন্তরিণ দ্রব্য—Internal goods.	(৫) দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?
প	(i) বাহ্যিক দ্রব্য : যে সকল জিনিসকে আমরা মানুষের মনের বাইরে দেখি ও যা আমাদের কোন না কোন অভাব পূরণ করে তাকে আমরা বাহ্যিক দ্রব্য বলব, যেমন—ঘরবাড়ী, আলো, বাতাস ইত্যাদি।	(৬) বাহ্যিক দ্রব্য বলতে আমরা কি বুঝি?
স্থা	(ii) যে সকল বিষয় মানুষের মনের বা অন্তরের ব্যাপার অথচ অন্যের অভাব পূরণ করে থাকে তাকে আভ্যন্তরিণ দ্রব্য বলা যায় ; যেমন—গান গাইবার ক্ষমতা ও ডাক্তারের পরামর্শ ইত্যাদি।	(৭) আভ্যন্তরিণ দ্রব্য কাকে বলে? উদাহরণের দ্বারা বুঝিয়ে বল।
প	(৩) তৃতীয়তঃ, দ্রব্যকে আমরা হস্তান্তর যোগ্য ও অহস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য হিসেবে ভাগ করতে পারি।	
ন	যে সকল জিনিস এক ব্যক্তির হাত থেকে অন্য ব্যক্তির হাতে হস্তান্তরিত করা হয় ও অন্য ব্যক্তির অভাব পূরণ হয় তাকে হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন—ধান-চাল, জমি-জমা, মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদি।	(৮) হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য কাকে বলে?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	কিন্তু যে সকল জিনিস এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যায় না অথচ অপর ব্যক্তির অভাব পূরণ হয়ে থাকে তাকে অহস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন—সংগীতজ্ঞের গীতিনৈপুণ্য, খেলোয়াড়ের ক্রীড়ানৈপুণ্য ইত্যাদি।	(৯) অহস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য বলতে কি বুঝ ?
প	(৪) চতুর্থতঃ, দ্রব্যকে আমরা (i) অবাধলভ্য দ্রব্য (free goods) ও (ii) অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic goods) হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি।	(১০) অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে ?
স্থা প	(i) যে সকল জিনিস, মানুষ অভাব পূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকে ও পেতে কোন অসুবিধা বা বাধা পেতে হয় না তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন—প্রাকৃতিক আলো, বায়ু, নদীর জল ইত্যাদি।	
ন	(ii) যে সকল জিনিষ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও অভাব পূরণের জন্য পেতে হলে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে অর্থবিদ্যার ভাষায় অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। যেমন—সহর অঞ্চলের সরবরাহ জল, পাখার বাতাস ইত্যাদি।	১১। অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে ? ১২। অর্থনৈতিক দ্রব্যের দুই একটি উদাহরণ দাও।

সারাংশ লিখন।	ছাত্রদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠটির সারাংশ বোর্ডে লিখা হবে। যা মানুষের অভাব পূরণ করে তাকে অর্থনীতিতে দ্রব্য বলে। দ্রব্যকে আমরা চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছি; যথা, (১) বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য, (২) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ দ্রব্য, (৩) হস্তান্তর ও অহস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য এবং (৪) অবাধলভ্য দ্রব্য ও অর্থ নৈতিক দ্রব্য।
অভিযোজন	ছাত্রদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বিকাশে সহায়তা করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে : (১) অর্থবিদ্যায় দ্রব্য কাকে বলে ? (২) দ্রব্যকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি ? (৩) আমার হাতের চকটি কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, বল।
গৃহ কাজ।	অদ্যকার পাঠটি বাড়িতে পুনরায় উত্তমরূপে পড়তে বলা হবে এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখে নিয়ে আসতে বলা হবে : ১। অর্থনীতিতে দ্রব্য কাকে বলে ও দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যা জান নিজের ভাষায় লিখ।

[পাঠটীকা নং ৩]

বিদ্যালয় : ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট হাইস্কুল	বিষয় : অর্থনীতি
শ্রেণী : দশম	সাধারণ পাঠ : ব্যবসা সংগঠনের বিভিন্ন রূপ
ছাত্র সংখ্যা : ৪৪	বিশেষ পাঠ :
গড় বয়স : ১৫+	* ১। এক মালিকানা ব্যবসা।
সময় : ৪০ মিঃ	২। অংশীদারী কারবার।
তারিখ : ১২।৩।৬৫	৩। যৌথ মূলধনী কারবার।
শিক্ষক : মিঃ দাস	অদ্যকার পাঠ : *

উদ্দেশ্য

প্রত্যক্ষ : এক মালিকানা ব্যবসায় মালিকের কর্ম প্রচেষ্টা, ব্যবসা জগতে মালিকের স্থান সম্পর্কে অনুধাবন ও জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

পরোক্ষ : (১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখবার, বুঝবার এবং যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করা।

(২) দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

(৩) ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

উপকরণ

১। শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

২। এক মালিকানা ব্যবসার চার্ট।

আয়োজন

ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মনকে অদ্যকার পাঠের প্রতি আকর্ষণ করবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে:

১। উৎপাদনের প্রধান উপাদান কি কি?

২। মূলধন কাকে বলে?

৩। শ্রম ও সংগঠনের পার্থক্য কি?

৪। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি কে বা কারা বহন করেন?

পাঠ-ঘোষণা

"ব্যবসা-সংগঠন নানা ধরনের হতে পারে। আজ আমরা 'এক মালিকানা ব্যবসা' সম্পর্কে আলোচনা করব"—এই ব'লে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপন

বিষয়াংশ : অদ্যকার পাঠ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ক'রে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হবে। বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনমত শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হবে।

পদ্ধতিঅংশ : উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রতি অংশ বর্ণনা করার পর সেই সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে।

বিষয়	পদ্ধতি
(ক) ব্যবসা সংগঠনের আদিরূপ হল একজন মালিকের দ্বারা পরিচালিত কারবার। বর্তমানেও অধিকাংশ মুদ্রায়তন ব্যবসা এই পর্যায়ভুক্ত।	প্রশ্ন ১। একজন মালিক দ্বারা পরিচালিত কারবারের আয়তন কিরূপ হয় ?
এখানে মালিক নিজের জায়গায় অথবা ভাড়া করা জায়গায় ব্যবসা করে। ব্যবসায়ের জন্য মালিক নিজেই মূলধন যোগান দেয়, মূলধনের অংশ হিসাবে ঋণ সংগ্রহ করে	২। ব্যবসা সংগঠনের জন্য মালিক কি কি উপায় অবলম্বন করে ?
এবং ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি নিজেই বহন করে। (উদাহরণ সহ) আমাদের দেশে অধিকাংশ ছোট কারবার একজন মালিকের দ্বারা পরিচালিত হয়।	৩। এক মালিকানা ব্যবসায়ে লাভ লোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কার ?
(খ) এক মালিকানা কারবারের প্রধান সুবিধা হল মালিক ব্যবসায়ের সকল দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তত্ত্বাবধান করতে পারে। কারবার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব'লে মালিক সর্বদা সতর্ক থাকে। এখানে মালিক রুটিন মাফিক কাজকর্ম ক'রে সন্তুষ্ট থাকে না। প্রয়োজনবোধে মালিক নিজেও অতিরিক্ত বা কম সময় পরিশ্রম করতে পারে এবং শ্রমিক নিয়োগও করতে পারে। ব্যবসায়ের সুনাম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য প্রতিনিয়ত তার খরিদ্দারের প্রতি সম্পর্ক ভাল রাখে ও তার কাজে যত্নবান হয়।	১। এক মালিকানা কারবারের সুবিধা কি কি ?

(গ) এক মালিকানা কারবারে অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, যার মূলধন যোগাবার সামর্থ্য আছে তারই যে ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান মালিকের হয়ত পরিচালনার যোগ্যতা আছে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর সে যোগ্যতানাও থাকতে পারে। এই কারণে এক মালিকানা কারবার অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়তঃ, অধিক মূলধনের প্রয়োজন হলে এক জনের পক্ষে তা যোগান দেওয়া বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেকারণ এক মালিকানা কারবার কখনও বড় হতে পারে না। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে থাকতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক মালিকানা কারবার স্থানীয় চাহিদা মেটাতে পারে মাত্র। চতুর্থতঃ, এক মালিকানা কারবার দেশে বৃহদায়তন শিল্প বা ব্যবসা সংস্থাপন করতে পারে না বা দেশের শিল্প চাহিদা মেটাতে পারে না। বড় বড় শিল্প সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এক মালিকানা কারবার পরাজিত হয়।

১। এক মালিকানা কারবার বড় হতে পারে না কেন ?

২। এক মালিকী কারবার অনেকের চাহিদা মেটাতে পারে না কেন ?

৩। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক মালিকানা কারবারের পরিণাম কি হয় ?

বোর্ডের কাজ

সারসংক্ষেপ : একজন ব্যক্তির মূলধনে গড়ে ওঠা কারবারকে এক মালিকানা কারবার বলে। এরূপ ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি এক জনের। তবে এক্ষেত্রে মালিক ব্যবসায়ে উন্নতির সর্বাধিক চেষ্টা করতে পারেন। পক্ষান্তরে এক

মালিকানা কারবারে মূলধন সংগ্রহ, উত্তরাধিকারীর অযোগ্যতা, দেশের চাহিদা মেটানর অযোগ্যতা, প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রভৃতি অসুবিধা বিদ্যমান।

অভিযোজন

শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ-জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে:

১। এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য কি?

২। এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা কি কি?

৩। এক মালিকানা কারবারের অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

গৃহ-কাজ

'এক মালিকানা কারবার' সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ রচনা লিখবার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হবে।

[পাঠটীকা নং ৪]

স্কুলের নাম : চনসরপুর হাই স্কুল	বিষয় : পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা
ছাত্র সংখ্যা : ৩২	সাধারণ পাঠ : শ্রম বিভাগ
শ্রেণী : দশম	বিশেষ পাঠ : (১) শ্রমবিভাগ ও সহযোগিতা
গড় বয়স : ১৬	(২) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ
সময় : ৪৫ মিনিট	*(৩) শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা
তারিখ : ৩।৪.৬৮	*অদ্যকার পাঠ
শিক্ষক : শ্রীগজেন্দ্রনাথ মাইতি	

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য	পরোক্ষ ঃ বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত শ্রমবিভাগের কতখানি সম্পর্ক সেই সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করা।



আধুনিক শ্রমবিভাগ
জুতা তৈয়ারি

উপকরণ	শ্রমবিভাগের অনুকূলে একখানি চিত্র ও শ্রেণীর সাধারণ উপকরণ-সমূহ।

আয়োজন	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং তাদের মধ্যে এ বিষয়ে নতুন কিছু জানবার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা যেতে পারে : (১) অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলতে কি বুঝ ? (২) শ্রম কয় প্রকার ? (৩) শিল্প সহযোগিতা বলতে কি বুঝ ? (৪) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বলতে কি বুঝ ?
পাঠঘোষণা	আজ আমরা শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করব। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠ্য বিষয়টি আলোচিত হবে।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	উৎপাদনের সুবিধার জন্য মিশ্র সহযোগিতাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। তার নাম শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি দেখতে পাওয়া যায় : শ্রমবিভাগের মূল উদ্দেশ্য হল একজন শ্রমিককে বহুপ্রকার কার্যে লিপ্ত না থাকিয়া একটি মাত্র কার্যে ব্যাপৃত করা। ইহার ফলে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগের দ্বারা শ্রমিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্য বা উপযুক্ততা অনুসারে তাকে কর্মে নিয়োগ করা যেতে পারে। ইহার দ্বারা সময়ের সাশ্রয় করা হয় দুই ভাবে। প্রথমতঃ একটি কার্য ছেড়ে অন্য কার্যে নিযুক্ত হবার জন্য	(১) শ্রমবিভাগ বলতে কি বুঝায় ? (২) শ্রমবিভাগের মূল উদ্দেশ্য কি ? (৩) শ্রমবিভাগের দ্বারা শ্রমিক কিভাবে দক্ষতা অর্জন করে। (৪) শ্রমবিভাগের দ্বারা কি কি উপায়ে শ্রমের সময় বাঁচে ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প	যে সময় প্রয়োজন তা নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি মাত্র প্রক্রিয়া শিক্ষা করতে শ্রমিকের অধিক সময় প্রয়োজন হয় না। আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের দ্বারা শ্রমিক প্রকৃতির সহিত নিজের কার্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। শ্রমবিভাগের দ্বারা নতুন নতুন যন্ত্র ও উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।	(৫) কিভাবে শ্রমিক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারে?
স্থা	শ্রমবিভাগের দ্বারা সমাজের অগ্রগতি অনেক সময় ব্যাহত হয়। ইহার দ্বারা মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে, এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বিরোধ দলাদলি, হিংসা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে উৎপাদন ব্যহত হয়।	(৬) মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কেন বিরোধ সৃষ্টি হয়?
প ন	একজন শ্রমিক সারাজীবন ধরে একই কার্যে নিযুক্ত থাকার ফলে তার মধ্যে একঘেয়েমী আসে। কর্মে স্পৃহা থাকে না। ফলে শ্রমিক যন্ত্রে পরিণত হয়।	(৭) শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের মনে কেন এক-ঘেয়েমী আসে?
	কোন কারণে যদি শ্রমিককে একটি শিল্প হতে কর্মচ্যুত হতে হয়, তার পক্ষে নতুন শিল্পে নিযুক্ত হওয়া সহজ হয়ে ওঠে না। ফলে শ্রমিকের সচলতা নষ্ট হয়। শিল্প সামগ্রী শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলক। ইহা শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু শ্রমবিভাগের দ্বারা একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রীর একটি	(৮) শ্রমবিভাগের দ্বারা শ্রমিক কিরূপে সঙ্কটে পড়ে বর্ণনা কর।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
	অংশ মাত্র নির্মাণ করে। সমগ্র সামগ্রীটি নির্মাণের মধ্যে একজন শ্রমিকের কেবলমাত্র একক প্রতিভা থাকে না, ফলে সৃজনী প্রতিভা নষ্ট হয়।	(৯) কি উপায়ে শিল্পীর সৃজনী প্রতিভা নষ্ট হয়?
বোর্ডের কাজ	অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখে দেব এবং ছাত্রদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে। শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা (১) দক্ষতা অর্জন, (২) সামর্থানুযায়ী কার্য, (৩) সাশ্রয়-শ্রম, (৪) প্রকৃতির বৈচিত্রতার সহিত শ্রমিকের সামঞ্জস্য, (৫) নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার। অসুবিধা গুলিকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—যথা : (১) প্রগতিশীলতা ব্যহত করে (it narrows the out look) (২) মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। (৩) একঘেয়েমী আনে। (৪) কর্মচ্যুত ব্যক্তির সঙ্কট। (৫) সৃজনী প্রতিভা নষ্ট।	
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠে ছাত্রদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির পরিমাপ করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করব : (১) শ্রমবিভাগ কাকে বলে? (২) শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। (৩) যন্ত্রের আবিষ্কারের দ্বারা উৎপাদনের কি সুবিধা হয়? (৪) শ্রমবিভাগ কি কি জিনিসের উপর নির্ভর করে? (৫) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বলতে কি বুঝায়?	
গৃহকাজ	অদ্যকার পাঠটি ছাত্রদিগকে বাড়িতে চিন্তা সহকারে পড়িতে বলা হবে এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর খাতায় লিখে আনতে বলা হবে : Question : Describe the advantages and the disadvantages of division of labour. (প্রশ্ন : শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।)	

[পাঠটীকা নং ৫]

স্কুলের নাম : ডিমারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
শ্রেণী : একাদশ
ছাত্রসংখ্যা : ২৫
গড় বয়স : ১৭
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক : শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ
তারিখ : ২৬।২।৬৯

বিষয় : অর্থবিদ্যা
সাধারণ পাঠ : অবাধ বাণিজ্য ও সংক্ষরণ
অদ্যকার পাঠ : অবাধবাণিজ্য ও সংরক্ষণের সংজ্ঞা ; এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি।

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : অবাধ বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে ছাত্রদের সাহায্য করা। পরোক্ষ : দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।
উপকরণ	সাধারণ।
প্রস্তুতি	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করার জন্যে এবং ছাত্রদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা যেতে পারে। (১) কোন পুকুরে যদি বড় ভেটকী মাছ ও ছোট ছোট মাছের চাষ করা হয় তবে কি ঘটবে ? (২) কোন একটি পুকুরে যদি ভেটকী মাছ থাকে এবং সেখানেই যদি ছোট ছোট মাছ চাষ করতে হয় তবে কি করতে হবে ?
পাঠ-ঘোষণা	আজ আমরা অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ কাকে বলে এবং সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বিস্তারিতভাবে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা : (১) অবাধ বাণিজ্যের সংজ্ঞা—অবাধবাণিজ্য বলতে বুঝায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সকল প্রকার বাধা-নিষেধ রহিত অবস্থা। অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত থাকলে বিদেশ থেকে দেশে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় দ্রব্যাদি আমদানি করতে দেওয়া হয়।	প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা : (১) অবাধ বাণিজ্য কাকে বলে ?
	অবশ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছুটা শুল্ক বসাতে পারে। এর দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘন করা হয় না। তবে যাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশী উৎপাদকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা না হয় সেজন্য দেশীয় দ্রব্যের উপরও শুল্ক বসাতে হয়।	(২) সরকার রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছু শুল্ক বসালে অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘিত হয় কি ?
	(২) সংরক্ষণের সংজ্ঞা : সংরক্ষণ বলতে বুঝায় স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা।	(১) সংরক্ষণ কাকে বলে ?
	(৩) সংরক্ষণ পদ্ধতি। (ক) সংরক্ষণমূলক শুল্ক—বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসান যেতে পারে। এর ফলে	(১) সংরক্ষণ মূলক শুল্ক কাকে বলে এবং এতে কি সুবিধা হয় ?

	বিষয়বস্তুঃ	পদ্ধতিঃ
উ প স্থা প ন	বিদেশী দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং দেশের লোক বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশী জিনিসপত্র ক্রয় করে। (খ) দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক সাহায্য সরকার দেশীয় উৎপাদককে অর্থসাহায্য করতে পারে। এর দ্বারা দেশীয় উৎপাদকরা অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করতে এবং বিদেশী উৎপাদকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সমর্থ হয়। (গ) আমদানি নিয়ন্ত্রণ : সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ বেঁধে দিতে পারে। এর ফলে দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিদেশী দ্রব্য আসতে পারে না। (ঘ) কাঁচামাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ : দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন সকল কাঁচামালের বিদেশে রপ্তানির উপর শুল্ক বসিয়ে দেশীয় শিল্পের সুবিধা করে দেওয়া যায়।	(২) সরকারী অর্থ-সাহায্যের ফলে দেশীয় শিল্পের কি উপকার হয়? (৩) আমদানি নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি বোঝ? (৪) কাঁচামাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ক'রে কিভাবে দেশীয় শিল্পের সুবিধা করা যায়?
বোর্ডের কাজ	অদ্যকার পাঠের সারাংশ ছাত্রদের সহায়তায় বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং তাদিগকে খাতায় লিখে নিতে নির্দেশ দেওয়া হবে।	
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধি পরিমাপ করবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা যেতে পারে : (১) অবাধবাণিজ্য ও সংরক্ষণ কাকে বলে? (২) সংরক্ষণ কত প্রকারে করা যায়?	

গৃহকাজ	অদ্যকার পাঠটি বাড়িতে ভালভাবে প'ড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর লিখে আনতে বলব ঃ What is protection ? What are the different methods of protection ?

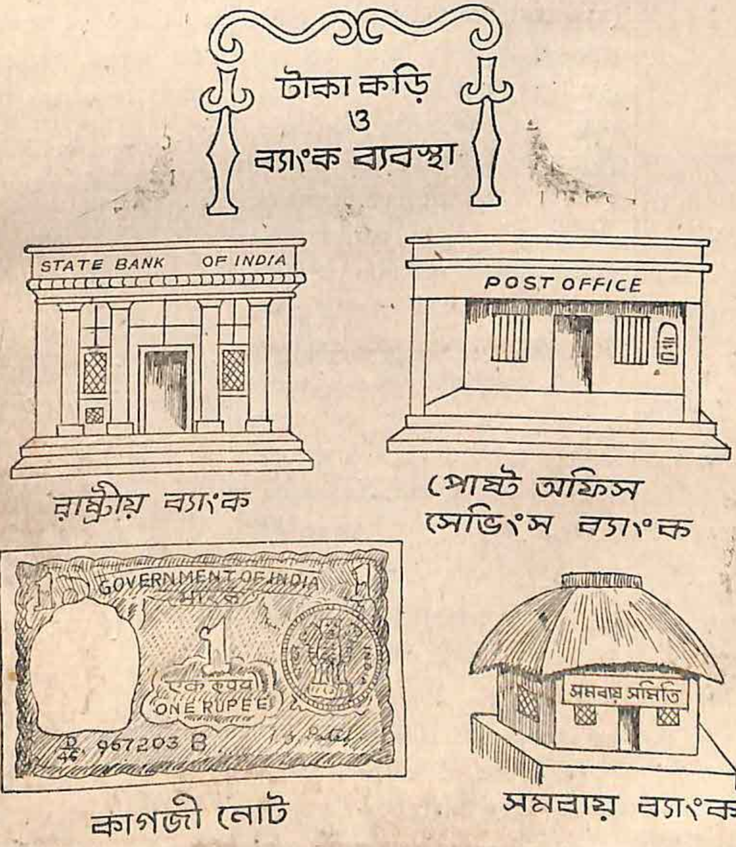
[পাঠটীকা নং ৬]

স্কুলের নাম ঃ চানস্বরপুর হাই স্কুল	বিষয় ঃ অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান
ছাত্র সংখ্যা ঃ ২০	সাধারণ পাঠ ঃ টাকাকড়ি ও ব্যাংক ব্যবস্থা
শ্রেণী ঃ দশম	বিশেষ পাঠ্য ঃ (১) টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম।
গড় বয়স ঃ ১৬ বৎসর	*(২) টাকাকড়ির কার্যাবলী।
সময় ঃ ৪০ মিনিট	(৩) টাকাকড়ি কি ?
তারিখ ঃ ৩. ৪. ৬৮	(৪) বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি।
শিক্ষক ঃ শ্রীশ্যামলেন্দু চৌধুরী	*অদ্যকার পাঠ ঃ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ ঃ টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। পরোক্ষ ঃ দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আগ্রহান্বিত করা।
উপকরণ	একটি কাগজী নোট, একটি ধাতব মুদ্রা, ব্যাংক ব্যবস্থার একখানি চিত্র প্রভৃতি।
আয়োজন	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং তাদের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করব ঃ ১। মানুষ প্রাচীনকালে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিভাবে সংগ্রহ করিত ? ২। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকাকড়ির ব্যবহার কিভাবে শুরু হ'ল ? ৩। বর্তমানের মুদ্রা ব্যবস্থায় কি ধরনের মুদ্রা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে ?

পাঠ ঘোষণা	আজ আমরা টাকাকড়ির কাজ কি সেই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করব ঃ	
	বিষয়	**পদ্ধতি**
উ	আজকের পাঠ্যবিষয়টিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ ক'রে শ্রেণীকক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করব ঃ টাকাকড়ির কাজ সম্পর্কে একটি ইংরেজী ছত্র উল্লেখ করা যেতে পারে।	বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে অগ্রসর হব ঃ
প	Money is a matter of functions four ঃ A medium, a measure, a standard, a store.	
স্থা	টাকাকড়ির কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকাকড়ি কাজ করে। এটি টাকাকড়ির প্রাথমিক কাজ। লোকে সরাসরি দ্রব্য বিনিময় না ক'রে টাকাকড়ির মাধ্যমেই দ্রব্য বেচাকেনা করে।	১। টাকাকড়ির প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ কি ? ২। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা কি ?
প ন	(২) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য —বিনিময় মূল্য বলতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে অপর একটি দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাই বুঝায়। বিনিময় মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে। বর্তমানে	১। বিনিময় মূল্য কাহাকে বলে ? ২। দাম কাহাকে বলে ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	দ্রব্যের বিনিময় মূল্য নিধারণ করা হয় না। টাকাকড়ির অংকে উহাদের দাম প্রকাশ করা হয়। সুতরাং টাকাকড়ি মূল্য পরিমাপের জন্যও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশে মূল্য পরিমাপের জন্য টাকাকড়ির বিভিন্ন একক ব্যবহৃত হয়; —যেমন, টাকা, রুবল, ডলার, পাউণ্ড প্রভৃতি।	৩। মূল্য পরিমাপের জন্য কি ভাবে টাকাকড়ি ব্যবহৃত হয়?



	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	(৩) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য—ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ বর্তমান আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। পূর্বে এই সঞ্চয় জিনিস পত্রের আকারে করা হত কিন্তু বর্তমানে ইহা টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় করা হয়। সঞ্চিত টাকাকড়ি ব্যাংকে, পোষ্ট অফিসে বা সরকারী ঋণপত্র কিনে জমা রাখা যেতে পারে (পূর্বপৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)।	১। মানুষ কেন সঞ্চয় করে? ২। পূর্বে সঞ্চয় কিভাবে করা হত? ৩। বর্তমানে সঞ্চয় কিভাবে করা হয়? ৪। সঞ্চিত টাকাকড়ি কোথায় জমা রাখা হয়?
প স্থা প	(৪) দেনা পাওনার মান হিসাবে কার্য—পূর্বে জিনিসপত্রে ঋণ করা হত এবং জিনিসপত্রেই তা শোধ করা হত। কিন্তু এর একটা অসুবিধা হ'ল জিনিসপত্র সকল সময় একই প্রকার হত না। সে জন্য টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনা পাওনা মেটানো সুবিধাজনক। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেনা পাওনার মান হিসাবে কাজ করবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নতুবা সঞ্চয়কারী অথবা মহাজন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য।	১। টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনা পাওনা মিটানো কেন সুবিধা জনক? ২। কেন টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন?
ন	(৫) আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে টাকাকড়ির আর একটি কাজ হল উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা। সংগঠক টাকাকড়ি দিয়েই কাঁচামাল কেনে, শ্রমিকের মজুরী দেয়, জমির খাজনা এবং মূলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। ব্যাংকে সঞ্চিত টাকাকড়িও দেশের উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করা হয়।	১। উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় কেন? ২। প্রচুর টাকাকড়ির অভাবে কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়?

বোর্ডের কাজ	অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখে দেব এবং ছাত্রদের খাতায় লিখে নিতে বলব। টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানতঃ চারটি—(১) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য ; (২) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য ; (৩) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য ; (৪) দেনা পাওনার মান হিসাবে কার্য। শেষের দুপ্রকার কাজের জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন। টাকাকড়ি দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থাকেও চালু রাখে।
অভি-যোজন	আজকের পাঠে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধি পরিমাপ করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করব : ১। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকাকড়ি কি কাজ করে ? ২। মূল্য পরিমাপের জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় কেন ? ৩। মানুষ ভবিষ্যতের জন্য কি ভাবে সঞ্চয় করে ? ৪। টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব প্রয়োজন কেন ? ৫। টাকাকড়ি দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কি ভাবে চালু রাখে ?
গৃহকাজ	আজকের পাঠটি ছাত্রদের বাড়িতে চিন্তা করে পড়তে বলা হ'ল এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলা হ'ল। Q. Describe the utility and functions of money. টাকাকড়ির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[পাঠটীকা নং ৭]

বিদ্যালয় : তমলুক টাউন হাইস্কুল	বিষয় : অর্থনীতি
শ্রেণী : নবম (ক) বিভাগ	সাধারণ পাঠ : উপযোগ ও চাহিদা
ছাত্রসংখ্যা : ২৫	পাঠক্রম : (১) উপযোগ
গড় বয়স : ১৪ বৎসর	*(২) চাহিদার নিয়ম
সময় : ৪৫ মিঃ	* অদ্যকার পাঠ :
তারিখ : ২।৪।৬৮	
শিক্ষক : শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়	

উদ্দেশ্য	ছাত্রদের অর্থবিদ্যা বিষয়ে চাহিদা ও চাহিদার নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা এবং বিষয়টির প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।
উপকরণ	চাহিদার রেখাচিত্র, চক্, ঝাড়ন।
আয়োজন	ছাত্রদের পাঠ্যাভিমুখী করবার জন্য এবং পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মানসে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে। (১) উপযোগ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। (২) চাহিদার অর্থ কি ? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বল।
পাঠঘোষণা	আজ আমরা চাহিদার নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করব।
উপস্থাপন	আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ্যবস্তুটিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি সোপানে বিভক্ত ক'রে প্রতিটি সোপানের বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়টি ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য ক'রে তুলব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	কোন জিনিষের দাম ছাড়া তাহার চাহিদার কথা কোন রকমেই কল্পনা করা যায় না। চাহিদার নিয়ম অনুসারে যখন জিনিষের দাম কমিয়া যায় তখন চাহিদা বাড়ে এবং যখন জিনিষের দাম বাড়িয়া যায়, তখন চাহিদা কমে। চাহিদার উপর দামের এই প্রভাবকে দাম প্রভাব বলা হয়। এই প্রভাবকে চাহিদার নিয়মও বলা হয়। এই চাহিদার নিয়ম সঠিকভাবে কার্যকরী হইতে গেলে কতকগুলি অবস্থা স্থির আছে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্বীকার্য অবস্থাগুলির যে কোন একটিতে	১। চাহিদার নিয়ম কি বল ? ২। চাহিদার সহিত দামের কি সম্পর্ক ? ৩। কি কি অবস্থা ঠিক থাকিলে চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হয় ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	পরিবর্তন হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, দাম প্রভাব ঘটিবার সময়ে ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক আয়, রুচি ও অভ্যাস এবং পরিবর্ত সামগ্রীর মূল্য অপরিবর্তিত থাকিবে। নিচের একটি উদাহরণের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটিকে বোঝান যাইতে পারে ঃ মাছের দাম কিলোগ্রাম — চাহিদা (কুইন্টাল) ২ টাকা — ১০ ৩ " — ৫ ১ " — ৪০ সুতরাং বিশেষ দামে যে পরিমাণ দ্রব্য লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাই ঐ জিনিষের চাহিদা। আবার চাহিদার নিয়মটিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝান যাইতে পারে। নীচে Fig No. 1 দ্রষ্টব্য।	৪। একটি উদাহরণের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটি বোঝাও।

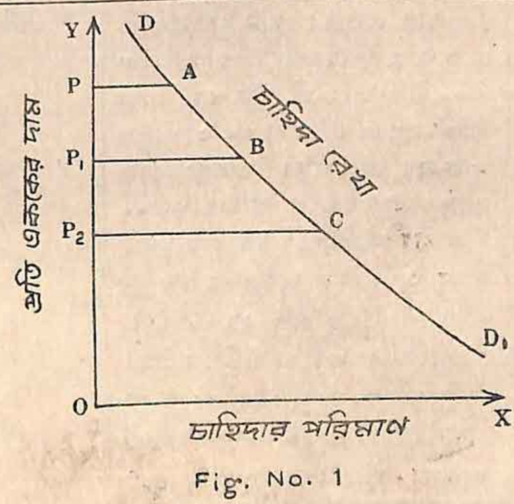


Fig. No. 1

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	এই চিত্রে OY ও OX অক্ষ যথাক্রমে কোন জিনিষের প্রতি এককের দাম ও চাহিদার পরিমাণ বোঝাইতেছে। DD_1 হল চাহিদা রেখা। এই রেখাটি ক্রমশঃ বাম দিক হইতে ডান দিকে সরিতেছে। কোন জিনিষের দাম OP হইলে তখন ইহার চাহিদা হল PA।	৫। চাহিদার নিয়মটিকে রেখা চিত্রের সাহায্যে বোঝাও।
প	দাম কমিয়া OP_1 হইলে চাহিদা হয় P_1B। আবার দাম আরও কমিয়া OP_2 হইলে চাহিদা হয় P_2C। এই ভাবে জিনিষটির দাম যতই কমিতে থাকিবে, জিনিষটির জন্য চাহিদাও ততই বাড়িবে।	৬। কি কি নিয়মের উপর চাহিদার নিয়ম নির্ভরশীল?
স্থা	চাহিদার নিয়ম বা দাম প্রভাব দুইটি কারণ বা দুইটি অধীনস্থ প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। একটি হইল আয় প্রভাব এবং অপরটি হইল পরিবর্ত প্রভাব।	৭। ব্যক্তির আয় কি ভাবে বাড়ে?
প	আয় প্রভাব : মনে করা যাক যে চা ও কফি উভয়ের দামই প্রতি পাউণ্ড ৪·০০ টাকা এবং এই দামে এক ব্যক্তি প্রতি মাসে ৮ পাউণ্ড চা ও ৫ পাউণ্ড কফি ক্রয় করিতেছে। সুতরাং প্রতি মাসে চা ক্রয় করিতে ব্যক্তির ৩২·০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। যদি চা-এর দাম	
ন	কমিয়া ৩·০০ টাকা পাউণ্ড হয় তবে পূর্ব পরিমাণ চা ক্রয় করিতে ২৪·০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৮ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ব্যক্তির মনের ভাব এরূপ হইবে যেন তাহার মাহিনা মাসে ৮·০০ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সে পূর্বাপেক্ষা একটু	৮। আয় বাড়িলে ব্যক্তি কি করিবে?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	বেশী পরিমাণে ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ সে মনে করিবে তাহার আয় বাড়িয়া গিয়াছে।	৯। পরিবর্ত প্রভাব কাকে বলে ?
	পরিবর্ত প্রভাব : আরও একটি প্রভাবের ফলে এই নিয়মটি ঘটে। তাহা হইল পরিবর্ত প্রভাব। যদি চা এর দাম কমিয়া প্রতি পাউণ্ড ৩·০০ টাকা হয়, তাহা হইলে কফির তুলনায় চা সস্তা হইবার দরুন ক্রেতা কফি হইতে তাহার চাহিদা কিছুটা সরাইয়া লইয়া অধিক পরিমাণে চা ক্রয় করিবে।	১০। পরিবর্ত প্রভাবে একটির দাম কমিলে অন্যটির কি অবস্থা হইবে ?
	কোন দ্রব্যের বাজারের চাহিদা তালিকাকে আমরা রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে পারি। (নীচে Fig No. 2 দ্রষ্টব্য)	১১। বাজারের চাহিদা রেখা চিত্রের সাহায্যে বোঝাও।

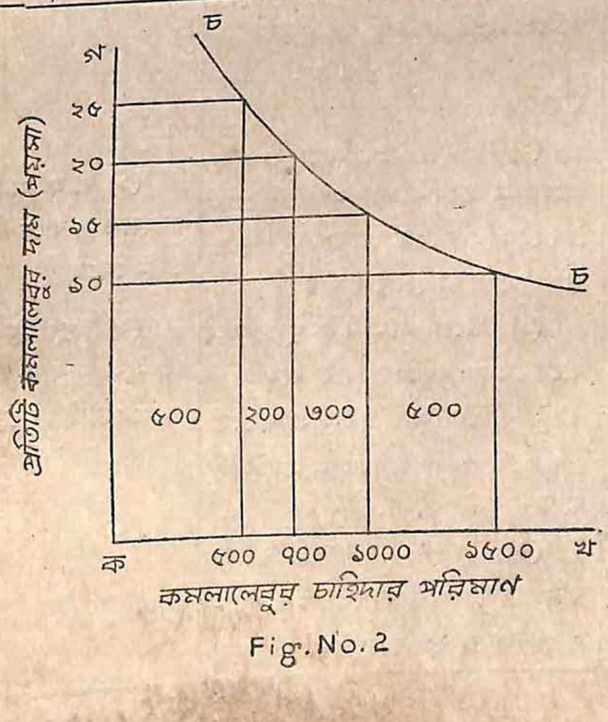


Fig. No. 2

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	পূর্বপৃষ্ঠার রেখা চিত্রে কমলালেবু বাজারের চাহিদা তালিকা দেখানো হইয়াছে। চিত্রে ক খ অক্ষে কমলালেবুর চাহিদার পরিমাণ দেখানো হইয়াছে এবং ক গ অক্ষে প্রতিটি কমলালেবুর (পয়সায়) দাম দেখানো হইয়াছে। এই রেখা চিত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কমলালেবুর দাম ২৫ পয়সা হইলে কমলালেবুর চাহিদা হয় ৫০০টি, ২০ পয়সা হইলে ৭০০টি, ১৫ পয়সা হইলে ১০০০টি এবং ১০ পয়সা হইলে চাহিদা হয় ১৫০০টি। এইভাবে দেখা যাইতেছে, চাহিদা দাম বাড়িলে কমিবে এবং দাম কমিলে বাড়িবে।	
	তবে এই নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রম রহিয়াছে।	
	(১) কতকগুলি দ্রব্য আছে, যেগুলি প্রয়োজনে কেনা হয় না লোককে দেখানোর জন্য কেনা হয়, সে সব ক্ষেত্রে দাম বাড়িলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।	(১) দাম বাড়িলে চাহিদাও বাড়ে—কোন্ কোন ক্ষেত্রে ?
	(২) দ্রব্যের দাম যদি খুবই কম থাকে তাহা হইলে উহার দাম আর একটু কমিলে আয় প্রভাব বা পরিবর্ত প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় না, চাহিদাও বাড়ে না।	(২) খুব কম দামের জিনিষের দাম আরও কমিলে চাহিদা বাড়ে কি ?
	(৩) গিফেন একটি উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন, আয়ারল্যাণ্ডে ১৯শ শতাব্দীতে লোকে এত দরিদ্র ছিল যে তাহারা	

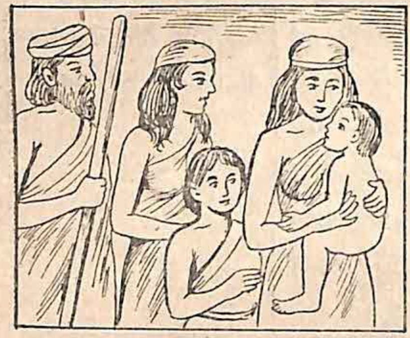
	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	তাহাদের আয়ের বৃহৎ অংশ আলুতে ব্যয় করিয়া অল্পাংশ মাংসে ব্যয় করিত। আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা মাংসের ক্রয় কমাইয়া দিয়া প্রধান খাদ্য আলুর চাহিদা বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহাকে 'গিফেন প্রভাব' আখ্যা দেওয়া হয়।	(৩) চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম সম্পর্কে গিফেন যাহা বলিয়াছেন, বল ?
অভি-যোজন	উপস্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা কতখানি উপলব্ধি করিল তাহা পরীক্ষার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা হইবে ঃ (ক) চাহিদার নিয়ম কি ? (খ) চাহিদার সহিত দামের কি সম্পর্ক ? (গ) কি কি অবস্থা ঠিক থাকিলে চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হইবে ? (ঘ) ব্যক্তির আয় কি ভাবে বাড়ে ? (ঙ) দাম বাড়িলে চাহিদাও বাড়ে—কোন কোন ক্ষেত্রে ?	
বাড়ীর কাজ	ছাত্রগণকে চাহিদার নিয়ম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।	

[পাঠটীকা নং ৮]

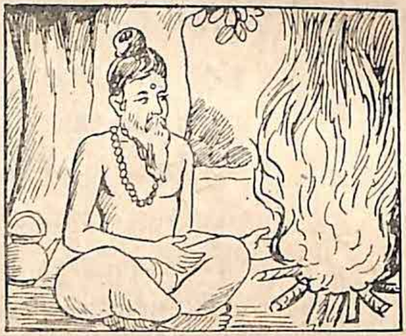
বিদ্যালয়—রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ীগার্লস স্কুল।
শ্রেণী—নবম 'ক'
ছাত্রী সংখ্যা—৩০।
গড় বয়স—১৪ বৎসর +
সময়—৪০ মিনিট।
তারিখ—১৬।৪।৬৮।
শিক্ষিকার নাম—শেফালী সাহু।
ক্রমিক সংখ্যা—৪৫।

বিষয়—পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি।
সাধারণ পাঠ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি।
বিশেষ পাঠ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ঃ
(১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ।
(২) বল প্রয়োগ মতবাদ।
(৩) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ।
(৪) সামাজিক চুক্তি মতবাদ।
*(৫) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ।
*অদ্যকার পাঠ।

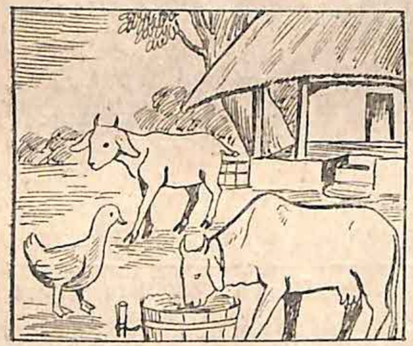
ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ



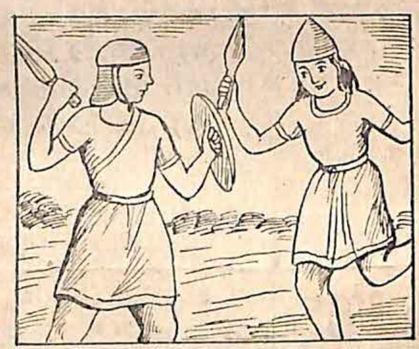
রক্তের সম্বন্ধ



ধর্ম



ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি



যুদ্ধ-বিগ্রহ



রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক মতবাদ সম্পর্কে ছাত্রীদের ধারণা গঠনে সহায়তা করা। পরোক্ষ : ছাত্রীদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচার শক্তির বিকাশ সাধন করা।
উপকরণ	ঐতিহাসিক মতবাদের একটি চিত্র এবং শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয় সাধারণ উপকরণ।
আয়োজন	সদাচঞ্চল ছাত্রীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করিবার জন্য এবং পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা মানসে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? (২) রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? (৩) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়টি মতবাদ প্রচলিত আছে এবং কি কি ?
পাঠ ঘোষণা	আজ আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসাবে 'ঐতিহাসিক মতবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করিব।
উপস্থাপন	অদ্যকার পাঠ্যকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া উপকরণের সাহায্যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রীদের সহায়তায় আলোচনা করিব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	**ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ :** রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে গার্নার বলিয়াছেন—"রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে ; প্রস্তাব বা চুক্তি দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই। শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাকে	(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপকগার্নারের মত কি ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	গ্রহণ করা যায় না।" অতএব ঐশ্বরিক উৎপত্তি বাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ অনুসারে মানব সমাজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে, হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এই সম্বন্ধে বার্জেসের মত হইল—"রাষ্ট্র মানব সমাজের বিরতি বিহীন ক্রম বিকাশের ফল।" কবে কি ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, এবং ধীরে ধীরে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। তবে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইত্যাদি শক্তিগুলি	(২) অন্যান্য মতবাদগুলি গ্রহণযোগ্য নহে কেন? (৩) রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা কোন্ মতবাদে পাওয়া যায়? (৪) ঐতিহাসিক মতবাদ অনুসারে কিরূপে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে? (৫) বার্জেসের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল কিরূপে? (৬) রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানত কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করিয়াছিল?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
	গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা অবশ্য পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই।	(৭) ঐতিহাসিক মতবাদ কাহাকে বলে?
উ প স্থা প	**রক্তের সম্বন্ধ ঃ** রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস সুরু করা যাইতে পারে সমাজে পারিবারিক জীবন যাপনের সূত্রপাতের পরে। পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়াই আদিম মানুষ প্রথমে শিক্ষা করিল 'আনুগত্য'। পরিবারের প্রতি স্নেহমমতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখিল গৃহকর্তার আদেশ পালন করিতে। পরে পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একটি পরিবার ভাঙ্গিয়া কয়েকটি পরিবারে এবং পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি এবং পরে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল। আর এই গোষ্ঠী বা উপজাতির উপর কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীর প্রবীণতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রধান। এবং এই গোষ্ঠী জীবনের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধ।	(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস কোথা হইতে সুরু করা যাইতে পারে? (২) আদিম মানুষ পারিবারিক জীবনের প্রথমে কি শিক্ষা করিয়াছিল? (৩) পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া কিরূপে রাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত হইল? (৪) গোষ্ঠী বা উপজাতীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন কে? (৫) গোষ্ঠী জীবনের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল কি?
ন	**ধর্ম ঃ** রক্তের সম্বন্ধের সমসাময়িক আর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে	(১) রক্তের সম্বন্ধের সমসাময়িক আর কোন্ শক্তি সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
	আত্মীয়তা বোধ যখন ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন ধর্মই গোষ্ঠীজীবনকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।	(২) ধর্ম সমাজকে কিসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল?
উ	গোষ্ঠীপতি বা গোষ্ঠীপ্রধানগণের অধিকাংশই ধর্মের অনুশাসনের মাধ্যমেই সমাজ শাসন করিতেন।	(৩) গোষ্ঠীপতিরা কোন্ শক্তির মাধ্যমে সমাজ শাসন করিতেন?
	ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত প্রকৃতি পূজা এবং পূর্ব পুরুষদের পূজা।	
প	এবং একথা তাহারা বিশ্বাস করিত যে ইহাদের সন্তুষ্ট না করিলে জীবনে নানারূপ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে ইহাদের সহিত গোষ্ঠীপতিগণের	(৪) ধর্ম বলিতে তখনকার লোকেরা কি বুঝিত?
স্থা	যোগাযোগ আছে এবং ইহারাই শুধু জানেন কিভাবে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়।	(৫) সাধারণ লোক গোষ্ঠীপতিদের মান্য করিত কেন?
প	এই গোষ্ঠীপতিরা ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তি। এইভাবে গোষ্ঠীপতি সমাজের প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত হইয়া ধর্ম পরিচালনা ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শাসন করিতে লাগিলেন।	৬) গোষ্ঠীপতিরা কি করিতেন?
	যুদ্ধ বিগ্রহ ঃ	
ন	যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ণ খাদ্যাহরণ যুগের পর খাদ্য সংগ্রহ, পশুচারণ, কৃষিকার্য প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সংঘর্ষ ইত্যাদি লাগিয়াই থাকিত। সুবিধা	(১) প্রাচীন সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ হইত কেন?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
	পাইলেই একদল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া উহার কৃষি-জমি, ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময় আবার যাহারা পরাজিত হইত তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিত, ফলে জনগোষ্ঠীকে সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত,	(২) ঐ সময়ে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর একজন যুদ্ধ নায়কের প্রয়োজন হইল কেন ?
প	আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণও করিতে শিখিল। যুদ্ধবিগ্রহ সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে উদ্ভব হইল যুদ্ধ নায়কের	(৩) যুদ্ধ নায়কের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল কিরূপে ?
স্থা	এবং যুদ্ধবিগ্রহ সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় তাঁহার পদ মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে	(৪) শান্তির সময় যুদ্ধ নায়ক কি করিতেন ?
প	লাগিলেন। অনেক সময় তিনি আবার প্রধান পুরোহিতের কার্যও করিতেন। এইরূপে যুদ্ধ নায়ক সমাজের সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।	(৫) যুদ্ধ নায়ক কিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ?
ন	**ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি :** ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তির উদ্ভব মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পথে বহু-দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত	(১) ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি উদ্ভবের পূর্বে মানুষ কিরূপে আহৃত খাদ্য বা সম্পদ ভোগ করিত ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	ধন সম্পত্তি উদ্ভবের পূর্বে আইন কানুনের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী । কিন্তু ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি উদ্ভবের ফলে তাহা ভোগ ও রক্ষার জন্য সমাজে বিভিন্ন প্রকার আইন ও প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল।	(২) ব্যক্তিগত ধনসম্পদ উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন ?
প	এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সংগঠনকে অপরিহার্য করিয়া তুলিল। আর সরকার সৃষ্টি হওয়ায় রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।	(৩) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি কিরূপে সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলিল ?
স্থা	**রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ঃ** রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না।	(১) রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার স্থান কিরূপ ?
প	আদিম মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে সুরু হইতেই সচেতন ছিল না। আত্মীয়তা বোধ বা ধর্মের বন্ধন প্রথমে গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই যুগকে 'রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনা'র যুগ বলা যাইতে পারে।	(২) রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনার যুগ কাহাকে বলে ?
ন	পরে এই অবচেতনা ঘুচিয়া গেল এবং সকলেই বুঝিল যে ঐক্য ব্যতীত সংঘর্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যুদ্ধ ও শান্তির প্রয়োজনে সচেতনভাবে	(৩) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কিরূপে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	যুদ্ধ নায়কের আনুগত্য স্বীকৃত হইল এবং রাজার অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তন বাদের সার্থকতা ঃ** ঐতিহাসিক মতবাদই একমাত্র মতবাদ যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারে। ইহা আদি অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের রূপ বর্ণনা করিয়াছে। এই মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু না কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা কোন একটিমাত্র শক্তিকে রাষ্ট্রগঠনের কার্যকরী শক্তি হিসাবে ধরেনা এবং এইখানেই ইহার সার্থকতা কারণ কোনটিই পৃথকভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করে না। সকল শক্তিই রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে অল্প বিস্তর সহায়তা করিয়াছে। অন্যান্য মতবাদ এক একটি শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভুল করিয়াছে।	(১) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি? (২) বিবর্তনবাদ কোন একটিমাত্র শক্তিকে একমাত্র কার্যকরী শক্তিরূপে ধরে না কেন? (৩) অন্যান্য মতবাদগুলি কি ভুল করিয়াছে?
বোর্ডের কাজ	(১) বার্জেসের মতে, 'রাষ্ট্র মানব সমাজের বিরতি বিহীন ক্রম বিকাশের ফল।' (২) রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী শক্তিসমূহ—রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধ বিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। (৩) ঐতিহাসিক মূল্য—ঐতিহাসিক মতবাদই কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারে।	

অভিযোজন	ছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) বার্জেসের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে কিরূপে ? (২) রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানত কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করিয়াছিল ? (৩) পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া কিরূপে রাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত হইল ? (৪) যুদ্ধনায়ক কিরূপে রাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন ? (৫) 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা' কিরূপে রাষ্ট্রের উদ্ভবে সহায়তা করিয়াছে ? (৬) বিবর্তনবাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি ?
গৃহকাজ	রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র যে ঐতিহাসিক মতবাদ করিতে পারে সেই সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ছাত্রীদের গৃহ হইতে লিখিয়া আনিতে বলিব।

[পাঠটীকা নং ৯]

বিদ্যালয়ের নাম : রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয় শ্রেণী : দশম ছাত্রী সংখ্যা : ২০ বয়সের গড় : ১৫ বৎসর তারিখ : ১৫-৪-৬৮ সময় : ৪০ মিনিট শিক্ষিকা : কমলা মণ্ডল	বিষয়—অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সাধারণ পাঠ—জনমত পাঠক্রম— (১) *জনমত কাহাকে বলে ; জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম (২) গণতন্ত্র ও জনমত ; জনমতের কার্যকারিতার উপায় অদ্যকার পাঠ—*

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষঃ জনমত কাহাকে বলে এবং জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলি সম্পর্কে ছাত্রীদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। পরোক্ষঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণতন্ত্রকে সফল করিবার জন্য সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনে তাহাদের উৎসাহিত করা।
উপকরণ	শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণসমূহ এবং জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলি বুঝাইবার জন্য একটি চিত্র।
আয়োজন	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবেঃ (১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে? (২) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকবর্গ কিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন? (৩) সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রার্থীরা সভাসমিতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন কেন?
পাঠঘোষণা	আজ আমরা জনমত কাহাকে বলে এবং জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলি লইয়া আলোচনা করিব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	অদ্যকার পাঠ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়া শ্রেণীকক্ষে বিস্তারিত-আলোচনা করিবঃ (ক) জনমত কাহাকে বলেঃ জনমত কাহাকে বলে এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। তবুও মোটামুটিভাবে বলিতে	বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবঃ (ক) (১) জনমত কাহাকে বলে?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা	গেলে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণ বা সাধারণের যে অভিমত তাহাকেই “জনমত” আখ্যা দেওয়া হয়। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদৃঢ় মতামতই জনমত বলিয়া পরিগণিত হয়। জনমত সকল সময় সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে। উপরন্তু গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার।	(২) জনমত সকল সময় সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে—কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।
প	(খ) জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম: জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যম হইল: (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) সভাসমিতি, (৩) ব্যবস্থাপক সভা, (৪) চলচ্চিত্র ও বেতার, (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৬) রাজনৈতিক দল	(খ) জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কি কি?
ন	(১) মুদ্রাযন্ত্র: জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সংবাদপত্র, পুস্তিকা এবং	(১) মুদ্রাযন্ত্র কিরূপে জনমত গঠনে সহায়তা করে?


জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম
মুদ্রাযন্ত্র ১
বেতার ৫
সভাসমিতি ২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬
রাজনৈতিক দল ৭
ব্যবস্থাপক সভা ৩
চলচ্চিত্র ৪

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প	সাময়িক পত্রাদি জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং ইহাকে প্রভাবান্বিত করে। তবে এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে সংবাদপত্রগুলি যেন দলীয় স্বার্থে বা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের নিয়োজিত না করে।	সংবাদপত্রগুলির নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকা কেন প্রয়োজন ?
স্থা প	(২) সভাসমিতি ঃ জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সভা-সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে যে সমস্ত বক্তৃতা দেন ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাহা হইতে জনসাধারণও তাহাদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। আবার এই সভা-সমিতির মধ্য দিয়া জনগণের মনোভাবের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।	(২) সভাসমিতির দ্বারা কিরূপে জনমত গঠিত হয় ?
ন	(৩) ব্যবস্থাপক সভা ঃ ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্ষেত্র। এখানে বিতর্ক সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত	(৩) ব্যবস্থাপক সভাতেই প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	গঠনের চেষ্টা করে। ব্যবস্থাপক সভার আলোচনা ইত্যাদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের নিকট হাজির হয়। তাহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভাতেই সর্বসম্মত একটিমত প্রতিফলিত হয় কারণ ব্যবস্থাপক সভার আলোচনা জনমতের দিক লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হয়। ৪) চলচ্চিত্র ও বেতার : বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বেতার চলচ্চিত্র বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তবে সংবাদপত্রের ন্যায় বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত। সেইজন্য বেতার ও চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : জনমত গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা যে ধ্যানধারণা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় হিটলারের অধীনে জার্মানীর	হয়—কথাটির তাৎপর্য কি ? (৪) বেতার ও চলচ্চিত্র কোন প্রকার লোকের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে ? জনমত গঠনের জন্য চলচ্চিত্র বেতারের ও নিয়ন্ত্রণ দরকার হয় কেন ? (৫) জনমত গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কতখানি ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	শিক্ষাব্যবস্থা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা গণতন্ত্রসম্মত হওয়া প্রয়োজন। (৬) রাজনৈতিকদল : সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অংগ হইলে রাজনৈতিক দল উহার প্রাণ। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজ পক্ষে জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করা। ইহার জন্য প্রত্যেকদলই সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার চালায়। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা ও সমালোচনা হইতে আপন আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয়।	(৬) রাজনৈতিক দল জনমত গঠনে কিভাবে সহায়তা করে ?
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠে ছাত্রীদের জ্ঞানবৃদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবে : (১) জনমত বলিতে কি বুঝায় ? (২) আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (৩) জনমত প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যমগুলি বর্ণনা কর। (৪) জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলিকে নিরপেক্ষ রাখা উচিত কেন ?	
গৃহকাজ	অদ্যকার পাঠটি ছাত্রীদের বাড়ীতে চিন্তা করিয়া পড়িতে বলা হইবে এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর খাতায় লিখিয়া আনিতে বলা হইবে : Q. What is Public Opinion ? Describe the chief agencies for forming Public opinion in modern times. প্রঃ জনমত কাহাকে বলে ? বর্তমান দিনে জনমত গঠনের প্রধান প্রধান মাধ্যমগুলি বর্ণনা কর।	

[পাঠটীকা নং ১০]

স্কুলের নাম : ডিমারী উচ্চতর ও বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বিষয় : পৌরবিজ্ঞান।
শ্রেণী : দশম ('ক' বিভাগ)	সাধারণ পাঠ : ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
ছাত্রসংখ্যা : ৪০	বিশেষ পাঠ :
গড় বয়স : ১৬ বৎসর	*(ক) ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা,
সময় : ৪০ মিনিট	(খ) শিক্ষা ব্যবস্থা।
শিক্ষক : শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ।	(গ) ভারতের স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠন।
ক্রমিক নং : ১৬	
তারিখ : ২১।৩।৬৯	অদ্যকার পাঠ : *

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। পরোক্ষ : ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরিত করা।
উপকরণ	ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি ছবি এবং শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
আয়োজন	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) রাষ্ট্রগঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কি ? (২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইলে কিসের প্রয়োজন ? (৩) আধুনিক যুগে কত প্রকারের সৈন্যবাহিনী আছে ? (৪) এই তিন বাহিনীকে এক কথায় কি বলে ?
পাঠ ঘোষণা	আজ আমরা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া শ্রেণীকক্ষে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব : (১) স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশ স্বাধীন হইলে ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতের জাতীয় সরকার গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমেই পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল এক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হস্তে স্থল, নৌ ও বিমান এই তিন রক্ষীবাহিনীর ভার অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কতা আইনতঃ রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। প্রকৃত ক্ষেত্রে সংগঠন ও পরিচালনাগত দায়িত্ব অবশ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের। প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর কার্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াই এই দায়িত্ব পালন করেন। (২) সৈন্যবাহিনী (Army) : ভারতের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও	বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করিব ও নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব : (১) কত সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ? (২) এই সময় হইতে ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কে গ্রহণ করে ? (৩) স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করা হয় ? (৪) তিনি কাহার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন ? (৫) ভারতের সংবিধান কত সালে প্রবর্তিত হয় ? (৬) সংবিধান প্রবর্তনের পর আইনতঃ তিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে হন ? (৭) প্রকৃতপক্ষে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কে পালন করেন ? (৮) কিভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর এই দায়িত্ব পালন করেন ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	পশ্চিম—এই তিনটি অংশে বা কমাণ্ডে (commands) বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি কমাণ্ড কতকগুলি করিয়া অঞ্চলে এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল কতকগুলি করিয়া উপঅঞ্চলে বিভক্ত।	(১) ভারতের সৈন্যবাহিনী কতগুলি কমাণ্ডে বিভক্ত ? (২) কমাণ্ডগুলি কি কি ?
	সৈন্য-বাহিনীর সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে অবস্থিত।	(৩) সৈন্যবাহিনীর সদর কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
প	ইহা সৈন্যাবাহিনীর প্রধানের (Chief of the Army staff) অধীনে পরিচালিত হয়।	(৪) সদর কার্যালয় কাহার অধীনে পরিচালিত হয় ?
	সদর কার্যালয়ের ছয়টি শাখা আছে।	(৫) সদর কার্যালয়ের কয়টি শাখা আছে ?
স্থা	ইহার মধ্যে একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, শিক্ষা ও সামরিক খবরা-খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়টি নিয়োগ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে।	(৬) প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার কাজ কি ?
	তৃতীয়টির কার্য হইল গমনাগমন, পরিবহন, বাসস্থান প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা। চতুর্থটি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।	(৭) তৃতীয় ও চতুর্থ শাখার কাজ কি ?
প	পঞ্চমটি সকল নির্মাণকার্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে রক্ষিবাহিনীর তিন জন প্রধানকে পরামর্শ দেয়। ষষ্ঠটি বদলি, পদোন্নয়ন, অবসর প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে।	(৮) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শাখার কাজ কি ?
ন	**(৩) নৌ বাহিনী (Navy) :** স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের নৌশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন নূতন আধুনিক রণতরী সংগ্রহ এবং নৌ-	(১) নৌবাহিনীর সদর কার্যালয় কোথায় ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	বাহিনীর সভ্যগণের শিক্ষাদানের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। নয়া-দিল্লীর সদর কার্যালয় হইতে নৌ-বাহিনীর প্রধান চারিজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। নৌবাহিনী প্রধানকে পূর্বে Vice Admiral বলা হইত এখন Admiral বলা হয়। (৪) বিমান বাহিনী (Air Force) : ভারতের বিমানবাহিনী তিন অংশে বিভক্ত : (ক) সংরক্ষণ সংগঠন, (খ) পরিচালন সংগঠন, (গ) শিক্ষা সংগঠন। সংগঠন তিনটি যথাক্রমে কানপুর, পালাম (দিল্লী) এবং বাংগালোরে অবস্থিত। সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ বিমান বাহিনীর প্রধানের অধীনে কার্য করেন। বিমান বাহিনীর প্রধানকে Air Marshall বলা হয়। ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত সহায়ক বিমান-শক্তি আইন (Auxiliary Air Force Act, 1952) অনুসারে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আসল বিমান বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সহায়ক বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।	(২) নৌবাহিনীর প্রধান কতজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় নৌবাহিনী পরিচালনা করেন ? (৩) নৌবাহিনীর প্রধানকে পূর্বে কি বলা হইত ? (৪) বর্তমানে তাঁহাকে কি বলা হয় ? (১) ভারতের বিমান বাহিনী কত অংশে বিভক্ত ? (২) বিভাগ তিনটি কি কি ? (৩) তিনটি বিভাগ কোথায় কোথায় অবস্থিত ? (৪) বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর কোথায় ? (৫) বিমান বাহিনীর প্রধানকে কি বলা হয় ? (৬) সহায়ক বিমান শক্তি আইন কত সালে প্রবর্তিত হয় ? (৭) ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ রাজ্যে সহায়ক বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ?

বো র্ডে র কা জ	অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রদের সহায়তায় বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং ছাত্রদের তাহা খাতায় লিখিয়া লইতে বলিব। সংক্ষিপ্তসার : স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব বর্তমানে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। অবশ্য সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব হইল প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদপ্তরের। প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর কার্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই দায়িত্ব পালন করে। রক্ষিবাহিনীর তিনজন অধ্যক্ষ বর্তমানে যথাক্রমে সৈন্যবাহিনীর প্রধান (Chief of the Army staff), নৌবাহিনীর প্রধান (Chief of the Naval staff) এবং বিমান বাহিনীর প্রধান (Chief of the Air staff) নামে পরিচিত।
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির পরিমাপ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনী কয়ভাগে বিভক্ত ? (২) তিন রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ? (৩) তিন রক্ষিবাহিনীর সদর কার্যালয় কোথায় ? (৪) বিমান বাহিনীর প্রধানকে কি বলা হয় ?
গৃহকাজ	বাড়ী হইতে অদ্যকার পাঠটি ছাত্রদের চিন্তা করিয়া পড়িয়া আসিতে বলা হইল এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর খাতায় লিখিয়া আনিতে বলা হইল : **Q. Briefly describe the Defence organisation of India.**

[পাঠটীকা নং ১১]

স্কুলের নাম : পানিহাটী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	বিষয় : পৌরবিজ্ঞান
শ্রেণী : একাদশ	সাধারণ পাঠ : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা
গড় বয়স : ১৭ বৎসর	অদ্যকার পাঠ : পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েৎ
ছাত্র সংখ্যা : ২৫	
সময় : ৪০ মিনিট	
শিক্ষক : শ্রীদ্বিজমোহন সরকার	
তারিখ : ২৭।২.৬৯	

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : পশ্চিমবঙ্গে গ্রামপঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভে ছাত্রদের সহায়তা করা। পরোক্ষ : গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
উপকরণ	গ্রামসভার চিত্র ও শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয় সাধারণ সামগ্রী।
প্রস্তুতি	বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের পূর্ব্বজ্ঞান পরীক্ষা মানসে ও বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কাহাকে বলে ? (২) গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের নাম কর।
পাঠ-ঘোষণা	আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	অদ্যকার পাঠ্যবিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রেণীকক্ষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। (১) পশ্চিমবঙ্গে গ্রামপঞ্চায়েৎ আইন পাস—পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে	প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্য বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	গ্রামপঞ্চায়েৎ আইন পাস হয়। ১৯৫৭ সাল হইতে এই আইনকে কার্যকর করা হইয়াছে।	প্রশ্ন : কত সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইন পাস হয়?
প	(২) গ্রামসভা : কোন গ্রামের বিধান সভার নির্বাচকদের লইয়া গ্রামসভা গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রামসভাকে একবার করিয়া বাৎসরিক সাধারণ সভা ও একবার করিয়া ষাণ্মাসিক সভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।	কাহাদের লইয়া গ্রাম সভা গঠিত হয়?
স্থা	(৩) গ্রাম-পঞ্চায়েৎ : গ্রামসভার কার্যনির্বাহের ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। এই গ্রামপঞ্চায়েৎ গ্রামসভার সদস্যবর্গের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত অনধিক ১৫জন এবং অন্যূন নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়।	গ্রাম-পঞ্চায়েৎ কিভাবে গঠিত হয় এবং উহার সদস্য সংখ্যা কত?
প	(৪) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ : অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হইলেন যথাক্রমে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহঃ সভাপতি। পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহঃ সভাপতির কার্যকাল ৪ বৎসর।	গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ সভাপতিকে কি বলে এবং তাঁহাদের কার্যকাল, কত বৎসর?
ন	পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কার্যের মধ্যে আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ; মহামারী প্রতিরোধ ; পানীয় জলসরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ ; সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী, পশুচারণভূমি, শ্মশান-	

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	ঘাট, কবরখানা প্রভৃতি সংরক্ষণ; গ্রামোন্নয়নের জন্য শ্রমদান সংগঠন প্রভৃতি প্রধান।	প্রশ্ন : পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজগুলি কি কি ?
প	ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রামপঞ্চায়েতের উপর নিম্নলিখিত কার্যভার দিতে পারে—যথা, প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন, ফেরি-ঘাটের তত্ত্বাবধান, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভূমি প্রথার সংস্কার সাধনে সহায়তা করা ইত্যাদি।	রাজ্য সরকার আর কি কি কাজ পঞ্চায়েতের উপর দিতে পারেন ?
স্থা	(৫) অঞ্চল পঞ্চায়েৎ : গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার বাকী কার্যগুলি পরি-চালনা করেন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ। এক-একটি অঞ্চলপঞ্চায়েৎ পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামসভা লইয়া গঠিত হয়।	অঞ্চল পঞ্চায়েতের গঠন কিভাবে হয় ?
প	গ্রামসভার অনধিক ২৫০ জন সদস্য পিছু একজন করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্যকাল ৪ বৎসর।	অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহঃ সভাপতিকে কি বলা হয় ?
ন	অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সহঃ সভাপতি যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান নামে অভিহিত।	অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্যকাল কয় বৎসর ?
	অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল আঞ্চলিক শান্তি	

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উপস্থাপন	শৃঙ্খলা রক্ষা, কর ধার্য করিয়া আয়ের ব্যবস্থা এবং ন্যায় পঞ্চায়েৎ পরিচালনা। (৬) ন্যায় পঞ্চায়েৎ : ন্যায় পঞ্চায়েৎ-গুলি অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ দ্বারা গঠিত এবং ইহারই মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ন্যায়-পঞ্চায়েতের বিচারকগণ হইবেন নির্বাচিত ; নির্বাচন গ্রামসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে করা হয়। ন্যায় পঞ্চায়েতের কার্য হইল ছোট ছোট বিচারের ব্যবস্থা করা।	প্রশ্ন অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ কি ?
বোর্ডের কাজ	অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রদের সহায়তায় বোর্ডে লিখিয়া দিব এবং ছাত্রদিগকে উহা খাতায় লিখিয়া লইতে বলিব।	
অভিযোজন	অদ্যকার পাঠে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধি মূল্যায়ন করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিব : (১) গ্রামসভা কাহাদের লইয়া গঠিত হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহঃ সভাপতিকে কি বলা হয় ? (২) অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজগুলি কি কি ?	
গৃহকাজ	নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে : Q. Give a brief idea of the organisation of Village Panchayats in West Bengal.	

[পাঠটীকা নং ১২]

বিদ্যালয়ের নাম : এস. এস. হাইস্কুল শ্রেণী : নবম ছাত্র সংখ্যা : ২৫ তাদের গড় বয়স : ১৬ সময় : ৪০ মিঃ শিক্ষক : শ্রীজগদীশ বিশ্বাস তারিখ :	বিষয় : পৌরবিজ্ঞান সাধারণ পাঠ : স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান। বিশেষ পাঠ : কলিকাতা কর্পোরেশন অদ্যকার পাঠ : ঐ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। পরোক্ষ : গ্রাম ও শহরের পৌরশাসন সম্পর্কে কল্পনা, চিন্তা ও যুক্তি বিকাশে সহায়তা করা।
উপকরণ	পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র, পশ্চিমবঙ্গের রেখ-মানচিত্র, কলিকাতা ও সহরতলীর মানচিত্র, কর্পোরেশনের সংগঠন সম্পর্কিত চার্ট ইত্যাদি।
প্রস্তুতি	নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠ্যাভিমুখী করবার চেষ্টা করা হবে : প্রশ্ন : (১) তোমাদের এই স্কুলটি কোন্ ইউনিয়নে অবস্থিত ? (২) এ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি কে ? (৩) আমরা কোন্ রাজ্যে বসবাস করি ? (৪) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ?
পাঠঘোষণা	"আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের ন্যায় কলিকাতায় আছে পৌর প্রতিষ্ঠান। তার নাম কলিকাতা কর্পোরেশন। আজ আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।"—এই বলে পাঠ-ঘোষণা করা হবে।

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ	অদ্যকার পাঠ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত শীর্ষে বিভক্ত ক'রে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে :	উপস্থাপিত বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদির সাহায্য গ্রহণ করব ও নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে :
প	বিষয়বস্তু (ক) কলিকাতার অবস্থান, আয়তন ও লোক সংখ্যা।	উপকরণ ব্যবহার : ক) মানচিত্রের সহযোগিতা খ) চার্টের সহযোগিতা প্রশ্ন : (১) পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় কলিকাতা অবস্থিত ? (২) কলিকাতার চতুঃসীমা বর্ণনা কর। (৩) বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির নাম বল।
স্থা		
প		উপকরণ ব্যবহার : ক) চার্টের সহযোগিতা খ) কলিকাতার মানচিত্র সহ এলাকার নিদর্শন।
ন	(খ) কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন। (১) কর্পোরেশন মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নির্বাচন ও দায়িত্ব। (২) স্থায়ী কমিটির বিষয়। (৩) এলাকা কমিটির বিষয়।	প্রশ্ন : (১) কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলারের সংখ্যা কত ?

	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
উ প		(২) কাদের দ্বারা মেয়র নির্বাচিত হন ? (৩) কর্পোরেশনের সভ্য নির্বাচনের জন্য ভোটারদের কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত ? (৪) কমিশনার কে এবং তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কি কি ? (৫) স্থায়ী কমিটি ক'টি ? উপকরণ ব্যবহার :
স্থা	(গ) কর্পোরেশনের কাজ ও আয়-ব্যয়।	চার্টের সহযোগিতায় ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের সঙ্গে কর্পোরেশনের কাজের তুলনা।
প ন	(উপস্থাপন অংশে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাই যুক্তিযুক্ত)	প্রশ্ন: (১) কর্পোরেশনের কাজ কি কি ? (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের বাষিক আয় কত ? (৩) এই আয়ের উৎস কি কি ?

অভিযোজন	অদ্যকার পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পারল, তা জানবার জন্যে নিম্নলিখিত পুনরালোচনা মূলক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে : প্রশ্ন : (১) কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন বর্ণনা কর। (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে কারা অংশ গ্রহণ করতে পারেন ? (৩) কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটীর ;সংখ্যা ও তাদের কাজকর্ম বর্ণনা কর। (৪) কর্পোরেশনের কার্যাবলী বর্ণনা কর।
বাড়ীর কাজ	শিক্ষার্থীদিগকে বাড়ী থেকে (১) পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র অঙ্কন ও (২) কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার নাম শিখবার নির্দেশ দেওয়া হবে।

৩। বিশেষ পদ্ধতিকেন্দ্রিক পাঠটীকা পরিকল্পনার নমুনা।

[প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি-কেন্দ্রিক পাঠটীকা]

বিদ্যালয়--ত্রাণনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিষয়—অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

সাধারণ পাঠ—মূলধন

বিশেষ পাঠ—(ক) মূলধনের কার্যাবলী

*(খ) শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের কার্যকারিতা

শ্রেণী—দশম

ছাত্র সংখ্যা—৩০

গড় বয়স—১৫

সময়—৪৫ মিনিট

তারিখ—২৩-১-৬৮

শিক্ষক—শ্রীসতীশ চন্দ্র দাস

*অদ্যকার কর্ম—

উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য :

১। অর্থশাস্ত্রের সাধারণ নীতির সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করে দেওয়া।

২। পার্থিব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

৩। শিক্ষার্থীর মনে অর্থনৈতিক বোধ সৃষ্টি ও উৎপাদনের উপযোগিতা উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

৪। শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।

৫। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগরণে সাহায্য করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য :

১। মূলধন ও সম্পদের বাস্তব উপযোগিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

২। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূলধনের স্থান—বিষয়টি ব্যাখ্যা করা।

শিক্ষোপকরণ

১। শ্রেণীকক্ষের সাধারণ সামগ্রী।

২। কারখানা, উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে কয়েকটি চিত্র, ডায়াগ্রাম।

৩। ভারতের মানচিত্র।

আয়োজন

অদ্যকার পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত ক'রে পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা হবে :

প্রশ্ন	উত্তর
১। দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে আমরা কি কি দ্রব্য ক্রয় করি ?	১। চাল, গম, আটা, ময়দা, চিনি, ইত্যাদি।
২। প্রকৃতপক্ষে কারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেন ?	২। কৃষকরা
৩। কৃষিকার্য করেন না এমন লোক কিভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেন ?	৩। তারা টাকাকড়ির বিনিময়ে ঐসব সামগ্রী ক্রয় করে।
৪। চিনি উৎপাদন করে কারা ?	৪। চিনির মিল-মালিকরা।

প্রশ্ন	উত্তর
৫। রাম একটি চিনি উৎপাদনের কারখানা পরিচালনা করতে চায়। এ ব্যাপারে কি কি উপাদানের প্রয়োজন?	৫। জমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন।
৬। উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে কি বলা হয়?	৬। মূলধন।

কর্মঘোষণা

'আজ আমরা (১) শিল্পে মূলধনের উপযোগিতা, (২) মূলধনের কার্য, (৩) শিল্প-পরিচালনা—বিষয়গুলি আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপন

নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উপস্থাপন কার্য পরিচালিত হবে:

প্রশ্ন	উত্তর
১। আমরা টাকা কড়ি ব্যয় করি কেন?	১। অভাব মিটাবার জন্য।
২। আমাদের নানাপ্রকার অভাব বা প্রয়োজন থাকে। সেগুলি কি কি?	২। ব্যক্তিগত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্ম সংক্রান্ত ইত্যাদি।
৩। শিল্প সংস্থাপনের জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন?	৩। জমি, মূলধন, শ্রম পরিচালনা।
৪। কি উপায়ে শিল্পপতি জমি সংগ্রহ করেন?	৪। মূলতঃ জমির মালিকের নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে জমি ক্রয় করে।
৫। শিল্প পরিচালনার জন্য কি কি জিনিষ সংগ্রহ করা দরকার?	৫। বিল্ডিং, মেসিন, শ্রমিক ইত্যাদি।
৬। শিল্পপতি এসব জিনিষ কি ভাবে সংগ্রহ করেন?	৬। অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যগুলি ক্রয় করা হয়।
৭। কিভাবে তিনি শ্রমিক সংগ্রহ করেন?	৭। অর্থ দ্বারা মজুরী বা বেতন দিয়ে।

উত্তর	প্রশ্ন
৮। কিসের বিনিময়ে শিল্পপতি ম্যানেজার, কেরানী, হিসাবরক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন ?	৮। অর্থ দ্বারা বেতন দিয়ে।
৯। কি উপায়ে তিনি কাঁচা মাল সংগ্রহ করেন ?	৯। অর্থের বিনিময়ে যে ক্রয় করে।
১০। কি উপায়ে তিনি আমদানী, রপ্তানী, স্থানান্তরকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা করেন ?	১০। রেলগাড়ী, লরী ও ট্রাক, গরুর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে।
১১। যানবাহনের এই উপায়গুলিকে কাজে লাগানর জন্য তাকে কি করতে হয় ?	১১। টাকাপয়সা ব্যয় করে এগুলি সংগ্রহ ও কাজে লাগান যায়।
১২। শিল্পপতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপায় কি ?	১২। টাকাপয়সার স্বচ্ছলতা।
১৩। কেন তিনি এভাবে অর্থ ব্যয় করেন ?	১৩। শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা অর্থ লাভ করার জন্য।
১৪। শ্রমিক এবং কর্মচারীরা কি লাভ করেন ?	১৪। মজুরী এবং বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা।
১৫। যদি শিল্প পরিচালনায় ক্ষয় ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি কার ?	১৫। শিল্পপতির।
১৬। শিল্পে আর্থিক লাভ দ্বারা পুংস্কৃত হওয়া এবং ক্ষতির ঝুঁকি বহন করা যে ধর্ম তাকে অর্থনীতিতে কি বলা যায় ?	১৬। প্রচেষ্টা (enterprise)
১৭। শিল্প সংগঠন ও পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে কিসের প্রয়োজন সর্বাধিক ?	১৭। মূলধন।

শিক্ষকের বক্তব্য : তাহলে আমরা দেখলাম যে শিল্প সংস্থাপন ও পরিচালনার জন্য জমি, মেসিন, যন্ত্রপাতি, আর্থিক মূলধন, শ্রম, পরিচালনা প্রভৃতির প্রয়োজন। মূলধন হল শিল্প-বানিজ্য পরিচালনার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়

বিষয়। কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, যানবাহনের ব্যবস্থা, শ্রমিক ও কর্মচারীর বেতন প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারে আর্থিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। প্রচেষ্টা ও ঝুঁকি বহনও শিল্প-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সবকিছু সম্ভব যদি আর্থিক মূলধন যথেষ্ট থাকে।

মূলধনের উৎস ও উপযোগিতা

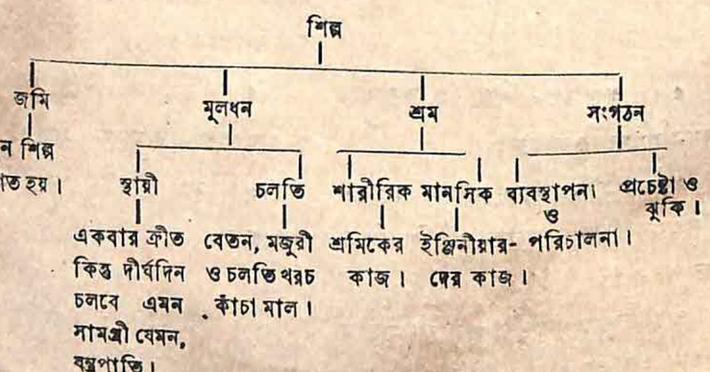
প্রশ্ন	উত্তর
১। শিল্পপতি কোত্থেকে কিভাবে টাকা সংগ্রহ ক'রে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেন?	১। তিনি শেয়ার বিক্রয় এবং ব্যাঙ্ক ও সরকার থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।
২। এতে অংশীদারদের লাভ কি?	২। বৎসরান্তে তারা মূলধনের অংশ অনুপাতে ডিভিডেণ্ড পেতে পারেন। তাদেরকে ব্যালান্স শিটও দেখান হয়।
৩। কি কি অবস্থায় ব্যাঙ্ক অগ্রিম ঋণ দিতে পারে?	৩। একটা নির্দিষ্ট সুদে ব্যাঙ্ক অগ্রিম ঋণ মঞ্জুর করতে পারে এবং সিকিউরিটি স্বরূপ কাঁচা মাল জমা রাখতে পারে। এসব দ্রব্য বিক্রয় হলে ঋণ পরিশোধ দেওয়া হয়।
৪। এতে সরকারের লাভ কি?	৪। সরকার ঋণের সুদ পায় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণের টাকাও ফেরৎ পায়। তাছাড়া ট্যাক্স হিসাবে সরকার অর্থ উপার্জন করে।
৫। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কি অনুসারে মূলধন সংগ্রহ করা হয়?	৫। এখানে শিল্পকর্তা নিজের সুবিধা অনুসারে মূলধন সংগ্রহ করেন।
৬। মূলধন ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে?	৬। না, প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন।
৭। শিল্পে কত প্রকার মূলধন নিয়োগ করা হয়?	৭। দু-প্রকার; স্থায়ী এবং অস্থায়ী বা চলতি।

প্রশ্ন	উত্তর
৮। স্থায়ী মূলধন কাকে বলে ?	৮। যে সব সামগ্রী একবার ক্রয় করলে বহুকাল যাবৎ কর্মক্ষম বা কার্যকরী থাকে তাদেরকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়।
৯। অস্থায়ী অথবা চলতি মূলধন বলতে কি বোঝায় ?	৯। যে সমস্ত সামগ্রীর দ্বারা দৈনন্দিন উৎপাদন কর্ম পরিচালিত হয় ও সামগ্রী নিঃশেষ হয় তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।
১০। দৃষ্টান্ত দিয়ে চলতি মূলধনের ব্যাখ্যা কর।	১০। শ্রমিকের মজুরী, কর্মচারীর বেতন, কাঁচা মাল ইত্যাদি অস্থায়ী বা চলতি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষকের বক্তব্য ঃ তাহলে আমরা দেখলাম প্রতিটি শিল্প প্রচেষ্টায় মূলধন হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান। মূলধন ব্যতীত শিল্প-বাণিজ্য চলতে পারে না। শিল্পের অন্য সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও সংস্থাপনা মূলধনের স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মূলধন হল গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য প্রাথমিক উপাদান।

ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার

শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে নিম্নরূপ তালিকা (chart) দ্বারা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করা যায় :



অভিযোজন

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে অদ্যকার আলোচিত বিষয়টি পুনরালোচনা করা হবে :

প্রশ্ন

১। শিল্প কাকে বলে ও উহা কত প্রকার ?

২। শিল্পে মূলধনের উপযোগিতা কি ?

৩। শিল্প পরিচালনার জন্য কি কি উপাদান ও মাধ্যমের প্রয়োজন হয় ?

৪। মূলধন কত প্রকার ও কি কি ?

৫। চলতি ও স্থায়ী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বাড়ীর কাজ

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হবে :

প্রশ্ন

১। শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি রচনা লিখ।

[অবেক্ষণ পদ্ধতি-কেন্দ্রিক পাঠটীকা]

বিদ্যালয়—মহাজাতি বিদ্যাপীঠ
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শ্রেণী —নবম

ছাত্রসংখ্যা— ২০

গড় বয়স—১৪ +

সময়—১ ঘঃ ৩০ মিঃ

শিক্ষক— শ্রীহরেন্দ্র নাথ দাস

তারিখ—

বিষয়—অর্থনীতি

সাধারণ পাঠ—জনসংখ্যা

বিশেষ পাঠ—ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা

অদ্যকার কর্ম—ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা বিচার ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য

প্রত্যক্ষ : ভারতের খাদ্য সমস্যায় জনসংখ্যাধিক্য এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা ও তাদের সমাধানের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

পরোক্ষ : শিক্ষার্থীদের মনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণা সৃষ্টি করা।

উপকরণ

(ক) দুখানি ক'রে পাঁচজন লেখকের লেখা দশখানি অর্থ নীতি ও পৌর-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক (নমুনা কপি)।

(খ) দশখানি ভূচিত্রাবলী।

(গ) 'জন সংখ্যা' ও 'খাদ্য সমস্যা' বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বলিত কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকা এবং রবিবাসরীয় প্রবন্ধাংশ।

পরিবেশ সৃষ্টি

নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও কথার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করে অবেক্ষণ পাঠচর্চার অনুকূলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা হবে :

প্রশ্ন : (১) বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য কি ?

(২) (যে কোন একজনকে লক্ষ্য করে) তুমি কি খেয়ে স্কুলে এসেছ ?

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তপ্রায়। আমরা মাছ-ভাতের কথা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি। এর প্রধান কারণ বাংলায় লোক সংখ্যা অত্যধিক ও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যোৎপাদন হয় কম। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, অথচ এখানেই খাদ্যের অভাব। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ঠিক একই অবস্থা রয়েছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অথচ সেই অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না। এ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমাদের সকলকেই চিন্তা করতে হবে।

কর্ম ঘোষণা

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা বিচার ও সেই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে রচনা লিখবে। সময় দেড় ঘণ্টা।

ব্যবস্থাপনা

পদ্ধতি—অবেক্ষণ পাঠচর্চা (Supervised study)।

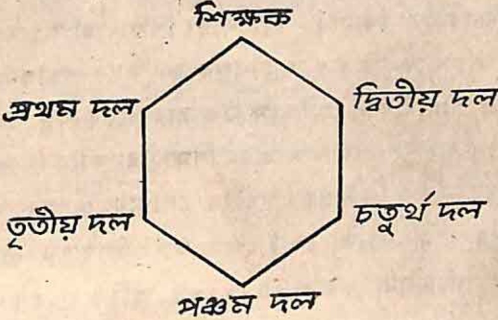
স্থান—প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের কক্ষ।

দল—মোট কুড়ি জনের প্রতি চারজন নিয়ে গঠিত পাঁচটি দল।

প্রথম দল	নাম	সামগ্রী
(১)	...	(ক) পাঠ্যপুস্তক
(২)	....	(খ) নমুনা কপি
(৩)	...	(গ) পত্র-পত্রিকা
(৪)	...	

দ্বিতীয় দল	অন্য চারজন	(প্রতিটি দলের
তৃতীয় দল	অন্য চারজন	জন্য
চতুর্থ দল	অন্য চারজন	একই
পঞ্চম দল	বাকি চারজন	সামগ্রী)

আসন ব্যবস্থা



প্রতিটি দল এমনভাবে বসবে যেন তাদের প্রয়োজনীয় চলাফেরার পথ উন্মুক্ত থাকে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা আরোপিত কর্ম শেষ করবে। শিক্ষার্থীর সাহায্যার্থে শিক্ষক সর্বদা প্রস্তুত।

মূল্যায়ন

পাঠচর্চার সুরু থেকে ১০ মিনিট পর শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব রচিত বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

৪। বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশ ও পাঠটীকা পরিকল্পনা।

শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণ (training) প্রাপ্তির পর শিক্ষক মহাশয় তাঁর অর্জিত নতুন জ্ঞান ও কৌশলকে বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে প্রয়োগ করবেন—একথা সর্বজন বিদিত। একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এই ধারণা শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। পাঠটীকা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এই বক্তব্যের সত্যতা সহজে প্রমাণ করা যায়।

প্রথমতঃ, হাবার্ট-এর সোপানগুলিকে অনুসরণ ক'রে আমাদের দেশের শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে পাঠটীকা পরিকল্পনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পাঠটীকা এত সুদীর্ঘ যে একজন শিক্ষকের পক্ষে তিনটির বেশী দৈনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব

হয় না। অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দৈনিক পাঁচ থেকে ছটি পিরিয়ডের পাঠ পরিচালনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের রীতিতে পাঠ পরিকল্পনা ক'রে বিদ্যালয়ের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠটীকার জন্য নির্ধারিত স্তরগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও তাদের বাস্তব মূল্য বিচার করা হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুমোদিত পাঠ্যসূচী (syllabus) অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তক ক্রয় ক'রে পড়াশুনা করে। আজ যেটুকু পড়া হল আগামীকাল শ্রেণীকক্ষে ঠিক তার পরের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটা পড়ান হবে—এসংবাদ টুকু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা জানে। তাই 'আয়োজন' ও 'পাঠ ঘোষণা' নামক দুটি স্তর অর্থহীন সোপান হিসাবে বর্তমানে গণ্য। পূর্বেকার পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য উপস্থাপন প্রসঙ্গে শিক্ষককে আয়োজন পর্ব পরিচালনা করতে হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য শিক্ষার্থীর পূর্বপাঠের 'গৃহকাজ' অংশের প্রশ্নোত্তর-খাতা, নোট ইত্যাদি শিক্ষক অবসর সময়ে শুদ্ধ করে দিতে পারেন। তার জন্য পাঠটীকা পরিকল্পনাকে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ 'গৃহকাজ' শীর্ষে শিক্ষার্থীর কাজকর্ম-গুলিকে শুদ্ধ করে দেওয়া এবং বিচার করার অর্থ মূল্যায়ন (Evoluation) করা। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় উচ্চশ্রেণীর জন্য বোর্ডে সারাংশ লিখনের কোন মূল্য নাই। নিম্ন বা মধ্যস্তরের শিক্ষার্থীর নিকট এরূপ সারাংশের মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীতে সারাংশ লেখার অর্থ কিছু সময় নষ্ট করা। কারণ 'উপস্থাপন' স্তরে ব্যাখ্যা; শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, প্রধান প্রধান শীর্ষের নাম, মানচিত্র অঙ্কন, গ্রাফ বা চার্ট অঙ্কন প্রভৃতি করা হয়; সুতরাং উচ্চতর শ্রেণীতে পৃথক বোর্ড ওয়ার্কের প্রয়োজনে সারাংশ লিখন মূল্যহীন।

বর্তমানে যেন শিক্ষণ-শিক্ষার্থীকে শেষ পরীক্ষায় পাস করার উপায় করে দেওয়াই শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য; আর শিক্ষকের কর্তব্য যেন শিক্ষণ-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে বর্দ্ধিত বেতন প্রাপ্তির সুযোগ নেওয়া। এই ধারণা আজকাল সকলের মনে অতি সুস্পষ্ট। কারণ, শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের কর্মসূচীর সঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতিও কর্মের কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য নাই। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিদরা তাই এই সমস্যা নিরসনের জন্য চেষ্টা করছেন। এবিষয়ে শিক্ষা-গবেষণা ও শিক্ষণ বিষয়ক

জাতীয় সংস্থা" (N. C. E. R. T.) বিশেষ ভাবে অগ্রণী। ১৯৬৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'ভুবনেশ্বর সেমিনারে' সমবেত শিক্ষকমণ্ডলী (Teacher Educators) বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নরূপ একটি নমুনা (Proforma) রচনা করেন।[1] শিক্ষণ-সময়ে (Training Period) এই নমুনা অনুসারে বিস্তৃত আকারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক নিজ নিজ বিদ্যালয়েও নিম্নোক্ত নমুনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠ-পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

Seminar on Student Teaching and Evaluation
Proforma for
Lesson P'an

Name of the School— Subject :
Class— Topic :
Time— Day's Lesson :
Date—
Name of the student-teacher—

1. Objective :
   (a) Knowledge (c) Skill
   (b) Ability (d) Aptitude

		Teachers' activities	Pupils Activities
2- Contents	Whatever the teacher feels most suited.		Participation
Its analysis :		(a) Method to be followed	(a) Attention & Observation
(a)		(b) Teaching devices	(b) Interrogation
(b)		(c) Exposition, Explanation & Narration etc	(c) Answering
(c)			
(d)		(d) Experimentation	(d) Discussion
(e)		(e) Class Discipline	(e) Noting

3. Evaluation (a) Assignments to pupils
   (b) Remedial Work
   (c) Objective Tests

1. বর্তমান লেখক উক্ত সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

[সেমিনারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঠটীকা পরিকল্পনা]

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—
সময়—
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান
সাধারণ পাঠ—*নাগরিকতা
বিশেষ পাঠ—নাগরিক ও বিদেশী
অদ্যকার পাঠ—*

১। উদ্দেশ্য :

(ক) জ্ঞান : নাগরিক ও বিদেশী সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তা করা—

(খ) সামর্থ্য : বোধশক্তির বিকাশ—

(গ) কৌশল :

(ঘ) প্রবণতা, আগ্রহ ও অনুরাগ : পৌরবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি করা।

২। বিষয় বিশ্লেষণ*		
আলোচ্য বিষয়টি নিম্নরূপ শীর্ষে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে পদ্ধতি মাধ্যমে বিবৃত হবে। প্রয়োজন মত শিক্ষক তাঁর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন :	শিক্ষকের করণীয় কর্ম	শিক্ষার্থীর কর্তব্য
যারা একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং যারা শুভ বিচার বুদ্ধিকে দেশের কল্যাণে নিয়োগ করে এবং যারা রাষ্ট্রের ভিতরে অথবা বাইরে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাখে তাদেরকে রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়।	পদ্ধতি গ্রহণ : (i) বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির সমন্বয় (ii) উপকরণ-ব্যবহার (iii) শৃঙ্খলা রক্ষা (iv) লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস প্রশ্ন : ১। নাগরিক কাকে বলে ?	(i) মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণ (ii) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ। (iii) নোট করা উত্তর প্রদান

*বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষকের সুবিধামত 'বিষয় বিশ্লেষণের' পরিবর্তে 'বিষয় সংক্ষেপ'—এরূপ লিখতে পারেন।

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ হল, সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে, রাষ্ট্র তাকে সভ্য বলে স্বীকার করে নেবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সে রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ পাবে।	প্রশ্ন : ২। আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ কি?	উত্তর প্রদান
বিদেশীরা রাষ্ট্রের অস্থায়ী বাসিন্দা। এক রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যখন অপর রাষ্ট্রে বাস করতে থাকে তখন তাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক বলা হয়।	(মানচিত্রের সহায়তায় দৃষ্টান্ত স্থাপন।) ৩। বিদেশী কাকে বলে?	উত্তর প্রদান
নাগরিক ও বিদেশী উভয়ে একই রাষ্ট্রে বাস করে। উভয়েই সেই রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে চলে ও কর প্রদান করে। উভয়েই সামাজিক অধিকার ভোগ করে।	৪। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেশীর কি কি সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য আছে?	প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
নাগরিক এবং বিদেশীর আনুগত্য এক নয়। ভারতীয় নাগরিক এবং বিদেশী উভয়েই ভারতে বসবাস করে। ভারতের নাগরিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাবে কিন্তু বিদেশী তার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাবে, কারণ সে সেই রাষ্ট্রের সভ্য।	(মানচিত্র প্রদর্শন ও বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্থাপন।) ৫। নাগরিকের ও বিদেশীর আনুগত্যের মধ্যে তফাৎ কি?	উত্তর প্রদান
ভারত যদি কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে ভারত	(মানচিত্র প্রদর্শন)	আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

সরকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু ভারত প্রবাসী অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিককে সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারে না। একজন ভারতীয় নাগরিক যদি ভারতের বাইরে বিপদে পড়ে তাহলে ভারত সরকারের নিকট সে সাহায্য পাবে। কিন্তু কোন বিদেশী সে সাহায্য পাবে না। বিদেশীরা রাজনৈতিক অধিকার পায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে।	প্রশ্ন : (মানচিত্র প্রদর্শন) ৬। যুদ্ধের সময় ভারত নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে কাকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে? (দৃষ্টান্ত স্থাপন ও আলোচনা)	প্রশ্ন জিজ্ঞাসা উত্তর প্রদান অংশ গ্রহণ ও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নোট করণ।

৩। মূল্যায়ন—*(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহকাজ : নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর লিখবার নির্দেশ।

(i) নাগরিক ও বিদেশী কাকে বলে?

(ii) নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য কি?

*(খ) সংশোধন সূচক কর্ম :—অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য কর্ম নির্দেশ।

(i) পাকিস্থান সহ ভারতের মানচিত্র অঙ্কন।

(ii) পাকিস্থানের অধিবাসী ভারতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাকে কি বলা হয়?

(iii) ভারতের স্থায়ী অধিবাসীকে কি বলা হয়?

(iv) পাকিস্থানী কোন ব্যক্তি কি ভারতে নির্বাচন উপলক্ষে ভোট দিতে পারেন? তিনি কি মন্ত্রী হতে পারেন?

(v) একজন পাকিস্থানী ভারতে বসবাস করতে করতে লণ্ডন চলে গেলেন; সেখানে তিনি বিপদে পড়লেন—ভারত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

*শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর শ্রেণীকক্ষেও দিতে পারে। গৃহে পাঠচর্চার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়াও চলে।

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

1. Discuss the origin and development of Economics and Civics.

2. Define Economics and discuss its subject matter.

3. What is Economics ? Discribe briefly its subject matter and scope of study.

4. What is meant by economic activities of man ? Discuss their nature.

5. "Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life"—Discuss.

6. Discuss the subject matter and scope of Economics.

7. Define Civics and discuss the subject matter and scope of Civics.

8. "Economics is a social Science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange"—Elucidate.

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. For what purposes do we study economics ? Of what value is the study of economics to a citizen ? [B. T. C U. 1965.

2. Write a short note on the aims and objectives of teaching economics. [B. T. C.U. 1967.

3. What are the needs to fix up the aims and objectives in teaching Economics and Civics

4. Discuss the aims and objectives of teaching of Economics and Civics with special reference to Indian Conditions.

5. What are the aims of taching of Economics and Civics in Higher Secondary Schools ?

6. Clearly lay down what value of teaching Economics and Civics in school you expect to be implemented ?

7. Trace the changes in the aims and values of Indian education with special referance to national goals of India.

8. Discuss and narrate briefly the aims, objectives and values of teaching of Economics with special reference to conditions of the Indian sub-continent.

9. In what way has the values of teaching civics in schools increased with the achievement of independence ? How should this teaching be different from what it was in pre-independence days ?

10. Discuss the role of teachers in formulating aims and objectives of teaching Economics and Civics.

তৃতীয় অধ্যায়

1. Explain to a businessman and a legislator why he should secure knowledge of the basic principles of civics and economics. [B. T. C. U. 1966.

2. Bring out clearly the practical utility and importance of teaching Economics and Civics in School.

3. What do you mean by civics ? Throw light on the reasons that have given it a place in the curriculum and syllabus.

4. What are the reasons for introduction of Economics and Civics in the School curriculum ?

5. What are the utility and value based reasons for which 'Economics and Civics' is introduced in School curriculum ?

6. The present form of the social structure is a gift of the economic forces. Discuss this statement.

চতুর্থ অধ্যায়

1. Discuss the relation of civics to (a) History and (b Sociology. [B. T. C.U. 1965

2. How is economics related to (a) ethics, (b) political Science and (c) Geography ? [B. T. C.U. 1966.

3. "History without Political Science has no fruit. Political Science without History has no root."—Seely. Examine the statement. [B. T, C. U. 1950, 59.

4. What is the utility of bringing out the relationship between Economics and Civics and other social sciences ? How can you utilise this relationship in teaching of your subject concerned ?

5. Explain to the students of Economics and Civics why they should also know history, mathematics and sociology. [B. T. C.U. 1967.

6. What is Correlation ? What are its different types ? What method would you follow in correlating economics and civics with other curricular subject ?

7. Show how would you co-relate the teaching of Economics with history, Sociology and mathematics ? Give examples in support of your answer.

8. "Modern Problem and needs are forcing statistical methods and statistical ideas more and more to the fore." In the light of this statement bring out the relation between Economics and Statistics.

9. "Civics is essentially a subject of connections, it links all times and periods as parts of the long chain of achievement, beaten out of civilizations, it connects all subjects as parts of the life story of mankind"—Discuss.

10. How is economics related to geography and commerce ? Illustrate your answer with examples. [C. U. B. T. 1969.

পঞ্চম অধ্যায়

1. "Methodology should be conceived as a dynamic funct'on of education and not as static aspect of the process of teaching" (Bining & Bining)—Discuss.

2. "I do not think that a school should tie itself down to any one particular method. Sometimes one method will be of the greatest use in accomplishing our object and sometimes another." (W. M. Ryburn) Discuss,

3, Dicuss the importance of the method of teaching of economics and Civics in Secondary School,

4, What are the general principles you should bear in mind while teaching economics and civics in Secondary Schools ?

5, What should be the modes of instructions in Schools ?

6, "Method of teaching on Economics and civics should be guided by the requirements of the society"—Discuss and illustrate your answers with suitable example,

7. What is meant by individual instructions ? How can this method be utilised while teaching economics and civics ?

8. Discuss how individual difference can be utilised while teaching economics and civics in School,

9, Enumerate the merits and limitations of individualised instruction,

10. "The experience of pupils should be util'sed and when necessary, enlarged in developing a lesson or laws of economics," Discuss [B. T. C.U. 1968

11, Disscuss the process how you can utilise the experience of pupils in teaching of economics and civics.

12. What methods would you use to explain to your students the relation between economic development and population growth ? [C. U. B. T. 1969.

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. Write notes on the use of (a) the Deductive and (b) the Inductive methods in the study of economics.
[B. T. C.U. 1965

2. Write a short note on the methods of teaching Economics that you would adopt in explaining different topics to the students? Discuss the relative role of each of these methods.
[B. T. C.U. 1966

3. Discuss the methods that you would adopt for the study of Civics, justifying your answer with proper reasons. Illustrate your answer with reference to some topics from the Higher Secondary Syllabus in Civics.
[B. T. C.U. 1966

4. Discuss in short the methods of studying economics and civics.

5. What are the methods of teaching of Economics? Which method will you prefer and why? Illustrate your answer with reference to some topics from H. S. Syllabus in Economics.

6. What are the various methods of teaching civics? Which method is useful for which stage of education? Discuss fully.

7. What are the various methods of teaching civics? Which method, you think, is useful for teaching of civics in a democratic country?

8. What is meant by Text book Method? Describe the importance of this method in the teaching of economics and civics in Secondary school.

9 What are the merits and demerits of the text book method? How do you improve it?

10. State the different uses of the Lecture Method on Economics and Civics and point out the best procedure for each.

11. Describe the merits and demerits of the Lecture Method and suggest some remedies.

12. How would you draw your students into a discussion on democracy ? How would discussions be conducted ?

[B. T. C.U. 1968.

13. Discuss the utility of any two of the following methods in the teaching of Economics and Civics :

(a) Project Method.

(b) Socialised recitation Method.

( ) Supervised study Method.

( ) Unit lesson Method.

(e) Heuristic Method.

14. What do you mean by question-answer technique ? How would you utilise this technique in teaching of Economics and Civics.

15. Describe briefly various techniques of teaching of Economics and Civics.

16. What would be your techniques for teaching of Economics and Civics at the Higher Secondary stage so as to make the subject-matter more realistic and interesting ?

17. How would you lead your students through a discussion on individualism and socialism ?

[C. U. B. T. 1969.

সপ্তম অধ্যায়

1. Discuss the relationship between society and your subject—'Economics and Civics'.

2. What do you mean by Socialisation ? Discuss the importance of socialisation in teching Economics and Civics.

3. Write an essay on practical application of Socialisation in connection with teaching of Economics and Civics.

4. What are the uses of visits and excursions to Industrial fields, Bank and Life insurance offices, Assembly and Parliament ?

5. Prepare a plan for an educational tour and state what measure you would adopt to make it effective in teaching Economics and Civics.

অষ্টম অধ্যায়

1. What teaching aids would you use in explaining your subject economics to group of students ? Describe the role of each such aid in clarifying the ideas of the students. [B. T. C.U. 1965.

2. Take any particular topic in civics and write how you utilise the following teaching aid in explaining the subject to the students : (a) Picture, (b) diagrams and (c) audio-visual appliances. [B. T. C.U. 1967.

3. In teaching Economics and Civics where would diagrams be more useful and where are audiovisual appliances more appropriate ? Give examples to illustrate your answere. [B. T. C.U. 1968.

4. Discuss the importance of text books, reference book and journals in the teaching of Economics and Civics.

5. Discuss the importance of visual aids in connection with the teaching of Economics and Civics. State the important items of aids that you may usefully utilise in the class room.

6. "Text books are appropriate and useful as means, not as ends"—Discuss.

7. "The foundation of all learning, consists in representing clearly to the senses, sensible object so that they can be appreciated easily"—Discuss.

8. Discuss the Scope and utility of using the following aids and appliances in teaching of Civics and Economics in the Secondary Schools :

(a) Radio, (b) Tables, (c) Graphs, (d Audiovisual aids, (e) Pictures, (f) Papers, journals and current affair.

9. Write a short note on the Aids that you would use for teaching Economics at the Higher Secondary stage. Illustrate your answer.

10. What kind of material aids would you suggest in the teaching of Civics to inculcate civic ideals among the students and why ?

11. Discuss the importance of the following in the teaching of Civics and Economics :

(a) Chart,
(b) Motion picture,
(c) Diagrams, and
(d) Pictures,

12. What factors would you keep in mind while selecting a suitable text-book of Economics and Civics for the Higher Secondary stage ?

13. Can you suggest the use of audio-visual appliances for a lecture on the duties of the citizen in a modern state ? Give reasons for your answer. [C. U. B. T. 1969.

নবম অধ্যায়

1. Not examination but evaluation is the method of ascertaining the achievement of the students"—Discuss.

2. Give a bird's eye view of rise and devolopment of the educational evaluation movement.

3. What are the principles of good evaluation in connection with ensuring pupils' progress in Economics and Civics ?

4. Examine the needs for comprehensive evaluation in realising the aims and objects of teaching Economics and Civics. What are the tools that you can make use of for this purpose.

5. Compare the relative advantages and disadvantages of Essaytype, short answer type and objective type questions for evaluation in the field of measuring achievements in Economics and Civics.

6. Discuss the means of perfect evaluation for measuring the achievements of pupils in the fields of Economics and Civics.

দশম অধ্যায়

1. Briefly discuss the importance of the teacher in teaching of Economic and Civics.

2. Discuss the various motives which influence the teachers for entering the teaching profession.

3. "Teacher is friend, philosopher and guide of the students". Discuss the essential qualifications of the teacher of Economics and Civies in the light of this statement.

4. What should be the unavoidable duties of the teacher of Economics and Civics.

5. "The teacher must not be a passive onlooker but an active observer, one who stands by refraining from fussy interference, but ready to lend a hand when help is called for"—Discuss. [B. T. C. U. 1969.

একাদশ অধ্যায়

1 "The best part of a student's training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in Preparing lessons, and in giving them, under the guidance and over right of a skilled tutor"—Discuss

2. Write lesson notes on any one of the following :

(a) Monopoly and Competition.
(b) Co-operative Society.
(c) Democracy and dictatorship.
(d) Rights and Duties of a citizen in modern state.

[B. T. C. U. 1965.

3. Write lesson notes on any one of the following indicating the class for which it is meant.

(a) Socialism and Communism.
(b) Safe guards of Liberty.
(c) Inflation and deflation.
(d) Large Scale and small Scale business.

[B. T. C. U. 1966.

4. Write lesson notes on any one of the following subjects :

(a) Balance of Trade and balance of payments.
(b) Monopoly and Competition.
(c) Unitary and Federal form of Government.

[B. T. C. U. 1967.

5. Write lesson notes on any one of the following subjects :

(a) Lows of returns.
(b) Inflation.
(c) Organs of Public opinions.
(d) United Nations.

[B. T. C.U. 1968]

6. Write lesson notes on any one of the following subjects for the class for which it is best suited :

(a) National Income.
(b) Price Mechanism.
(c) Liberty and Law.
(d) Party Government.

[B. T. C. U. 1969.

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

1. Political Theory—Gettell
2. Elemtary Principles of Economics—Jather and Beri
3. Introduction to Economics and Civics—A. K. Sen
4. E sentials of Economics—Hague and Stonier.
5. Planning Commission—Third Five-Year Plan.
6. Teaching the Social Studies in Secondary Schools—
Bining and Bining.
7. Simple Visual Aids For Social Education—
S. L. Ahluwalia. (N. C. E. R. T.)
8. Students Teaching And Evaluation.—B. N. Pandey.
(N. C. E. R. T.)
9. The Concept of Evaluation in Education.
(N. C. E. R. T.)
10. Report of the Secondary Education Commission.
(1952—53)
Ministry of Education.
(N. C. E. R. T.)
11. Report of the Education Commission, (1964-66)
Ministry of Education.
12. Report of Seminar on Student Teaching And
Evaluation (Bhuboneswar Nov. 6 to 18, 1967)
B. N. Pandey (N. C. E. R. T.)
13. Instruction In Indian Secondary Schools.—
E. A. Macnee.
14. আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য।
15. শিক্ষণ-প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা—হালদার।
16. Economic Surveys in underdeveloped Countries—
—P. K. Mukherjee.

17. An Introduction to Economics Theories.—
—S. N. Sen & S. K. Das.

18. An Introduction to Economics, Applied and
Theoretical.—S. Gupta.

19. Teaching that Social Studies in Secondary Schools.
Bining & Bining

20. New Education and its Aspects.—K. K. Mukherjee.

22. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—সেনগুপ্ত ও রায়।

23. আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি—সেনগুপ্ত, সেনগুপ্ত।

24. Teaching Economics—Norman Lee (ed)
(Economics Association, Surrey, 1967.)

25. National Policy on Education, 1968
Govt. Publication No. 83?.

26. শিক্ষাতত্ত্ব—ঋতেন্দ্র কুমার রায়।

27. New Education—J. C. Chakrabarty.

28. Principles of Education—Raymont.